মাসিক

আত-তাহরীক

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০০

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

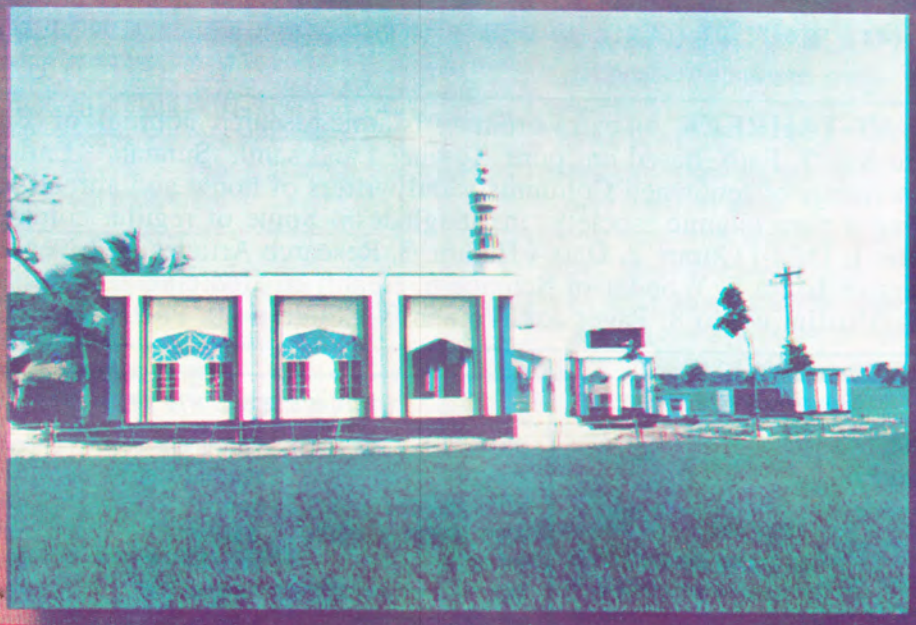

Contents

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

رب زدنى علما

مجلة "التحريك" الشَهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٣ عدد: ٩، صفر ١٤٢١هـ / يونيو ٢٠٠٠م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত কুশখালী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সাতক্ষীরা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc. .

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফ্‌ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax: (0721) 760525. Ph: (0721) 761378.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
ছফরঃ	১৪২১ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ	১৪০৭ বাং
জুন	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন ও যুবসংঘ অফিস- ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- ✪ সম্পাদকীয় ০২
- ✪ দরসে কুরআন ০৩
- ✪ প্রবন্ধঃ
  - ❒ মানবজাতির ভাঙনচিত্র ০৯
    -ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ❒ শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত *-রফীক আহমাদ* ১১
  - ❒ ঈদে মীলাদুন্নবীঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা ১৩
    -সাঈদুর রহমান
  - ❒ প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১৭
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - ❒ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও জননিরাপত্তা আইন - *মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম* ১৮
  - ❒ শাশ্বত সত্যের সন্ধান *-যহুরুল বিন ওছমান* ২০
  - ❒ খৃষ্টীয় ২০০০ সাল উদযাপন সম্পর্কে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া ২২
    -অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম
  - ❒ ডারউইনের বিবর্তনবাদঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা ২৫
    -মুহাম্মাদ হাসান ত্বারিক (রানা)
- ✪ সাক্ষাৎকারঃ
  (ক) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালন
  (খ) 'আল-কাউছার হজ্জ কাফেলা ২০০০'-এর নায়েবে আমীর জনাব মুহাম্মাদ শহীদ-উল-মুল্‌ক
- ✪ চিকিৎসা জগৎ ৩৩
- ✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ
  সম্রাট বাবরের মহত্ত্ব ৩৪
- ✪ দো'আ ৩৬
- ✪ কবিতা ৩৭
  ০ ঈমানী শক্তি ০ আজব দেশ ০ কলমী জেহাদ
  ০ তুমি এলে বলে ০ মুক্তির পথ ০ জাগরণী
- ✪ সোনামণিদের পাতা ৩৯
- ✪ স্বদেশ-বিদেশ ৪২
- ✪ মুসলিম জাহান ৪৫
- ✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৭
- ✪ সংগঠন সংবাদ ৪৮
- ✪ প্রশ্নোত্তর ৫০

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ভৌগলিক ও ঈমানী প্রতিরক্ষা চাইঃ

দেশের প্রতিরক্ষা খাত ও মাদরাসা শিক্ষা খাতে বাজেট হ্রাসের প্রস্তাব এসেছে এদেশেরই কিছু বুদ্ধিজীবী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। সরকারী পদক্ষেপ শুরু হয়েছে অনেক আগে খানিকটা অঘোষিত ভাবেই। ১৯৯৭ সাল থেকে ২৫১টি মাদরাসার এমপিও ভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। আর এখন যোগ হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের সুপারিশ। শোনা যাচ্ছে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষাগার কলিকাতা মাদরাসাটিও বন্ধের পায়তারা চলছে। ওদিকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানোর জন্য যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, আমরা বিশ্বের ৪র্থ সমরশক্তির অধিকারী ভারতবেষ্টিত একটি ছোট্ট দুর্বল দেশ। ভারতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করে টিকে থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। অতএব সামরিক বা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি স্রেফ অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যদি সেনাবাহিনী রাখতেই হয়, তাহ'লে ছোট আকারে রাখলেই চলে। যারা বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগকালীন সময়ে জাতির সেবা করবে'...। বিশ্বের অভুক্ত মানুষের অর্ধেকেরই বসবাস যে ভারতে, সেই দরিদ্রতম দেশটির নেতারা যখন নিজেদের জনগণকে অভুক্ত রেখে এবারের প্রতিরক্ষা বাজেট ২৮% বৃদ্ধি করেছে, তখন আমাদের নেতারা প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাসের চিন্তায় ব্যাকুল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট চার্চিলের ভাষায় 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকাই হ'ল শান্তিতে বসবাসের অন্যতম গ্যারান্টি'। ভারত বড় সমরশক্তি বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে তাদের করুণা ভিক্ষা করে জীবন কাটাতে হবে, এরূপ চিন্তা যারা করেন, তাদের জানা উচিত যে বদ্ধ ঘরে একটি বিড়ালকে আক্রমণ করলেও সে তীব্রভাবে রুখে দাঁড়ায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে জয়ী হয়। ভারত তার চারপাশে শত্রু বেষ্টিত। পাকিস্তান, নেপাল, মহাচীন, মায়ানমার ছাড়াও তার ঘরেই রয়েছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত বোন রাজ্য সমূহে স্বাধীনতার তৎপরতা। এসবের জন্য সে সদা সন্ত্রস্ত। এরপরে আবার বাংলাদেশকে গ্রাস করার দুঃসাহস সে পাবে কোথায়? তবে হ্যাঁ, যদি আমাদের শক্তিশালী সামরিক অবকাঠামো না থাকে, তাহ'লে সে হায়দরাবাদ, জুনাগড়, মানভাদর ও সিকিম দখলের মত ভীতি সৃষ্টিকারী কুটনীতির মাধ্যমে যেকোন সময়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করে নিতে পারে। বালা বাহুল্য এই পলিসিই সে শুরুতে নিয়েছিল যুক্তিযুদ্ধ কালীন গোপন সাতদফা চুক্তির মাধ্যমে। তৎকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের সাথে গোপনে এই চুক্তি প্রণয়ন করেন। যাতে স্বাক্ষর দিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ চুক্তির ধারায় বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না। মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। যারা আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বদা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চলবে। এই ধরনের অধীনতা মূলক চুক্তির কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে তার প্রতিরক্ষা নীতি আজও গড়ে তুলতে পারেনি। আমরা বলতে চাই যে, বাংলাদেশকে তার ভৌগলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার স্বার্থে আমাদের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইনে থাকবে সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিডিআর, আনছার, কোষ্টগার্ড ইত্যাদি বাহিনী। তৃতীয়তঃ সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্তদেরকে রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে তালিকাভুক্ত করে তাদের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাধারণ যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এরপরেও থাকবে ক্যাডেট, এনসিসি, জুডো-কারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি ঈমানী সচেতনতা ও জিহাদী জাযবা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে সদা সচেতন ও সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে হামলা এলেই ব্যাপক জনযুদ্ধের মুখে শত্রু লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। যেভাবে পালিয়েছে ভিয়েৎনাম থেকে আমেরিকা ও আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাই নিজ দেশের সীমান্ত রক্ষার সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্বিক আত্মরক্ষার কৌশলও অবলম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হ'ল মাদরাসা শিক্ষার বাজেট হ্রাস প্রস্তাব। কিন্তু কারণ কি? এর প্রস্তাবক কারা? প্রস্তাবক হ'ল প্রশিকা, এডাব, সমন্বয় নামক চিহ্নিত কতগুলি এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী কয়েকজন সংসদ সদস্য। অর্থমন্ত্রীর কাছে তাদের একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে নাকি সরাসরি প্রস্তাবও দিয়ে এসেছেন। শুধু এ সরকার নয়, বিগত সরকারের আমলেও আমরা এ ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। কেন জানি সরকারী লোকেরা মাদরাসা শিক্ষাকে 'জ্বাল' বলতে আনন্দ পান। এটার মধ্য দিয়ে ১৯৩৬ সালে লর্ড মেকলের সেই বক্তব্যের বাস্তব প্রমাণ মেলে। যেখানে তিনি বলেছিলেন, We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in openion, in morals and intellect, অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃদ্ধিতে হবে ইংরেজ'। বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, So long as the Muslims have the Quran, We shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা কুরআনকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দমানো বা পরাভূত করা সম্ভব হবে না। তাই হয় তাদের থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে, না হয় তাদের হৃদয় থেকে মুছে দিতে হবে কুরআনের প্রেম ও ভালবাসা'। মুসলমানের ঈমানী শক্তির মূল উৎস তারা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাদের বশংবদ গোলাম বানানোর ও জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করার জন্য ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা নামে তারা দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। যা আজও এদেশে চালু আছে। সেই সঙ্গে সমাজকল্যাণের নামে গরীব জনসাধারণকে ঋণের জালে আটকিয়ে ও ঋণদানের টোপ দিয়ে তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর দূরদর্শী পরিকল্পনা বেশ সফলভাবেই এগিয়ে চলেছে। বলা আবশ্যক যে, মুসলমানের ঈমানী শক্তিকে উজ্জীবিত রাখার কেন্দ্র হ'ল মাদরাসা সমূহ। আর একারণেই ইসলাম বিরোধীদের টার্গেট হ'ল মাদরাসা। দেশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি হ'ল ঈমানী শক্তি। আর সেই শক্তিকেন্দ্রকে ধ্বংস করা অর্থই হ'ল দেশের স্বাধীনতা যারা সত্যিকার অর্থে চায়না, তাদের হাত শক্ত করা।

দেশের নেতাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কামাল পাশা যখন আভ্যন্তরীন বিশৃংখলা নিয়ে বিব্রত, সেই অ ময় বৃটিশ নেতা লর্ড কার্জন প্রস্তাব করেন, 'যদি তুরস্ক নিজ হাতে ইসলামের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সমস্ত মূল্যবোধ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয়, তবেই তারা আমাদের সাথে যথার্থ একাত্ম হবে.... এবং এরপরে তারা যা চায় তাই-ই পাবে'। মুস্তফা কামাল তাতেই সায় দিলেন। লর্ড কার্জন খুশীতে গদগদ হ'য়ে সেদিন বলেছিলেন, 'আসল কথা হ'ল তুর্কীরা আর কোনদিনও তাদের আগের শক্তি অর্জন করতে পারবে না। কেননা তাদেরকে আমরা ভিতর থেকে হত্যা করেছি'। যে ওছমানীয় খেলাফত (১৩০০-১৯২৪ খৃঃ) ছয়শত বছর শাসন ক্ষমতায় থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত দখল করে ইউরোপের অন্তঃস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই মহাশক্তিধর একটি শাসনশক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষতার টোপ দিয়ে চিরদিনের মত ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছিল ইংরেজরা কোনরূপ সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই নামধারী মুসলিম নেতা মোস্তফা কামালের মাধ্যমে। এই ব্যক্তিকেই আবার উপাধি দেওয়া হ'ল 'আতাতুর্ক' বলে। যার অর্থ তুর্কীজাতির জনক। অথচ তিনি ছিলেন তুর্কী খেলাফত ধ্বংসকারী ব্যক্তি। আমাদের সেই ফেলে আসা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া ভাল।

পরিশেষে বলব, ভৌগলিক প্রতিরক্ষার জন্য যেমন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রয়োজন, জাতির ঈমানী চেতনা উজ্জীবিত রাখার জন্য তেমনি প্রয়োজন উন্নত মাদরাসা শিক্ষার। সেই সাথে প্রয়োজন কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। আল্লাহ আমাদের ঈমানী চেতনা ও ভৌগলিক স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখুন- -আমীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

কবরের কথা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ● لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ، كَلاَّ ط اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ط وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ●

অনুবাদঃ যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন সে বলেঃ হে প্রভু! আমাকে ফিরিয়ে দিন *(মুমিনুন ৯৯)*! যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনোই নয়। এটা কথার কথা মাত্র। কেননা তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (১০০)।

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ بَرْزَخٌ শব্দের অর্থ অন্তরায় বা পৃথককারী বস্তু। কিংবা দুই অবস্থা বা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে 'বরযখ' বলা হয়। মৃত্যুর পর হ'তে ক্বিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত সময়কালকে 'বরযখ' বলা হয় (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। কেননা এটা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যবর্তী সীমানা প্রাচীর। তাবেঈ বিদ্বান ইমাম শা'বী (রাঃ)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি একজনের মৃত্যু সংবাদ শুনে বললঃ আল্লাহ অমুকের উপরে রহম করুন! লোকটি আখেরাত বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেল। তখন শা'বী (রাঃ) তাকে বললেন, লোকটি আখেরাত বাসী হয়নি, বরং বরযখবাসী হয়েছে। সে দুনিয়াবাসীও নয় আখেরাতবাসীও নয়'।[১]

আয়াতের মর্মার্থঃ 'মরিতে চাহিনা এ সুন্দর ভুবনে'-এটা মানুষের একান্ত মনের কথা। কিন্তু তাকে মরতেই হয়। ছেড়ে যেতে হয় দুনিয়ার সকল মায়াবন্ধন। পদার্পণ করতে হয় এক অজানা-অচেনা নতুন জগতে। মৃত্যু এসে গেলে তাই মানুষের মন ডুকরে উঠে বলে আরেকবার সুযোগ দাও হে প্রভু! ফিরে যাই চেনা জীবনে। আরও কিছু নেক আমল করি পরজীবনের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য। কিন্তু না। এটা তার কথার কথা মাত্র। তাকে এখন যেতেই হবে। সে বরযখী জীবনের কিনারে পৌঁছে গেছে। 'বরযখ' থেকে কেউ দুনিয়াবী জীবনে আর ফিরে আসেনা। ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থানকাল পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হবে। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল কবরের জীবন।

কবর আযাবঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈকা ইহুদী মহিলা তাঁর নিকটে উপস্থিত হ'ল এবং কবর আযাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললঃ (হে আয়েশা!) আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব হ'তে রক্ষা করুন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে কবর আযাব সত্য কি-না জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ কবর আযাব সত্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপরে আমি কখনো দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন। অথচ কবর আযাব থেকে পানাহ চাননি'।[২]

হাদীছটিতে কবর আযাবের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। কবরে কেবল আযাবই হয়না। বরং মুমিনের জন্য শান্তিও রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আযাব হয় বলেই এখানে 'কবর আযাব' কথাটি এসেছে। 'কবর' বলতে ঐ স্থানকে বুঝানো হয়, যেখানে মৃত্যুর পরে মৃতকে রাখা হয়। চাই সে ডুবে মরুক, আগুনে পুড়ুক বা হিংস্র প্রাণীর খোরাকে পরিণত হৌক। পচে সড়ে যাক বা ছাই হৌক বা প্রাণীর খাদ্য হৌক, তাকে বা তার দেহাংশকে অবশেষে যমীনেই আশ্রয় নিতে হয় ও তা মাটিতে পরিণত হয়। মাটি তাই সকল জৈবিক দেহের শেষ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ বলেন, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى– 'এই মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এই মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং এই মাটি থেকেই তোমাদের পুনরায় বের করে আনব' *(ত্বা-হা ৫৫)*। অতএব কবরের গর্তই কেবল কবর নয় বরং মাটিই মানুষের মূল কবরস্থান। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে কবরস্থ করা হয়, সেহেতু মাটির গর্তটিই 'কবর' বলে পরিচিতি লাভ করেছে।[৩]

'আক্বল' ও 'নক্বল' তথা 'যুক্তি' ও 'অহি' দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জড়জগতে অনুভূতি বর্তমান। অতএব মৃতের দেহাংশে জান্নাতের শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তির অনুভূতি সঞ্চারিত হওয়া কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কবরের আযাব ও অবস্থাদি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ছাড়াও অগণিত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। সেকারণ কোন কোন বিদ্বান এ সংক্রান্ত হাদীছ সমূহকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন।[৪] সত্য হওয়ার ব্যাপারে যাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই।

১. *তাফসীরে কুরতুবী ১২/১৫০ পৃঃ।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮।*
৩. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/১৩০।*
৪. *ঐ ১/১৩০।*

পূর্বোক্ত হাদীছে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ 'হাঁ কবরের আযাব সত্য'। তাহ'লে এর পূর্বে কি আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি জানতেন না? ঐ ইহুদী মহিলাই বা কিভাবে জানলেন? এর জবাব এই যে, ইহুদী মহিলা বিষয়টি তওরাত পড়ে অথবা শুনে জেনে থাকবেন। অতঃপর তিনি এসে আয়েশা (রাঃ) -কে অবহিত করেন (মিরক্বাত)। ইতিপূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ইবরাহীম ২৭ ও মুমিন ৪৬ আয়াতে কাফিরদের জন্য কবর আযাব সম্পর্কে হুকুম নাযিল হয়েছিল।[৫] অতএব এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তবে তাওহীদবাদী গোনাহগার মুমিনের উপরে কবর আযাব হবে কি-না এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হয়তবা নিশ্চিত ছিলেন না। আয়েশা (রাঃ) -এর প্রশ্নের ফলে তিনি আল্লাহ্র অহি-র শরনাপন্ন হন এবং অহি প্রাপ্তির পরে জবাব দেন যে, হাঁ কবর আযাব সত্য। যা সকল পাপী বান্দার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[৬] এক্ষণে কোন কোন বিভ্রান্ত ফের্কার ন্যায় অতি যুক্তিবাদী হ'তে গিয়ে যদি আমরা কবর আযাবকে অস্বীকার করি এবং চেতন জগতের উপরে ভিত্তি করে অচেতন জগতকে কল্পনা করি, তাহ'লে কুরআন ও হাদীছের একটি বিরাট অংশকে অমান্য করতে হয়। যা কখনোই সম্ভব নয়।

হে পাঠক! জেনে রাখুন যে, কবর হ'ল পরকালের পথের প্রথম বিরতিস্থল (stopage)। মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথে বান্দার জন্য ছোট ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তাকে যখন কবরস্থ করা হয়, তখন প্রতিদিন সকাল ও বিকালে তাকে তার স্থায়ী নিবাস দেখানো হয়। জান্নাতী হ'লে জান্নাত এবং জাহান্নামী হ'লে জাহান্নাম প্রদর্শন করা হয়।[৭]

বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমানোর প্রাক্কালে উপনীত হয়, তখন সূর্যের ন্যায় আলোকিত চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে নাযিল হয়। যাদের হাতে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি থাকে। অতঃপর তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার মধ্যে উপবিষ্ট হয়। এমতাবস্থায় 'মালাকুল মউত' এসে যায়[৮] এবং বলে, এসো হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর রূহ বেরিয়ে আসে। যেমন কলসী থেকে আলকাতরা সহজে বেরিয়ে আসে। অতঃপর তা পলকের মধ্যে (অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ) উক্ত জান্নাতী কাফনের মধ্যে জড়িয়ে নেন। যা পৃথিবীর সেরা সুগন্ধির চাইতে উত্তম সুগন্ধিযুক্ত হয়। ফেরেশতাগণ উক্ত রূহকে নিয়ে সপ্ত আসমানে উঠে যেতে থাকেন। রাস্তায় প্রতি আসমানে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলে দুনিয়ায় উচ্চারিত সর্বাধিক সম্মান সূচক নাম সমূহের চাইতে অধিক সম্মান সূচক নামে 'অমুকের পুত্র অমুক' হিসাবে তার পরিচয় দেওয়া হয়। এভাবে সপ্তম আসমানে পৌঁছে গেলে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার আমলনামা 'ইল্লীঈনে' রেখে দাও'।[৯] অতঃপর তাকে পৃথিবীতে তার দেহে ফেরত নিয়ে যাও। তখন তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপরে 'মুনকার' ও 'নাকীর'[১০] নামক মিশমিশে কৃষ্ণকায় পীত চক্ষু বিশিষ্ট[১১] দু'জন ফেরেশতা কবরে এসে মৃত মুমিন ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসিয়ে দেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, কবরস্থ করার পরে মৃতের সাথীদের জুতার আওয়ায শোনা যায়, এমন সময় ফেরেশতারা এসে যান।[১২]

অতঃপর তারা প্রশ্ন করেনঃ তোমার প্রভু কে? তিনি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ তোমার দ্বীন কি? তিনি বলেন, আমার দ্বীন হ'ল ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্নঃ এই ব্যক্তিটি কে? যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বলেনঃ উনি হ'লেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, কিভাবে তুমি এটা জানলে? তিনি বলবেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি এবং তার উপরে ঈমান এনেছি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করেছি'। এই সময় আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী আওয়ায দিবেনঃ আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছে। তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতী পোষাক পরিয়ে দাও। তার জন্য জান্নাতমুখী একটি দরজা খুলে দাও'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে তাকে জাহান্নাম দেখানো হবে। অতঃপর

---

৫. ইবরাহীম ২৭, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ. وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ- আয়াতটি কবরে আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন। -মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত (মির'আত সহ) হা/১২৫, ১/১৩০-৩১।

মুমিন (গাফের) ৪৬ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ. اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ- =মির'আত ১/১৩৪।

৬. মির'আত ১/১৩৪; মিরক্বাত ১/২০১-২।

৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৭।

৮. 'মালাকুল মউত'-এর নাম যে 'আযরাঈল' একথাটি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সম্ভবতঃ এটি ইস্রাঈলী প্রচারণা। -আবদুল মলেক আলী আল-কুলায়েব, আহ্ওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ১২।

৯. সর্বোচ্চ ও সপ্তম আসমানে সংরক্ষিত মুমিনদের রূহ সমূহের অবস্থান স্থলের নাম।

১০. 'মুনকার' অর্থ অপরিচিত। 'নাকীর' অর্থও তাই। এটা এজন্য যে, উভয় ফেরেশতাই মৃতের নিকটে অপরিচিত'। =তিরমিযী ১/২০৫ টীকা- ৩।

১১. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০।

১২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬।

বলা হবে, ঐ ভয়ংকর ঠিকানা পাল্টিয়ে তোমাকে জান্নাতের সুখময় ঠিকানায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এভাবে তাকে দু'টি ঠিকানাই দেখানো হবে। অতঃপর জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধি তার নিকটে আসতে থাকবে এবং তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবরের বিছানা প্রসারিত করা হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে কবর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সত্তর গজ প্রসারিত ও আলোকিত হবে।[১৩] এমন সময় একজন সুন্দর চেহারাবান ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত ও সুন্দর পোষাক পরিধান করে সেখানে উপস্থিত হবে ও তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলবেঃ আজকের দিনের জন্য আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যেদিনটির জন্য আপনাকে ওয়াদা করা হয়েছিল'। কবরস্থ মুমিন ব্যক্তি তখন বলবেঃ কে তুমি? সে বলবেঃ আমি আপনার নেক আমল। তখন মুমিন ব্যক্তি আনন্দের সাথে বলে উঠবেঃ হে প্রভু! ক্বিয়ামত দাও। হে প্রভু! ক্বিয়ামত দাও। আমি আমার পরিবার ও সম্পদের কাছে ফিরে যাব। তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে, যা ক্বিয়ামতের পূর্বে আর ভাঙবে না।

কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি কাফির বা মুনাফিক[১৪] অর্থাৎ কপট ঈমানদার হয়, তাহ'লে তার রূহ কবয করার পূর্বক্ষনে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতার আগমন ঘটবে। যাদের হাতে পশমের কাপড় থাকবে। তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার মধ্যে উপবিষ্ট হবে। এরপর মালাকুল মউত এসে তার মাথার কাছে বসে বলবে, হে অপবিত্র আত্মা! তোমার প্রভুর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর সে তার রূহ টেনে বের করবে এমনভাবে যেমন বাঁকা ধারওয়াল লোহার শিক কাঠি পশমের মধ্য থেকে টেনে ছিঁড়ে বের করে আনা হয়। অতঃপর সেটাকে ঐ ফেরেশতাগণ পশমের কাপড়ের মধ্যে মুড়ে নেবেন। যা থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত পচা লাশের গন্ধ বের হ'তে থাকবে। এটাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব আসমানের দিকে উঠে যেতে থাকবেন। রাস্তায় অন্য ফেরেশতাগণের প্রশ্নের জবাবে তাঁরা দুনিয়ায় তার নামে উচ্চারিত সর্বনিকৃষ্ট নামে 'অমুকের পুত্র অমুক' বলে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এভাবে তারা দুনিয়ার আসমানে অর্থাৎ প্রথম আসমানে পৌঁছে পরবর্তী আসমানের দরজা খোলার অনুমতি চাইলে আর খোলা হবে না। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের সূরা আ'রাফের ৪০ নং আয়াতটি পাঠ করেন।[১৫] যার অর্থঃ তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। এটা তাদের জন্য এমনই অসম্ভব যেমন অসম্ভব হ'ল সুঁচের সংকীর্ণ ছিদ্র পথে উটের প্রবেশ করা'। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তার আমলনামা যমীনের সর্বনিম্নে 'সিজ্জীনে' রেখে দাও। অতঃপর তার রূহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। যা তার দেহে ফিরে যাবে। এসময় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সূরায়ে হজ্জ-এর ৩১ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।[১৬] যার অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল, সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়ল। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে নিক্ষেপ করল'। ঐ ব্যক্তির রূহ তার দেহে ফিরে যাবার পর মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদ্বয় এসে তাকে উঠিয়ে বসাবেন ও পূর্বের তিনটি প্রশ্ন করবেন। উত্তরে সে বলবে *'হাহ হাহ লা আদ্‌রী'* হায় হায় আমি জানিনা। প্রশ্নের জবাবে সে আরও বলবে 'তাঁকে লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম'। এই সময় আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী আওয়ায দিয়ে বলবেনঃ সে মিথ্যা বলেছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার জন্য জাহান্নাম মুখী একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর জাহান্নামের উত্তাপ ও বিষাক্ত বাতাস তাকে স্পর্শ করবে। তার কবর এমন সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে দেহের পাঁজর এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাবে। এমন সময় কুৎসিৎ চেহারার দুর্গন্ধযুক্ত একজন লোক তার নিকটে এসে বলবেঃ তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর আজকের দিনের, যা তোমাকে মলিন করেছে। যেদিনের ওয়াদা তোমাকে আগেই করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করা হবে, কে তুমি? সে বলবেঃ আমি তোমার বদ আমল। তখন লোকটি বলবেঃ হে প্রভু! ক্বিয়ামত দিয়ো না'।[১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, অন্ধ ও বধির একজনকে তার জন্য নির্ধারিত করা হবে। সে তাকে লৌহদণ্ড দ্বারা ভীষণ জোরে আঘাত করবে। তাতে সে এমন চীৎকার দিবে যে, জিন ও ইনসান ব্যতীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকলে তা শুনতে পাবে। ঐ আঘাতে সে গুঁড়িয়ে মাটি হয়ে যাবে। আবার প্রাণ সঞ্চার করা হবে। ঐ আঘাত যদি পাহাড়ে করা হ'ত, তাহ'লে পাহাড় গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যেত।[১৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঈমানদার নেককার ব্যক্তি কবরে জাগ্রত হবে ভীতিশূন্য অবস্থায়। সে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসবে ও সূর্য ডুবে যাচ্ছে মনে করে ব্যস্ত হ'য়ে বলবে

---

১৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০।*

১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬।*

১৫. لاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

১৬. وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ-

১৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ, হাকেম ১/৩৭-৩৮; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১; আলবানী আহকামুল জানায়েয পৃঃ ১৫৯; গৃহীতঃ আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ৯-১৩।*

১৮. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩১; মিশকাত হা/১৩৪ দারেমী বর্ণিত ৯৯টি সাপের দংশনের হাদীছটি 'যঈফ'।*

'আমাকে ছাড়। আমি ছালাত আদায় করব'। অতঃপর সে প্রশ্নসমূহের সঠিক জবাব দিবে। তাকে প্রথমে জাহান্নামের ও পরে জান্নাতের দৃশ্য দেখানো হবে এবং বলা হবে যে, এটিই তোমার ঠিকানা। যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে তুমি দুনিয়াতে ছিলে ও যার উপরে তুমি মৃত্যু বরণ করেছ ও তার উপরেই ইনশাআল্লাহ তোমার পুনরুত্থান হবে। পক্ষান্তরে বদকার ব্যক্তি (الرجل السوء) জেগে উঠবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। অতঃপর সে যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে, তখন প্রথমে যাকে জান্নাতের দৃশ্য প্রদর্শন করা হবে এবং বলা হবে যে, তুমি দেখে নাও ঐ ঠিকানা যা থেকে আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তাকে জাহান্নামের দৃশ্য প্রদর্শন করা হবে এবং বলা হবে, এটাই তোমার ঠিকানা। যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ করতে। যে সন্দেহের উপরেই তুমি মৃত্যু বরণ করেছ। এর উপরেই আল্লাহ চাহে তোমার পুনরুত্থান ঘটবে'।[১৯]

ওছমান গণী (রাঃ) যখন কোন কবরের নিকটে দাঁড়াতেন, তখন কাঁদতেন। যাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাকে বলা হ'লঃ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনায় আপনি কাঁদেন না। অথচ কবর দেখলে আপনি কাঁদেন কেন? জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, কবর হ'ল পরকালের পথের প্রথম মনযিল। যদি এখানে কেউ মুক্তি পায়, তাহ'লে পরের গুলি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে পরের গুলি আরও কঠিন হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য আর দেখিনি'।[২০]

তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, কবরে তার পাঁজর এপাশ-ওপাশে চেপে আযাব দেওয়া হবে। এইভাবে আযাব অবস্থায় তার কবরস্থান হ'তে আল্লাহ তাকে পুনরুত্থান ঘটাবেন।[২১]

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কোন ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমন দেখিনি যে, তিনি কবরের আযাব থেকে মুক্তি না চেয়েছেন।[২২]

যুক্তির আলোকে কবর আযাবঃ

কবর আযাবের উপরোক্ত আলোচনা পাঠ করে অনেকের মনে ধোকা সৃষ্টি হ'তে পারে যে, এগুলি সত্য নয়। কেননা সকলের দেহ কবরস্থ হয় না। বরং বাঘে-শিয়ালে খেয়ে ফেলে বা আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এর জবাব এই যে, যে দেহ নিয়ে আমরা চলাফেরা করি, এটি হ'ল আমাদের জৈবিক বা জড়দেহ। এছাড়াও আমাদের আরও তিনটি দেহ রয়েছেঃ আত্মিক দেহ, জ্যোতির্দেহ ও নিমিত্তিক দেহ। আল্লাহ যেকোন দেহে কবরের শান্তি ও শাস্তি প্রদান করতে পারেন। এমনকি জৈবিক দেহ নিয়ে স্বপ্নেও আমরা অনেক সময় শান্তি ও আনন্দ ভোগ করে থাকি। যা পাশের লোক বুঝতে পারে না। কবর আযাবের বিষয়টি অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। যে বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপরে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

কবর আযাব সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন যে, উম্মতের পূর্বতন নেতৃবৃন্দ তথা সালাফে ছালেহীন এব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মৃত্যুর পরে মানুষ শান্তি অথবা শাস্তির মধ্যে থাকবে। এটি তার রূহ ও শরীরের উপরে হবে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে রূহ অমর থাকে শান্তি অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত অবস্থায়। কখনো সে দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা ভোগ করে থাকে। এভাবে যখন ক্বিয়ামত এসে যায়, তখন সে তার দেহের কাছে ফিরে যায় ও কবরস্থান থেকে পুনরুত্থিত হয়'।[২৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাতের মযহাব হ'ল কবর আযাবের উপরে বিশ্বাস পোষণ করা। এ বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহতে অসংখ্য দলীল রয়েছে। অগণিত ছহীহ হাদীছে বহু ছাহাবী কর্তৃক বহু স্থানে এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বর্ণনাসমূহ এসেছে। তাছাড়া জ্ঞান এটাকে মোটেই অসম্ভব মনে করে না যে, আল্লাহ তার বান্দার দেহের কোন একটি অংশে পুনরায় জীবন সঞ্চার করতে পারেন ও সেখানে তাকে আযাব দিতে পারেন। তবে খারেজীগণ, অধিকাংশ মু'তাযিলা ও কিছু কিছু মুরজিয়া কবর আযাবকে অস্বীকার করে। এরপরে তিনি বলেন, মাইয়েতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা নিশ্চিহ্ন হওয়া কবর আযাবের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন কোন হিংস্র প্রাণী কাউকে খেয়ে ফেলতে পারে। সাগরবক্ষে কেউ কামট-কুমীরের খাদ্য হয়ে যেতে পারে (কেউ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে)। তথাপি আল্লাহ তাকে হাশরের ময়দানে জমা করবেন ও তার দেহের কোন একটি অংশে

---

১৯. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৮, ১৩৯।*
২০. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২।*
২১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০।*
২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮।*
২৩. *মজমূ'আ ফাতাওয়া ৪/২৮৪।*

জীবন সঞ্চার করবেন (কেননা প্রথম সৃষ্টিকর্তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়)। যদি বলা হয় যে, আমরা কবরে মাইয়েতকে একই অবস্থায় দেখি। কিভাবে তাকে বসানো হয়, সওয়াল করা হয়, লৌহদণ্ড দিয়ে পিটানো হয়, কোন কিছুরই নমুনা তো আমরা দেখতে পাই না। এর জবাব এই যে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির সুখস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন যেমন পাশের ব্যক্তি বুঝতে পারে না। এমনকি কোন জাগ্রত ব্যক্তি শ্রবণ ও চিন্তার মাধ্যমে যে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করে, তার সাথী তা অনুভব করতে পারে না। জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে 'অহি' নিয়ে আসতেন। কিন্তু উপস্থিত কেউ তা অনুভব করতে পারত না। এসবগুলিই একেবারে স্পষ্ট বিষয়'।[২৪]

মৃত্যু হ'তে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রূহ সমূহের অবস্থানঃ

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বরযখী জীবনে রূহসমূহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে।

যেমনঃ (১) কোন কোন রূহ ইল্লীঈনের সর্বোচ্চ স্থানে থাকে। এগুলি নবীদের রূহ। এদের মধ্যেও অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজের সফরে স্বচক্ষে দেখেছেন (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহের অবস্থান স্থল হবে সবার উপরে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে', যার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন)। (২) কিছু রূহ থাকবে সবুজ পাখির মধ্যে। যা জান্নাতের গুল বাগিচায় ইচ্ছামত উড়ে বেড়াবে। এগুলি হবে কোন কোন শহীদের রূহ। সকল শহীদের রূহ নয়। কেননা কোন শহীদের রূহ জান্নাতে প্রবেশ লাভে ব্যর্থ হবে তার ঋণের বা অন্য কোন কারণে। (৩) কোন কোন রূহ জান্নাতের দরজার মুখে আটক থাকবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের সাথীকে জান্নাতের দরজার উপরে আটকে থাকতে দেখলাম'। (৪) কোন কোন রূহ কবরেই আটকে থাকবে। যেমন জনৈক চাদর চোর জিহাদে শহীদ হ'লে লোকেরা বলতে লাগলঃ তার জন্য জান্নাত প্রস্তুত'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার জীবন যাঁর হাতে সমর্পিত সেই সত্তার কসম করে বলছি, যে চাদরটি সে চুরি করেছে তা অবশ্যই কবরে তার উপরে আগুন জ্বালাবে'। (৫) কোন কোন রূহের অবস্থান স্থল হবে জান্নাতের দরজার নিকটে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, 'শহীদগণ জান্নাতের দরজার নিকটে নদীর কিনারে অবস্থিত সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট গৃহে অবস্থান করবে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকটে জান্নাতের খাবার পৌঁছানো হবে (আহমাদ)। তবে জা'ফর বিন আবী ত্বালিব (রাঃ) দু'হাতে জান্নাতের সর্বত্র সাঁতরে বেড়াবেন। কেননা মূতার যুদ্ধে সেনাপতিত্বকালে তিনি দু'খানা হাত হারিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। যার বদলে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দু'খানা ডানা দান করবেন। যা দিয়ে তিনি জান্নাতের সর্বত্র উড়ে বেড়াতে সক্ষম হবেন। (৬) কোন কোন রূহ মাটিতেই আটকে থাকবে। যা আসমানে উঠবে না। এগুলো হ'ল যমীনী রূহ যা আসমানী রূহের সাথে মিলবে না। যেমন তারা দুনিয়ায় থাকতেও মেলেনি। যে সকল আত্মা দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহ্র জ্ঞান, প্রেম ও নৈকট্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে, সে সকল আত্মা মূলতঃ যমীনমুখী নিম্নগামী আত্মা। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে ওরা যমীনেই থেকে যায়। যেমন ঊর্ধ্বমুখী আত্মাগুলি দুনিয়ায় আল্লাহ্র মহব্বতে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু যেমনি দেহ থেকে ছাড়া পায়, অমনি ঊর্ধ্বগামী হ'য়ে সর্বোচ্চ আসমানে চলে যায়। কেননা যে যাকে মহব্বত করে, তার সাথেই সে থাকে বরযখী জীবনে ও ক্বিয়ামত কালে। আল্লাহ রূহগুলিকে পরস্পরে জোড়া করে দেন বরযখী জীবনে ও ক্বিয়ামতের দিনে এবং মুমিনের রূহকে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল পবিত্র রূহ সমূহের সাথে মিলিয়ে দেন। ফলে ঐসব রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে তাদের সমতুল্য ও সম আমল সম্পন্ন রূহ সমূহের সাথে মিলিত হয় ও তাদের সাথেই অবস্থান করে। (৭) কিছু রূহ আছে যা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকবে। (৮) কিছু রূহ আছে যা রক্ত নদীতে ভেসে বেড়াবে ও পাথর ভক্ষন করবে।

অতএব ভাল হৌক বা মন্দ হৌক রূহের কোন একক অবস্থানস্থল নেই। বরং কিছু রূহ সর্বোচ্চ আসমানে থাকবে। কিছু রূহ যমীনের নীচে থাকবে। যা কখনোই ঊর্ধ্বে উঠবে না।

অতঃপর ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, হে পাঠক! যখন তুমি এ বিষয়ে সুনান ও আছার সমূহ যাচাই করবে, তখন দেখবে যে, সেখানে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। তুমি ভেব না যে, এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ রয়েছে। বরং প্রতিটিই সত্য, যা একে অপরকে সত্যায়িত করে।

আত্মার জগত সম্বন্ধে বুঝার জন্য এট জানা আবশ্যক যে, এ জগতটি জড় জগতের মত নয়। এই জগতে আত্মা অত্যন্ত দ্রুত সঞ্চরণশীল। তা কখনো উপরে, কখনো নীচে, কখনো প্রবহমান, কখনো আটক। জড় জগতে থাকার সময়ের

২৪. *নববী শারহু মুসলিম ১৭/২০০; গৃহীতঃ আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ পৃঃ ২১-২২।*

চাইতে বরং বেশী বেশী সে আনন্দ-বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা, সুখ ও অসুখে কাল যাপন করে। যেমন বাচ্চা তার মায়ের গর্ভে এক অবস্থায় থাকে ও সেখান থেকে বের হওয়ার পরে দুনিয়ায় এসে আরেক অবস্থায় পড়ে'।

আত্মার চারটি অবস্থানঃ

তিনি বলেন, আত্মাসমূহের চারটি অবস্থান রয়েছে। প্রতিটি অবস্থান তার পূর্বের অবস্থানের চাইতে বড়। প্রথম অবস্থান হ'ল তার মায়ের গর্ভে। দ্বিতীয় অবস্থান হ'ল দুনিয়া। যেখানে সে বড় হয় ও যেখানে সে জান্নাত বা জাহান্নামের পাথেয় সঞ্চয় করে। তৃতীয় অবস্থান হ'লঃ বরযখ। যেটি দুনিয়াবী জীবনের চাইতে দীর্ঘ ও প্রশস্ত। বরং তা দুনিয়াবী জীবনের সাথে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সংক্ষিপ্ত সময়ের সাথে তুলনীয়। চতুর্থ অবস্থান হ'লঃ আখেরাত তথা, জান্নাত বা জাহান্নাম। এটাই সর্বশেষ অবস্থানস্থল। যা ইতিপূর্বেকার সকল অবস্থানের চাইতে দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী। যার তুলনীয় কিছুই নেই। যার পরে আর কোন জীবন নেই। একে বলা হয় 'দারুল ক্বারার' বা স্থায়ী ঠিকানা। এখানেও রয়েছে উচু নীচু বিভিন্ন স্তরভেদ। যা বান্দার আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।[২৫]

বলা বাহুল্য যে, উক্ত চারটি অবস্থানস্থলের কোনটির সাথে কোনটির মিল নেই। এ সবই মহান কারুনিক আল্লাহ্‌র অলৌকিক সৃষ্টি। তিনিই এসবের নিয়ামক ও রূপকার। তিনিই সবকিছুর পরিকল্পক ও পরিচালক। যে ব্যক্তি বিষয়টি উপলব্ধি করবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলে উঠবে- *আশহাদু আন লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর*। **অর্থঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপরে কর্তৃত্বশীল'।

বলা আবশ্যক যে, জড় জগতে থেকে অদৃশ্য জগতের সকল বিষয় সম্যকভাবে অবগত হওয়া বা ধারণা করা সম্ভব নয়। অতএব কবরে কিভাবে মোর্দাকে যেন্দা করা হ'ল, তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'ল, কিভাবে ফেরেশতা তাকে লোহার হাতুড়ী দিয়ে পিটালো, তার কবর সংকীর্ণ হ'য়ে দুই পাঁজর ভেঙ্গে একত্রিত হ'ল, কবরে জাহান্নামের উত্তাপ বা জান্নাতের সুবাতাস এল, কবর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৭০ গজ প্রসারিত ও আলোকিত হ'ল ইত্যাদি বিষয় চেতন জগতের জীবন্ত মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়। এগুলি পরকালের পথের প্রথম মনযিল 'বরযখী জগতে'র কথা। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ দুশমনের তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়, ভয়ে চীৎকার দেয়, বিরাট ময়দানে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে, বিমানে সওয়ার হ'য়ে দেশ-বিদেশ সফর করে, কত আনন্দ-বেদনার অনুভূতি লাভ করে। কিন্তু পাশের লোক কিছুই জানতে পারে না। ঐ লোকটি স্বপ্নের অচেতন জগত থেকে পুনরায় চেতনার বাস্তব জগতে ফিরে আসে বলেই তা জানতে পারে ও শুনাতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরে বরযখী জগত থেকে কেউ আর এ দুনিয়ায় ফিরে আসবে না। তাই বরযখী জগতের খবর 'অহি'-র মাধ্যমে জানা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি, যা না কোন চোখ কখনো দেখেছে, না কান কখনো শ্রবণ করেছে, না কোন হৃদয় কখনো কল্পনা করেছে'।[২৬]

তবে হ্যাঁ! বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। বিজ্ঞানের মাধ্যমে সৌরজগতের বহু অজানা বিষয় এখন জানা যাচ্ছে। জান্নাত ও জাহান্নাম যেহেতু সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে।[২৭] সেহেতু বিজ্ঞান যদি কখনো তার নাগাল পায়, আমরা তাকে স্বাগত জানাবো। কিন্তু সেদিনের অপেক্ষায় থেকে এখন আমরা নাস্তিক হ'তে প্রস্তুত নই। বরং অহি-র বাণীর উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রেখেই অজানাকে জানার পথে এগিয়ে যেতে চাই।

হে আল্লাহ তুমি অধম লেখক ও পাঠক-পাঠিকাদেরকে কবরের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দাও! এবং জান্নাতুল ফেরদৌসের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দাও! আমীন!!

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে, ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বে জাহান্নামা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-লে, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামা-তি।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হ'তে, জাহান্নামের আযাব হ'তে, দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হ'তে'।[২৮]

---

২৫. আর-রূহ; গৃহীতঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ২২-২৬।

২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/৫৬১২ 'জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

২৭. তিরমিযী, আবাদাউদ, নাসাঈ; বুখারী; মিশকাত হা/৫৬৯৬-৯৭ 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ।

২৮. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৩৯-৪১।

প্রবন্ধ

মানবজাতির ভাঙনচিত্র

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দুনিয়ার এ সংসার আবাদ করার জন্য আল্লাহপাক জ্বিন জাতির পরে[১] মানব জাতির পিতা আদম (আঃ)-কে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী[২] হিসাবে প্রেরণ করেন। পিতা আদম ও মা হাওয়ার মাধ্যমে মানবজাতির বংশ বৃদ্ধি ও দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে। জৈবিক ও সামাজিক তাকিদে মানুষ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিভেদ দেখা দেয়। সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে মানবজাতি দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে পড়ে। সেই থেকে এযাবত মানুষ সর্বদা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে আছে।[৩] একভাগের মানুষ নিজস্ব রায় ও বিচারবুদ্ধিকেই জীবনের সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে মনে করেছে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আইন ও রীতি-নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছে। এরা নবুঅতে বিশ্বাসী নয় এবং উচ্চতম কোন সত্তার নিকট হ'তে সত্যপ্রাপ্তি বা তাঁর নিকট কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্বানুভূতি হ'তেও এরা মুক্ত। সাবেঈ, অমুসলিম দার্শনিক ও প্রকৃতিবাদী (দাহরিয়া)-দেরকে এই দলে গন্য করা হয়।[৪] পক্ষান্তরে আর একভাগের মানুষ- যারা নিজেদের জ্ঞানকে সসীম মনে করেন এবং উচ্চতম সত্তার পক্ষ হ'তে প্রেরিত 'অহি'-র সত্যকে চূড়ান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করেন। যারা নবুঅতে ও পরকালীন জওয়াবদিহীতে বিশ্বাসী। এঁদেরকে 'হানীফ' (একনিষ্ঠ) বলা হয়।[৫] এই দুই দলের প্রতীকী আদর্শিক দ্বন্দ্বই পৃথিবীর চিরন্তন দ্বান্দ্বিক ইতিহাস।

দ্বন্দ্বের প্রকৃতিঃ আল্লাহপাক যুগে যুগে নবী পাঠিয়ে অহি-র মাধ্যমে মানব জাতিকে হক ও বাতিলের পথনির্দেশ দান করেছেন। কেউ তা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন, কেউ তা অগ্রাহ্য করে নিজ নিজ রায়ের মাধ্যমে হক-বাতিল নির্দেশ করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। আদমপুত্র কাবিল কর্তৃক ভ্রাতৃহত্যা থেকে সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। মৃত কোন সাধু ব্যক্তির কবর অথবা তার মূর্তিকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তার সুপারিশের অসীলায় সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য হাছিলের প্রচেষ্টাই হ'ল মানবেতিহাসের সর্বপ্রাচীন বিভ্রান্তি। এছাড়া কখনও তাঁর শরীক নির্বাচনের মাধ্যমে, কখনও সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার রূপ কল্পনা করে কিংবা আকারের মধ্যে নিরাকারের উপাসনার মাধ্যমে, কখনও স্রষ্টাকে সরাসরি অস্বীকারের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চূড়ান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কথিত আছে যে, আদম (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর কবরকে ঘিরে প্রথম অতিভক্তির মহড়া শুরু করে দেয় আদমপুত্র শীছ (আঃ)-এর বংশধরগণ। তারা তাঁর কবরকে নিয়মিত ত্বাওয়াফ করতে থাকে। পরবর্তীতে কাবিল বংশীয়রা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাস্র নামক পাঁচটি প্রতীকী মূর্তির পূজা শুরু করে। এইভাবে ১ম শতাব্দী কেটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই অনাচার আরও বেড়ে যায় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে অধঃপতন চরম পর্যায়ে নেমে যায়। তারা এই মূর্তিগুলিকেই আল্লাহ্র নিকট সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করতে থাকে। তখন আল্লাহপাক আদমের সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ ইদরীস (আঃ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল। অতঃপর আদমের দশম অধঃস্তন পুরুষ হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহপাক সর্বপ্রথম শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত আদম ও নূহের মধ্যকার ব্যবধান ছিল বারো শত বৎসরের এবং নূহ বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর। এত দীর্ঘদিন ধরে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ছাড়া বাকী সকলেই বাপ-দাদার কল্পিত রসম-রেওয়াজ মেনে চলে। শিরক ও কুফরীতে জগত পূর্ণ হ'য়ে যায়। অবশেষে নূহের দো'আয় ও আল্লাহ প্রেরিত গযব-তূফানে পৃথিবীর মাখলূকাত সব ধ্বংস হয়ে যায়।[৬]

---

১. *ইবনু আব্বাস ও ইবনু আমর (রাঃ) একথা বলেছেন। তাফসীর ইবনু কাছীর (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস) ১/৬৯-৭০; ঐ উর্দূ অনুবাদ (দিল্লীঃ জাইয়িদ বারকী প্রেস ১৩৪৭ হিঃ) সূরায়ে বাক্বারাহ আয়াত নং ৩০, পৃঃ ৭৪-৭৫; ইবনু হাজার এ বিষয়ে মাওয়ার্দীর কথা উদ্ধৃত করেছেন- ফাৎহুল বারী, (মিসরঃ খায়রিয়া প্রেস ১৩১৯ হিঃ) ৬/২২৮।*

২. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭, সনদ ছহীহ।*

৩. ان اهل العالم انقسموا من حيث المذاهب الى: اهل الديانات والى اهل الاهواء

শহরস্তানী, 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ তাহকীকঃ সাইয়িদ কীলানী) ১/৩৭।

৪. *পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮।*

৫. *হানীফ ও সাবেঈ দু'টি পরস্পর বিরোধী অর্থ বহন করে। শহরস্তানী বলেন-* الحنفية التى تقابل الصبوة تقابل التضاد والصبوة هى مال و زاغ قيل لهم الصابئة مقابلة الحنيفية: صبا الرجل اذا لميل هولاء عن سنن الحق ولزيغهم عن نهج الانبياء - وهم (মিলাল ১/৩৯)

يقولون: الصبوة هى الانحلال عن قيد الرجل

এই অর্থে 'সাবেঈ' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'পথভ্রষ্ট'। তবে সাবেঈরা এই অর্থ গ্রহণ করেন না। তারা বলেন, 'সাবেঈ' হ'ল, যারা মানুষের বন্ধন হ'তে মুক্ত। -মিলাল ২/৫ পৃঃ।

৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম কৃত 'ইগাছাতুল লাহফান' (পরিমার্জন ও সংযোজনঃ মুহাম্মাদ আনওয়ার আহমাদ বালতাজী, কায়রোঃ দারুত তুরাছিল আরাবী ১৪০৩/১৯৮৩) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬১-১৬২।*

Contents

সময় এগিয়ে চলে। ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগ শুরু হয়। এই সময় জগদ্বাসী সাবেঈ ও হানীফ দু'দলে বিভক্ত ছিল।[৭] সাবেঈগণ আল্লাহকে স্বীকার করত ও তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলার দাবী করত। কিন্তু তা পাওয়ার মাধ্যম হিসাবে কোন মানুষকে নবী বলে স্বীকার করত না।[৮] বরং রূহের পরিচ্ছন্নতার জন্য তারা রূহানী বা অশরীরী মাধ্যমে বিশ্বাসী ছিল। যার পরিণতিতে তারা অবশেষে তারকাপূজারী ও মূর্তিপূজারী দু'দলে বিভক্ত হ'য়ে যায় এবং বাস্তবে তাদের ধ্যান-ধারনাই হ'য়ে পড়ে তাদের জীবন সমস্যার প্রকৃত সিদ্ধান্তদাতা। তৎকালীন রোম ও পারস্যের সাবেঈরা ছিল তারকাপূজারী এবং ইরাক ও ভারতের সাবেঈরা ছিল মূর্তিপূজারী।[৯] যারা 'হিন্দু' নামে[১০] ভারতে এখন বর্তমান। পবিত্র কুরআনে[১১] বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা হ'তে বুঝা যায় যে, তৎকালীন ইরাকে নমরূদের যুগে মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী উভয় প্রকার সাবেঈদের বসবাস ছিল। সাবেঈদের উভয় দলই বলত যে, মূর্তি বা তারকা ওরা সবাই আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশকারী মাত্র।[১২]

হানীফগণ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সত্যপ্রাপ্তির মাধ্যম হিসাবে নবীদেরকে বিশ্বাস করতেন এবং নবীগণকেই ইলাহী বিধানের বাস্তব রূপকার ও উত্তম নমুনা হিসাবে গ্রহণ করতেন। এতে দু'টি বিষয়ই পূর্ণ হ'ত।[১৩] এক- আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ফেরেশতা কর্তৃক 'অহি' প্রেরণ ছিল রূহানী বা অশরীরী মাধ্যম। অতঃপর নবীর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট উক্ত বাণী পৌঁছে দেওয়াটা ছিল বাস্তব শরীরী মাধ্যম। সূরায়ে 'কাহাফ' ও 'বণী ইস্রাঈলে' যার ব্যাখ্যা এসেছে।

হানীফদের সমর্থনে ইবরাহীম (আঃ) এসে যুক্তি ও বাস্তব উভয় পদ্ধতিতে মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী সাবেঈদের মুকাবিলা করেন।[১৪] সূরায়ে মারিয়াম ৪২, আম্বিয়া ৫৮ ও ৬৩, আন'আম ৮৩-৮৬ আয়াত সমূহে এসবের বিবরণ এসেছে। বলাবাহুল্য হানীফগণ ছিলেন তাওহীদবাদী।

হানীফগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন।[১৫] একদল ছহীফা ও কেতাবধারী। অন্যদল কেতাবের ন্যায় কিছুর অনুসারী। প্রথমোক্ত দলে ছিলেন ইয়াহুদী, নাছারা ও অন্যান্যগণ। দ্বিতীয় দলে ছিলেন মজূসী, মানাবী ও অন্যান্যগণ।[১৬] মজূসী ও মানাবীগণ আলো ও অন্ধকারকে ভাল-মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মূল হিসাবে গ্রহণ করে এবং অগ্নি উপাসক দ্বিত্ববাদী মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়। যদিও মজূসী ও মানাবীদের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের সনাতনতা নিয়ে মতবিরোধ আছে। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে সহীফাধারী হানীফ উম্মীগণ ছিলেন মক্কায় এবং কেতাবধারী হানীফ ইয়াহুদী-নাছারাগণ ছিলেন মদীনায়। মক্কার উম্মী হানীফগণ স্ব স্ব গোত্রীয় রীতি-নীতি মেনে চল্ত। কিন্তু তারা বনু ইসমাঈলের মাযহাবের দাবীদার ছিল। মদীনার কেতাবধারী হানীফগণও মক্কাবাসীদের ন্যায় স্ব স্ব গোত্রীয় রীতি-নীতির অনুসারী ছিল। কিন্তু তারা বনু ইস্রাঈলের মাযহাব হিসাবে তওরাত ও ইনজীলের অনুসারী হবার দাবীদার ছিল। উভয় দলের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল ও ইসহাক্ব (আঃ) ছিলেন একই পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান। তবে ইসমাঈলের মা ছিলেন হাজেরা ও ইসহাক্বের মা ছিলেন সারাহ। ইসহাক্বের বংশে দাঊদ, মূসা ও ঈসা সহ হাযার হাযার নবী-রাসূল জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইসমাঈলের বংশে একমাত্র নবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কা'বা গৃহ নির্মাণ শেষে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) মক্কার বিরান জনপদে যে নবীর আগমণ কামনা করে দো'আ করেছিলেন (বাক্বারাহ ১২৯), মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে দীর্ঘ চার হাযার বছর পরে তা বাস্তবে রূপ লাভ করে। এ কারণে হযরত নূহ (আঃ)-কে যেমন 'আবুল বাশার ছানী' বা মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা বলা হয়। তেমনি ইবরাহীম

---

৭. আল-মিলাল ১ম খণ্ড ২৩০ পৃঃ।

৮. জাহেলী আরবের অনেকেই এই আক্বীদা পোষণ করত। তাদের বক্তব্য কুরআনের ভাষায় এসেছে নিম্নরূপঃ ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون (মুমিনূন ৩৪)

৯. আল-মিলাল ১ম খণ্ড ২৩১ পৃঃ।

১০. ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য দার্শনিকগণ নবুঅতে বিশ্বাসী ছিলেন না। -আল-মিলাল ২য় খণ্ড ৬০ পৃঃ।

১১. আন'আম ৭৪-৮৩, শূ'আরা ৬৯-১০৪, মারিয়াম ৪২-৪৮, আম্বিয়া ৫১-৭০।

১২. আল-মিলাল ২/৫১ পৃঃ هؤلاء شفعاءنا عند الله *(ইউনুস ১৮)।*

১৩. পূর্বোক্ত ১ম খণ্ড ২৩১ পৃঃ, কাহাফ ১১০ঃ قُلْ اِنَّمَآ اَنَابَشَرٌمِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ *বনী ইসরাইল ৯৬ঃ* قل سبحان ربى هل كنت الا بشراً رسولاً

১৪. আল-মিলাল ১ম খণ্ড ২৩১ পৃঃ।

১৫. আল-মিলাল ১ম খণ্ড ২০৮ পৃঃ।

১৬. মজূসীগণ আগুনকে সম্মান করত তিনটি কারণেঃ ১- আগুন একটি পবিত্র বস্তুসত্তা, ২-আগুন ইবরাহীম (আঃ)-কে দগ্ধ করেনি, ৩- তাদের ধারণা মতে আগুনকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে জাহান্নামে সে তাদেরকে পোড়াবে না। মোটকথা আগুন হ'ল তাদের কেবলা এবং মুক্তির অসীলা। -আল-মিলাল ১/২৫৫ পৃঃ।

মানাবীঃ হযরত ঈসার পরে জন্মগ্রহণকারী পণ্ডিত মানী বিন ফাতিক-এর অনুসারী। ইনি মজূসী ও নাসরানী দুই ধর্মের মধ্যবর্তী একটি ধর্মমত চালু করেন। ইনি ঈসার নবুঅত স্বীকার করতেন। কিন্তু মূসার নবুঅত স্বীকার করতেন না। মানাবীরা বুদ্ধকে ভারতের নবী, যরদশতকে পারস্যের নবী, ঈসাকে রোম ও পাশ্চাত্যের নবী, বুলিসকে তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশেষে আরবের নবী বলে বিশ্বাস করেন। -আল-মিলাল ১ম খণ্ড ২৪৪, ২৪৮।

মানাবীগণ মূলতঃ মজূসী। তবে আলো ও অন্ধকারের সনাতনতা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মজূসীদের মতে আলো সনাতন কিন্তু অন্ধকার নব্যসৃষ্ট (ঐ পৃঃ ২৩৩)। মানাবীগণ দু'টিকেই সনাতন মনে করেন (ঐ, পৃঃ ২৪৪)।

(আঃ)-কে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীদের পিতা বলা হয়। উম্মীদের ক্বেবলা ছিল বায়তুল্লাহ কা'বা শরীফ এবং কেতাবধারীদের ক্বেবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস বা জেরুযালেম। উম্মীদের প্রতিপক্ষ ছিল ইরাকের শাসক নমরূদ ও তার পরবর্তী অধঃস্তন মুশরিকগণ। কেতাবধারীদের প্রতিপক্ষ ছিল মিসরের শাসক ফেরাঊন, হামান ও তাদের পরবর্তী মুশরিকগণ।[১৭] শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কার বনু ইসমাঈল হানীফ উম্মীদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন।

ভাঙনের চিত্রঃ মানব সভ্যতার প্রথম থেকে চলে আসা ধর্মীয় ও জ্ঞানপূজারী দু'টি দল পরবর্তীকালে অসংখ্য উপদলে বিভক্ত হ'য়ে যায়। জ্ঞানপূজারীদের প্রধান দল সাবেঈ এবং দার্শনিক ও প্রকৃতিবাদীগণের অগণিত উপদলের সংখ্যা নিরূপণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে এদের মধ্যে দার্শনিকদের বিভক্তিই মনে হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। আদি ও শ্রেষ্ঠ সপ্তদার্শনিকের[১৮] পারস্পরিক মতবৈষম্যগুলি পাঠ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এতদ্ব্যতীত প্রথম যুগের দার্শনিকদের সঙ্গে পরবর্তীযুগের দার্শনিকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতের মিল নেই।

অতঃপর উভয় দলের মধ্যে চিরকাল বড় দল হিসাবে বিরাজমান ধর্মীয় দল হ'ল হানীফগণ।[১৯] যাদের জন্যই মূলতঃ ঐশী বিধান নাযিল হয়েছে নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত।[২০] দুঃখের বিষয় মতভেদ, মতবিরোধ ও পরিণামে বিভক্তির অভিশাপ হ'তে এদলও মুক্ত থাকেনি। ফলে মজূসীগণ ৭০টি উপদলে, ইয়াহুদীগণ ৭১টি, নাছারাগণ ৭২টি ও সবশেষে মুসলিম উম্মাহ ৭৩টি উপদলে বিভক্ত হ'য়ে গেছে।[২১] ইন্নালিল্লাহ.....।

১৭. *আল-মিলাল ১ম খণ্ড ২০৮-২০৯।*

১৮. *প্রথম হ'তে সাত জন যথাক্রমে ১-তালীস (দাঊদ ও সুলায়মানের যুগেঃ খৃষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৫০), ২- আনাক্সাগোরাস (খৃঃপূঃ ৬১১-৫৪৭), ৩- আনাক্সীমানিস (খৃঃপূঃ ৫৮৮-৫২৪), ৪- আম্বাদুক্লিস (খৃঃ পূঃ ৪৯৫-৪৩৫), ৫- পীথাগোরাস (জন্ম খৃঃপূঃ ৫৮০-৫৭০ এর মধ্যে), ৬- সক্রেটিস (জন্মঃ খৃঃ পূঃ ৪৭০ সনে), ৭- প্লেটো (জন্মকাল সম্ভবতঃ খৃঃপূঃ ৪২৯-৪২৭ -এর মধ্যে)। -আল-মিলাল ২য় খণ্ড পৃঃ ৬১-৯৫।*

১৯. *আল-মিলাল ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ।*

২০. *শূরা ১৩ঃ*

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ـ كبُر على المشركين ما تدعوهم اليه ـ اللّه يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب

২১. *আল-মিলাল ১ম খণ্ড ১৩ পৃঃ।*

শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত

*-রফীক আহমাদ**

[২য় কিস্তি]

প্রথম অধ্যায়ে ছালাত এবং ছালাতের পূর্বপ্রস্তুতি জ্ঞান 'ঈমান'-এর গুরুত্ব নিয়ে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষণে ছালাতের বাস্তবতার সূচনা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে ছালাত কায়েম কর' (ত্বা-হা ১৪)। এই পরিপূর্ণ বাণীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ভক্তি, ন্যায়নিষ্ঠা ও ভালবাসা ইত্যাদি বিষয়গুলির সমন্বয় ইবাদত এবং ইবাদতের শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছালাত।

সূরা বাক্বারা-র ২৩৮ নং আয়াতে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, 'ছালাত সমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্র সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান হও'। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের সময় বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান হও! এখানে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতে উপস্থিত হওয়ার অর্থই আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়া। এটা আমাদের হৃদয়পটে স্থান পেলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শয়তানের কারিগরী আমাদের অধিকাংশের নফস্কে অস্পষ্টতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হচ্ছে। অবশ্য শয়তানের এই চক্রান্তকে নস্যাৎ করার কিছু মৌলিক প্রক্রিয়াও রয়েছে। তন্মধ্যে পবিত্রতা অন্যতম।

মুসলমান নর-নারীকে ছালাতের পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ কিভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় পবিত্রতা অর্জন পূর্বক ওযূ সম্পাদন করতে হবে, তা পাক কালামে সূরা মায়েদা-র ৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল গিঁটসহ ধৌত কর। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন কর। যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দিয়ে মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চাননা, বরং তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নে'মত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' (মায়েদা ৬)। আল্লাহপাকের এই বাণীর অনুসরণে পবিত্রতা অর্জন পূর্বক ওযূ করে ছালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হ'লে পুনরায় তাঁর বাণীর স্মরণে সূরা হিজর-এর ৯৮ নং আয়াত হৃদয়পটে ভেসে ওঠে। এই আয়াতে আল্লাহপাক প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান'। আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ যত সহজ, নিগূঢ় অর্থ তত কঠিন। এত কঠিন যে, যারা এই আয়াতের অনুসারী নয় তারা তো কিছুই বোঝে না, আর যাঁরা এর অনুসারী তাঁরাও বোঝে না। তবে কিছু অনুভব করে মাত্র।

ছালাতের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার অর্থ আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা। একই সঙ্গে আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা বুঝায়। এ বিষয়ে আমাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য সূরা ফাত্হ-এর ২৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন'। আলোচ্য আয়াতে পরোক্ষভাবে ছালাতের প্রকৃত গুণগত মানের আভাস দেওয়া হয়েছে। এখানে ছালাতকে একটি বৃক্ষের চারা রূপে তুলনা করা হয়েছে। একটি জীবন্ত বৃক্ষচারা যেমন সামান্য থেকে ধীরে ধীরে বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ আল্লাহ্র নির্দেশিত ছালাত ধীরে ধীরে বিশাল আমলনামারূপী বৃক্ষে পরিণত হবে।

পৃথিবীর বুকে যেকোন ভাল কাজের বিনিময় আল্লাহ্র কাছে পাওয়া যাবে। সূরা বাক্বারা-র ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন'। আল্লাহ্র প্রতি ভয়-ভীতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ভালবাসাসহ সার্বক্ষণিক তৎপরতার প্রয়াসেই উপরোক্ত আয়াতসহ বহু আয়াত পাক কালামে অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও অনুরূপ বহু আদেশ আসত। সূরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, 'হে মারয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকূকারীদের সাথে সেজদা ও রুকূ কর'। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মারয়াম (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহপাক এই আদেশ জারী করেন।

একই বিষয়বস্তু ভিন্নরূপে সূরা আন'আমের ১৬২ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য উৎসর্গিত'। বহু ধর্মপ্রাণ মুমিন বান্দার আদর্শও পবিত্র কুরআন মজীদে পাওয়া যায়। সূরা তওবা-র ১১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকূ-সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহ্র দেওয়া সীমানা সমূহের হেফাযতকারী'। সূরা ইবরাহীমের ৪০ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি দো'আ আমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য বর্ণিত হয়েছে- 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুন আমাদের দো'আ'। এই প্রার্থনামূলক আয়াতগুলি (দো'আগুলি) যে কত ভীতিকর, কত হৃদয়স্পর্শী, কত আশা-আকাঙ্খার তা একমাত্র আল্লাহপাক ও প্রার্থনাকারীই জানেন। এরূপ আল্লাহভীরু বান্দাগণই আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। এঁদের উদ্দেশ্যে সূরা হজ্জ-এর ৭৭ ও ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার। তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর, প্রকৃত জিহাদ। তিনি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কুরআনেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন এবং তোমরা সাক্ষী হবে সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য। সুতরাং

তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। অতএব তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী'। মহাপ্রভু আল্লাহপাকের এই বাণীগুলি সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করার পরও অধিকাংশ মানুষ পথভ্রষ্ট থেকেছে এবং আল্লাহ্র হুকুমে ধ্বংস হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও সংকুচিত হয়েছে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন নবীর উম্মতগণের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উদ্দেশ্য হ'ল জগতের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতগণের সঠিক পথে চলার উপদেশ প্রদান করা।

সূরা তওবার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'বলুন! তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, সন্তান-সন্ততিগণ, ভাতৃগণ, পত্নীগণ, বংশধরগণ, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতিকে তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের পসন্দনীয় বাসস্থান, যদি আল্লাহ হ'তে, তাঁর রাসূল হ'তে ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসেক্ব সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না'। এই আয়াত একটি নিখুঁত সতর্কবাণী এবং অভয় বাণী। হাদীছ শরীফেও শেষ নবীর প্রতি ভালবাসার বহু বর্ণনা রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হব' (বুখারী ও মুসলিম)।

[চলবে]

জোনাকী হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট

আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পরিচালনায়ঃ আব্দুর রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ঈদে মীলাদুন্নবীঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

*-সাঈদুর রহমান**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا-

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (মায়েদাহ ৩)।

দুর্ভাগ্য, উপরোক্ত আয়াতটি অনেকেই গোপন রেখে মূল ইসলামে ঘাটতি আছে বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন। মানব রচিত বিভিন্ন বিদ'আতের অনুপ্রবেশের ফলে ইসলাম যেন আজ তার আসল রূপ হারাতে বসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

'ঈদে মীলাদুন্নবী' বর্তমানে মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত একটি নবাবিষ্কৃত আনুষ্ঠান মাত্র। যার সুস্পষ্ট কোন দলীল শরীয়তে নেই। অথচ এটি ভাল ও নেকীর কাজ মনে করে পালিত হয়ে আসছে।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً- اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

'আপনি বলে দিন! আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমল কারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' (কাহফ ১০৩-৪)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل أثام من تبعه لاينقص ذلك من أثامهم شيئا-

* *গ্রাজুয়েট, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সউদী আরব ও উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করবে, তার জন্য ঐ পরিমাণ পুরস্কার রয়েছে, যে পরিমাণ পুরস্কার তার অনুসারীগণ পাবে। তবে তাদের পুরস্কার হ'তে এতটুকুও কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তার উপরেও ঐ পরিমাণ গুনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গুনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তবে তাদের গুনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না'।[১] বর্তমানে বাংলাদেশে মহা সমারোহে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালিত হয়ে আসছে। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের অধিকাংশ মুসলমান রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। ইসলামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী সকল দলের মুসলমান স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত ব্যাখ্যা করেন বিভিন্ন সেমিনার, সুধী সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে।

জানা প্রয়োজন যে, 'ঈদে মীলাদুন্নবী' কি? জন্মের সময়কাল (وَقْتُ الْوِلاَدَة)-কে আরবীতে মীলাদ বা মাওলিদ বলা হয় (আল-ক্বামূছুল মুহীত্ব)। সে হিসাবে মীলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্ম মুহূর্ত। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায-নছীহত ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' বর্তমানে একটি সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ধর্মের নামে সৃষ্ট এই অনুষ্ঠানটি ইসলামে স্বীকৃত দু'টি 'ঈদ' অনুষ্ঠানের সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি 'ঈদ' হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। অন্য দুই ঈদের ন্যায় এদিনও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিধ শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সৃষ্টির মূলে রয়েছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ ও দুনিয়াদার কিছু আলিমের দুঃখজনক ফৎওয়া। সরকারী পলিসি হিসাবে কিছু মুসলিম শাসক ও তাদের উত্তরসূরিগণ ধর্মের নামে বিভিন্ন কুসংস্কার চালু করেছেন। আর সেটাকে সাধারণ মুসলমানের নিকটে গ্রহণযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন যুগে যুগে কিছু সংখ্যক নামধারী আলেম। প্রচলিত 'ঈদে মীলাদুন্নবী' অনুরূপভাবে ধর্মের নামে সৃষ্ট একটি বিদ'আতী অনুষ্ঠান। যা খৃষ্টানদের বড় দিন পালনের অনুকরণে ৬০৪ বা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম চালু করেন। প্রতি বছর মীলাদুন্নবীর মৌসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন ২০টি খানকাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনো মুহাররম কখনো ছফর মাস থেকে এই মৌসুম শুরু হ'ত। মীলাদুন্নবীর দু'দিন আগে থেকেই খানকাহের আশেপাশে গরু-ছাগল যবহের ধুম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, ওয়ায়েয সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপন করত। আলেমদেরকে উপঢৌকন ও মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানোয়াট গল্প লিখতে বাধ্য করা হ'ত। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, মিথ্যা নবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করা।[২]

রবী'উল আওয়াল মাস এলে আমাদের দেশে যেভাবে দিবস পালন, মিছিল-মিটিং, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, ইয়াওমুন্নবী, দা'ওয়াতুন্নবী ও আশেকে রাসূল (ছাঃ) মহাসম্মেলন ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়, তাতে সেই কুকুবুরীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যদি এটি ধর্মীয় প্রথা হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতি দ্বারা এর সমর্থন থাকত। কিন্তু সেসবের কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاتطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله-

'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করনা, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।[৩]

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান ইসলামের তিন তিনটি স্বর্ণযুগের কোন একটিতেও চালু হয়নি। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং তাবে তাবেঈনের কেউ-ই প্রচলিত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের আবিষ্কারক নন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 'সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তৎপরবর্তী লোকদের যুগ' (বুখারী, মুসলিম)। এ তিনটি যুগে মীলাদের এ অনুষ্ঠানের রেয়াজ মুসলিম সমাজে চালু হয়নি, হয়েছে তারও বহু পরে। কাজেই এ কাজে কোন প্রকৃত কল্যাণ আছে বলে মনে করাই একটা বড় বিদ'আত।[৪] মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে একবাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮, ২১০।

২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ৩য় সংস্করণ ১৯৯৬) পৃঃ ৫।

৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৭।

৪. মাওলানা আব্দুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ'আত পৃঃ ২২৭।

কাজ বলেছেন।[৫] আল্লামা শায়খ বিন বায স্বীয় গ্রন্থ 'বিদ'আত থেকে বাঁচুন'-এ উল্লেখ করেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায়, তাঁর ছাহাবীদের যুগে, তাবে তাবেঈনদের যুগে মীলাদুন্নবীর কোন অস্তিত্ব ছিলনা। এটি ধর্মের মধ্যে একটি নবাবিষ্কৃত বস্তু। যা প্রত্যাখ্যান যোগ্য। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬] অন্য এক বর্ণনায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তের এমন কিছু সৃষ্টি করবে যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭]

মীলাদুন্নবী উদযাপনের জন্য মূলতঃ পেটপূজারী আলেমরাই দায়ীঃ

নবাবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি হ'লেন আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩)। তিনি 'আততানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লেখেন এবং সেখানে বহু জাল ও বানাওট হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশী হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য আলেমগণও ঐ একই পথ ধরলেন। কেউ বা সরকারের ভয়ে চুপ থাকলেন অথবা বদ দো'আ করেই ক্ষান্ত হ'লেন। কিন্তু বিদ'আত চালু হয়েই গেল, যা আজও চলছে'।[৮]

এরপর থেকেই একদল আলেম তাদের হীন দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই মীলাদ অনুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছে। লজ্জায় মাথা হেট হয় তখনই যখন রেডিও টিভির মত সরকারী মাধ্যমগুলিতে মীলাদ অনুষ্ঠানের পক্ষে আলেমদের কণ্ঠ ভেসে আসে। সেই সব আলেমদের নিকট আমাদের প্রশ্ন- তারা কি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে ভাল বাসেন, না ঐ গভর্ণর কুকুবুরী ও তার অনুসারীদের ভাল বাসেন? হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين- 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব'।[৯] উল্লেখিত হাদীছে ভালবাসার প্রকৃত অর্থ কি? এই ভালবাসার অর্থ কি রাসূলের সম্মানে দাঁড়িয়ে নিজেদের তৈরী করা শ্লোকের মাতম ছড়িয়ে চিৎকার দিয়ে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা? অথচ তাঁর সম্মানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار-

'যার মনের অভিলাষ এই যে, মানুষ তার সম্মুখে মূর্তির মত দণ্ডায়মান থাকুক, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের প্রত্যাশায় মজলিসের সম্মুখে পৃথক চেয়ার সাজিয়ে রেখে অধিক কল্যাণের আশায় জিলাপী বিলানো কিংবা ভাল খাবার তৈরী করে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে বিলিয়ে দেওয়ার নাম ভালবাসা নয়। প্রকৃত অর্থে ভালবাসা হবে তাঁর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই। তাঁর অনুসরণে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলে চিৎকার দিয়ে জীবন পাত করে দিলেও কোন লাভ হবে না। বরিশালের বাসে চড়ে যেমন নোয়াখালী পৌঁছার আশা করা যায় না, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে না চলে নিজেদের আবিষ্কৃত পথে চলে কখনও নাজাতের আশা করা যায় না।

১২ই রবী'উল আউয়াল নিয়ে কেন এত বিড়ম্বনা?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুর দিবস যে সোমবার, সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জন্মের তারিখ উল্লেখ নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৮ হ'তে ১২ই রবী'উল আউয়ালের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার ছিল না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সঠিক জন্ম দিবস হয় ৯ই রবী'উল আউয়াল সোমবার। ১২ই রবী'উল আউয়াল বৃহস্পতিবার নয়।[১১] দুর্ভাগ্য যে, আমরা ১২ই রবী'উল আউয়াল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু দিবসেই তাঁর জন্ম বার্ষিকী বা মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করছি। নবী (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস ৯ই রবী'উল আউয়াল সোমবার, প্রথম নবুঅত প্রাপ্তি ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার হিজরতের পর মদীনায় ১ম প্রবেশ ১২ই রবী'উল আউয়াল শুক্রবার, মৃত্যুর তারিখ ১২ই রবী'উল আউয়াল সোমবার। উক্ত দিনগুলির মধ্যে

৫. *মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৬।*
৬. *মুসলিম হা/১৭১৮।*
৭. *বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।*
৮. *মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ৬।*
৯. *বুখারী মুসলিম।*
১০. *তিরমিযী, আবুদাঊদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৯।*
১১. *মীলাদ প্রসঙ্গ ৭ পৃঃ।*

নবুঅত প্রাপ্তির তারিখটিই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেদিনের স্মরণে ইসলামে কোন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়নি।[১২]

মীলাদের নামে যেসব জাল হাদীছ তৈরী করা হয়েছেঃ

মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের নামে অসংখ্য জাল হাদীছ তৈরী করা হয়েছে। যার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

১. '(হে মুহাম্মাদ)! আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।

২. 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

৩. 'নূরে মুহাম্মাদী হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সবকিছুর সৃষ্টি'।

৪. 'আদম সৃষ্টির ৭০০০০ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহপাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

৫.'আদম সৃষ্টি হ'য়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

৬. 'মেরাজের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' (নাঊযুবিল্লাহ)।

৭. রাসূলের জন্মের খবরে খুশি হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও খবর দানকারিনী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের মধ্যের দু'টি আঙ্গুল পুড়ে না এবং প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হয় বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

৮. মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মারিয়াম, বিবি আছিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

৯. নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে। রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বান'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওট।[১৩]

মীলাদ পন্থীরা এসব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনা করার সাহস কোথা থেকে পেল? যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিথ্যা বা জাল হাদীছ বলা থেকে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। من كذب على متعمدا فليتوأ مقعده من النار– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয় *(বুখারী)*। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এইভাবে বর্ণিত হয়েছে من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين– 'যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করল অথচ সে জানে যে, সেটি মিথ্যা তাহ'লে সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৪]

সুতরাং জাল হাদীছ দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা সৃষ্টি করতে গিয়ে পরিশেষে স্থান হবে জাহান্নামে। মীলাদুন্নবী উদযাপন করা যে বিদ'আত এতে কোন সন্দেহ নেই। চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মত ভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।[১৫]

উপসংহারঃ সত্যিকার অর্থে ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম হ'তে হ'লে শিরক ও বিদ'আতকে উৎখাত করাই সকল মুসলমানের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন শিরেকী ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানের পিছনে অপচয় না করে ঐ টাকা দিয়ে যদি আপনি দেশের অগণিত ভূখা-নাঙ্গা মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার নূন্যতম ব্যবস্থা করতেন, তবে অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হ'তেন এবং দেশী বিদেশী সূদখোর, জুয়াখোর, এনজিওদের ধোকায় পড়ে ঈমান-আমান, অর্থ-সম্পদ হারানো থেকে গরীব-মিসকীনদের কিছুটা হ'লেও বাঁচাতে পারতেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরক-বিদ'আত হ'তে মুক্ত থেকে অহি-র বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

---

১২. সুলাইমান মানছুরপূরী, রহমাতুল্লিল আলামীন (দিল্লী ১৯৮০) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪০, ৪৭, ৯১, ২৫১।

১৩. মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ১১।

১৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮, ১৯৯।

১৫. মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ৬।

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*

(٦) عن ابن عمرو مرفوعا إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام -

(৬) 'ইবনে 'আমর (রাঃ) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমাম মিম্বরে থাকা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন ইমামের খুৎবা থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত কোন ছালাত আদায় না করে এবং কোন কথা না বলে'।[১] হাদীছটি দু'টি ছহীহ হাদীছের বিরোধী (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম)*। (২) জাবির (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা প্রদানকালে সালিক গাতফানী (রাঃ) মসজিদে আসেন এবং ছালাত আদায় না করে বসে পড়েন। রাসূল (ছাঃ) তখন বলেন, 'হে সালিক! দাঁড়াও এবং সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[২]

(٧) عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة -

(৭) 'আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ জুম'আর দিন মাথায় পাগড়ীওয়ালাদের জন্য রহমত ও ক্ষমা কামনা করেন' (তাবারাণী)। হাদীছটি জাল।[৩]

(٨) عن يزيد بن أبي حبيب قال قال لي مهدي بن ميمون صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بغير عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة إن الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس-

(৮) 'ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, মাহদী ইবনে মায়মুন আমাকে বলেছেন, পাগড়ীসহ যে কোন ছালাত পাগড়ী বিহীন ২৫ গুণ ছালাতের সমান। পাগড়ীসহ একটি জুম'আর ছালাত পাগড়ী বিহীন ৭০টি জুম'আর ছালাতের সমান। নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ জুম'আয় পাগড়ী পরে উপস্থিত হন এবং সূর্য ডুবা পর্যন্ত সর্বদা পাগড়ী ওয়ালাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন' (ইবনে নাজ্জার)। হাদীছটি জাল।[৪]

(٩) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة

(৯) 'জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাগড়ী পরিধান করে দু'রাক'আত ছালাত পাগড়ী বিহীন ৭০ রাক'আত ছালাতের চেয়ে উত্তম'।[৫]

(١٠) عن انس مرفوعا الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة -

(১০) 'আনাস (রাঃ) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে ১০ হাযার নেকী বেশী প্রদান করা হয়' (যায়লুল আহাদীছুল মাওযূ'আত)। হাদীছটি জাল।[৬]

(١١) عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة موكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البيض -

(১১) 'আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ফেরেশতা জুম'আর দিন জামে মসজিদের দরজায় অবস্থান করেন। তারা সাদা পাগড়ী পরিধান কারীদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন'।[৭]

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করা আদাতগত সুন্নাত, ইবাদতগত সুন্নাত নয়'।[৮] তিনি আরো বলেন, এসব মন্দ হাদীছের প্রতিক্রিয়ায় কিছু লোককে দেখা যায় যে, তারা পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করেন, অথচ আমলের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন না। আরো আশ্চর্য হ'তে হয় তখন, যখন অনেককেই দেখা যায় দাড়ি কেটে ছালাত আদায় করছে, কিন্তু এর কুফল লক্ষ্য করে না। অথচ পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করতেও অলসতা করে না'।[৯]

---

* *সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *তাবারাণী; সিলসিলা যাঈফা ১/১৯৯ হা/৮৭)।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)।*
৩. *সিলসিলা যাঈফা ১/২৯২ হা/১৫৯, মাওযূ'আতে ইবনে জাওযী ২/১০৫)।*
৪. *সিলসিলা যাঈফা ১/২৪৯ হা/১২৭)।*
৫. *সুয়ূতী, জামে' ছাগীর; সিলসিলা যাঈফ ১/২৫১ হা/১২৮।*
৬. *সিলসিলা যাঈফা ১/২৫৩ হা/১২৯)।*
৭. *মাওযূ'আতে ইবনে জাওযী ২/১০৬)।*
৮. *সিলসিলা যাঈফা ১/২৫৩)।*
৯. *সিলসিলা যাঈফা ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃঃ)।*

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও জননিরাপত্তা আইন

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম*

দুনিয়ার সকল মানুষ একই বংশোদ্ভূত এ মতের উপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এ সমাজের উৎপত্তি আদি মানব হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) হ'তে। অতঃপর এ দু'জন হ'তে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর আদি মানুষ এ দু'জনের সন্তানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের জীবনযাপন পদ্ধতিও একই প্রকার ছিল। তাদের ভাষাও ছিল এক। কোন প্রকার বিরোধ-বৈষম্য ছিল না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَّاحِدَةً 'মানবজাতি একই সমাজভুক্ত ছিল' (ইউনুস ১৯)।

মানব সদস্য যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এ বিস্তৃতির ফলে তারা অতি স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন বংশ, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেল। পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি আলাদা হয়ে গেল। ভৌগলিক আবহাওয়ায় তাদের রং, রূপ, আকার-আকৃতি পর্যন্ত বদলে গেল। বাস্তব দুনিয়ায় এটা বর্তমান। ইসলাম এসবকে একটি বাস্তব ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ পার্থক্য ও বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বদেশীকতায় যে হিংসা-দ্বেষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا– 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একই নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বংশে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার, পরিচয় লাভ করতে পার' (হুজুরাত ১৩)।

কিন্তু কালক্রমে মানুষ পার্থিব লোভ-লালসা, নফস ও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং নানা প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খল বিনষ্ট করেছে। এতে মানব সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হ'তে থাকলে মহান আল্লাহ তাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন ও সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকেন। আল্লাহ বলেন, 'মানব জাতি একই সমাজভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং যে সকল ব্যাপারে তারা বিভেদ সৃষ্টি করত সেসকল ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিচার করার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যের বাণী কিতাব নাযিল করেন' (বাক্বারাহ ২১৩)। মানব জাতির ইতিহাস যত প্রাচীন ইসলামী সমাজও ততই প্রাচীন। আর সর্বকালের মানব সমাজের জন্য মহান আল্লাহ যে হেদায়াত প্রেরণ করেছেন তাই-ই কালজয়ী আদর্শ ইসলাম। সুতরাং ইসলামী সমাজই বিশ্বের একমাত্র সমাজ।

বস্তুত মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুখময় করার জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই এক সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। ইসলাম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে থাকবে সুখ-শান্তি, কল্যাণ এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ যাবতীয় মৌলিক অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা।

পৃথিবীতে মানব কল্যাণে বহু মতাদর্শের অবির্ভাব ও অনুশীলন হয়েছে। কিন্তু মানব রচিত সে সকল মতবাদের কোনটিই মানুষকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তি দিতে পারেনি। যেমন সমাজতন্ত্র কেবল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বলেছে। কিন্তু তাতে মানব জীবনের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা না থাকায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য 'গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ' মানবতার জন্য অভিশাপ হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। পক্ষান্তরে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিভিক্ত কর্মপন্থার মাধ্যমেই বিশ্ব মানবতা একটি সোনার সমাজ উপহার পেয়েছিল।

জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামী সমাজ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হ'লঃ

জীবনের নিরাপত্তাঃ

মানুষের জীবনের প্রথম অধিকার বাঁচার অধিকার। সুস্থভাবে জীবন যাপনের অধিকার। ইসলামী সমাজে যে কোন ব্যক্তি তার জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে 'ক্বিছাছ' স্বরূপ হত্যা অথবা 'দিয়াত' আদায়ের বিধান রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ– 'হত্যা করোনা কোন ব্যক্তিকে আইনের বিধান ব্যতীত, যার হত্যা করাকে আল্লাহপাক হারাম করেছে (বণী ইসরাঈল ৩৩)।

শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের নিরাপত্তাঃ

মানুষ পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া সমাজে বসবাস করতে পারে না। শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন, 'সৎ, কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, গাংণী কলেজ, মেহেরপুর।

সাহায্য-সহযোগিতা কর। আর অসৎ ও গুনাহের কাজে কেউ কাওকে সাহায্য-সহযোগিতা কর না' (মায়েদাহ ২)।

মানুষ যাতে সমাজে শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে, সেজন্য কেউ যেন কাউকে উৎপীড়ন না করে, কষ্ট না দেয় সে ব্যাপারে ইসলাম কড়া নির্দেশ দান করেছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার উৎপীড়ন হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না' (মুসলিম)।

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার কাছ থেকে মানুষের জ্ঞান ও মাল নিরাপদ থাকে (মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ২৯)।

বাসস্থানের নিরাপত্তাঃ

মানুষ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে নিজগৃহে বসবাস করতে চায়। কোন প্রকার উৎপীড়ন ও অশান্তি যাতে না আসে এজন্য ইসলাম প্রতিবেশীর হক নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীতে যখন তখন প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে। কোন বাড়ীতে আলো-বাতাস প্রতিরোধ মূলক কাজ করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করোনা, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের অধিবাসীদের নিকট হ'তে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। ঘরে যদি কাউকে না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও- তাহ'লে তোমরা ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্ম। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন (নূর ২৭-২৮)।

অনুমতি চাওয়ার সুন্নাতী তরীকা হ'ল- প্রথমে বাইরে থেকে সালাম দিতে হবে, অতঃপর নিজের নাম উল্লেখ করে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে (ইবনে কাছীর)।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরাপত্তাঃ

সমাজ জীবনে আইনের শাসন ও সুবিচার না থাকলে সমাজের মানুষের জীবনে নেমে আসে অশান্তির অমানিশা। মানুষের জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। মানুষ অত্যাচারিত, প্রতারিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়। দেশে আইনের শাসন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকলে সমাজে দুষ্ট লোকেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে অশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাই সমাজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ ও নিখুঁত বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইসলামী সমাজে এই ন্যায়বিচারের সুব্যবস্থা আছে। এখানে আইনের চোখে আপন-পর, ধনী-দরিদ্র রাজা-প্রজা, বিদ্বান-মূর্খ, সবল-দুর্বল এবং স্বজাতি ও বিজাতি সকলেই সমান। ন্যায় বিচারের নির্দেশে ইসলাম ঘোষণা করেছে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার ও ইহসান কায়েমের নির্দেশ প্রদান করেছেন' (নাহাল ৯০)।

নিরপেক্ষ ও নিরাপত্তামূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সত্য সাক্ষ্য ও নির্ভিকতার প্রয়োজন। তাই ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে- 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন' (মায়েদাহ ৮)।

মান-সম্মানের নিরাপত্তাঃ

মানুষ তার আত্মসম্মান, ইযযত ইত্যাদি নিয়ে যাতে গৌরবের সাথে বসবাস করতে পারে ইসলাম সে নিরাপত্তা দান করেছে। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন- 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না। মন্দ উপাধিতে কাউকে অভিহিত কর না। বিশ্বাস স্থাপনের পর মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা করে না তারাই যালেম।' (হুজুরাত ১১)।

বাক স্বাধীনতা ও স্বধর্ম পালনের নিরাপত্তাঃ

ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। এখানে কেউ কারো উপর জোর করে কোন মতবাদ চাপিয়ে দিতে পারে না। রাষ্ট্রের ও জাতির কল্যাণে ইসলাম সকল নাগরিকের নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করার অধিকার দিয়েছে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি বাতিল মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহদ্রোহীতায় লিপ্ত হয় অথবা মিথ্যা ও বিকল্প সমালোচনার মাধ্যমে জনজীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে তখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ইসলামী সমাজের কর্তব্য।

ইসলাম ধর্মের ব্যাপারেও মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে। জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই' (বাক্বারাহ ২৫৬)। 'আমি মানুষকে জীবন চলার পথ দেখিয়েছি। হয় সে শোকরকারী হয়, অন্যথা কুফরী করবে (ইনসান ৩)।

সম্পদের নিরাপত্তাঃ

জীবনের সাথে সম্পদের সম্পর্ক সুনিবিড়। সম্পদ ব্যতীত জীবনের নিরাপত্তা অকল্পনীয়। একারণেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পদকে 'অর্থই অনর্থের মূল' মনে করে না। বরং সম্পদ আল্লাহ্‌র নে'মত মনে করে। ইসলাম সম্পদ উপার্জন, আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সুষম বন্টনের

উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যাবতীয় আর্থিক অনাচার তথা, সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, প্রতারণা, অশ্লীলতা, হারাম ও নাপাক বস্তু, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, ছিনতাই, জবর দখল প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কর্মচারীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য উপহার গ্রহণ, মূল্যবৃদ্ধির জন্য মওজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালানী, অপচয়, অপব্যয়, বিলাসিতা ইত্যাদিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ কর না' (বাক্বারাহ ১৮৮)।

বস্তুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিশ্বমানবতার জন্য এক কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। এতে মানুষের জীবনের ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা ইজমের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। এ কথারই দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেখা যায় প্রফেসর-Masignon-এর মন্তব্যে 'ইসলাম একটি সুষম অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থার পতাকাবাহী হিসাবে মহিয়ান। পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্য অবস্থায় ইসলামের অবস্থান' (ইসলামিক ষ্টাডিজ সংকলন)।

পরিশেষে বলতে হয় যে, ইসলাম মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা আধুনিক পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু ও ধ্বংসম্মুখ যে কোন মতবাদ ও ইজমের তুলনায় এক সয়ংসম্পূর্ণ সমাজিক ব্যবস্থা। আর ইসলামী এই সমাজ ব্যবস্থাই মানব রচিত সকল জননিরাপত্তা আইনের উর্ধ্বে উঠে বর্তমান বিশ্বের অশান্ত সমাজকে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী

ও

শাপলা প্লাজা, ষ্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

শাশ্বত সত্যের সন্ধান

*-যহুরুল বিন ওছমান **

সত্যের সন্ধানে মুসলিম জাতি আজ ফের্কাবন্দী আর মাযহাবের কুহকীজালে আবদ্ধ। অথচ চৌদ্দশত বছর আগে প্রিয় নবী (ছাঃ) বলে গেছেন, 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মযবুতভাবে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্তা)।

মহানবী (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণীতেই শাশ্বত সত্যের সন্ধান মিলে। এই একটি বাণীর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা ঐক্যবদ্ধ মহাজাতিতে পরিণত হ'তে পারি। শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতি জমায়েত হ'তে পারে একটি নির্ভেজাল তাওহীদি প্লাটফরমে। যেখানে অশান্তির দাবদাহ নেই। নেই কোনরূপ ইজম, মতবাদ ও ফের্কার অবকাশ। শুধু একটিমাত্র শর্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল হক-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাঁদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি ক্বিয়ামত এসে যাবে'।[১]

মুসলিম শরীফের অন্য একটি হাদীছ থেকে বুঝা যায় উক্ত দলটি হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের দল। অর্থাৎ যারা ফের্কাবন্দীর অনুসরণ করেনা। প্রিয় রাসূল (ছাঃ) আরও বলেছেন, 'ইসলাম শুরু হয়েছিল শুটি কয়েক লোকের মাধ্যমে। আবার সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অতএব যাবতীয় সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।[২]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন খাঁটি তাওহীদবাদী ঈমানদার কখনও মাযহাব বা ফের্কার শিকলে আবদ্ধ হ'তে পারেন না। যদি হয় তাহ'লে অবশ্যই তাকে শাশ্বত সত্যের পথ হ'তে বিচ্যুত হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনই চার মাযহাবে বিভক্ত ছিলেন না। যদি চার দলের যুক্তিকে আমরা সত্য বলে মেনে নেই তাহ'লে সত্যের অবস্থা দাঁড়াবে 'চারসত্য'। প্রথমে ধরুন বড় সত্য, দ্বিতীয় তার চেয়ে একটু ছোট সত্য, তৃতীয় মাঝারী সত্য এবং চতুর্থ ছোট সত্য। প্রিয় পাঠক! পৃথিবীতে এমন কোন অবোধ ব্যক্তিত্ব আছে কি যে, উক্ত চার রকমের সত্য মেনে নিতে পারে? কখনই না।

---

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. ছহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৩/১৯৮৩), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২৩-২৪, হা/১৯২০।

২. মিশকাত ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ, হা/১৭০।

প্রিয় পাঠক স্মরণ করুণ! রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমা, চাচা আব্বাস (রাঃ), ফুফু সুফিয়াকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নাও। কেননা ক্বিয়ামতের কঠিন হিসাব-নিকাশের সময় আমি তোমাদের কোনই কাজে আসব না। ফাতেমা! এখন আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা নিতে পার কিন্তু আল্লাহ্র নিকট আমি তোমার কোন কাজে আসব না' *(বুখারী, মুসলিম)*।

অতএব কোন বিশাল জামা'আত, শ্রেষ্ঠ ইমাম, আর মাযহাবের দোহাই দিয়ে নাজাত পাওয়া যাবে না। আর মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, চল্লিশা ও বিদ'আতী যিকর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেম সাধনা হয় না।

শুধু কি তাই! অধিক ছওয়াব আর অধিক আমলকারীদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে নিম্নের সাবধান বাণী শুনুন! এক ব্যক্তি বলল, আমি সারারাত জেগে শুধু নফল ইবাদত করব, অন্যজন বলল, আমি প্রতিদিন লাগাতার ছিয়াম পালন করব, তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি জীবনে কোন বিবাহ-শাদী করব না। শুধু আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন কাটিয়ে দিব। রাসূল (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা কি আমার চাইতেও বেশি ইবাদত গুজারী হ'তে চাও? তাহ'লে শোন! আমি ঘুমাই, আবার রাত্রিও জাগরণ করি। আমি ছিয়াম পালন করি, আবার ছিয়াম ভঙ্গও করি। আমি বিবাহ করেছি, আমার সংসার ধর্ম আছে। সত্যিই যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তবে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর' *(বুখারী, মুসলিম)*।

এ সমাজে সংখ্যালঘু কিছু হাদীছপন্থী মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী লোক আছেন যারা লোক দেখানো অতিরিক্ত আমলে বিশ্বাসী নন। অতীব দুঃখের বিষয় যে, এইসব হকপন্থী লোকদের দেখে বিদ'আতীদের গাত্রদাহ হয়। ওরা বলে, আমরা নাকি আমলে খাট; আমরা নাকি রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে জানি না; আমরা ছালাত, ছিয়াম কম পড়ি' (না'ঊযুবিল্লাহ)।

অবাক হই বেশি তখন, যখন বিশাল সমাজের দোহাই দানকারীগণ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলে যে, 'তাদের হেদায়া গ্রন্থ নাকি কুরআনের মতই' (আসতাগফেরুল্লাহ)। কেউ আবার বলে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনগ্রন্থ নাকি তাদের ঐ 'ফিকাহ'। তা'আজ্জুব কি বাত ায়। ফিকাহ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থই হবে তাহ'লে আল্লাহ্র মহা আইনগন্থ আল-কুরআন গেল কোথায়? তখন উত্তরে বলে, আরে মিয়া! ওটা চার ইমাম ব্যতীত বুঝার ক্ষমতা অন্য কারু নেই। তাদের মৃত্যুর পর ইজতেহাদ ও গবেষণার দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে (না'ঊযুবিল্লাহ)। ওরা নাকি চার মাযহাবের মাঝে গবেষণা সীমাবদ্ধ করে গেছেন।

সুবিজ্ঞ পাঠক! উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারীদের দাবী যদি সত্য হ'ত, তাহ'লে প্রিয় রাসূল (ছাঃ) এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করতেন না যে, 'প্রতি শতাব্দীর মাথায় আমার উম্মতের জন্য একজন করে মুজাদ্দিদের আগমন ঘটবে। যিনি দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন'।[৩]

পরিশেষে ফের্কাবন্দীদের একটি উদাহরণ পেশ করে প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। ছোট বেলার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম। তখন স্কুলে একবার ভিজিটর এসেছিলেন। তিনি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, ছোট্ট সোনামণিরা! আমি তোমাদের নিকট একটা উপস্থিত জ্ঞানের প্রশ্ন করতে চাই। যদি জ্ঞান খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তাহ'লে বুঝব তোমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি উপস্থিত জ্ঞানেও পারদর্শি। ছাত্ররা সমস্বরে বলল, বলুন স্যার! এবার ভিজিটর বললেন, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ২০ মাইল হ'লে আমার বয়স কত? ভিজিটরের প্রশ্ন শুনে ক্লাসের সমস্ত ছাত্র 'থ' হয়ে গেল। আর যাবেই না কেন? এমন অযৌক্তিক প্রশ্নের জবাব আছে কি? কিন্তু না, ঐ ক্লাসে ছিল এক বহিরাগত বখাটে ছেলে। সে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার। যদি মনে কিছু না করেন তাহ'লে আমি আপনার বয়স বলতে পারি। ভিজিটর বললেন, নির্ভয়ে বলতে পার। ছাত্র বলল, স্যার আমাদের বাড়ীতে এক আধ পাগলা লোক আছে, তাঁর বয়স বিশ বছর। আমি বুঝতে পারছি আপনি যে অবাস্তব প্রশ্ন করেছেন, তাতে আপনি হ'লেন ফুল পাগল। অতএব আপনার বয়স হবে ২০×২=৪০ বছর। ভিজিটর ছাহেব অট্টহাসি হেসে বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ। উত্তর সঠিক হয়েছে।

সম্মানিত পাঠক! ফের্কাবন্দীদের ফিকাহ আর হেদায়ার ফৎওয়া শুনলেই আমার উক্ত ঘটনাটি মনে পড়ে। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে ইসলাম আর ফের্কাবন্দীর ইসলাম আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ওদের ফিকাহর জবাব ঐ বখাটে ছেলে বা ভ্রান্ত আক্বীদার লোক মুখেই শোভা পায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শাশ্বত সত্যের সন্ধান দান করুন! আমিন!!

---

৩. *আবুদাঊদ, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল আছারিয়াহ, তারিখ বিহীন 'কিতাবুল মালাহিম') ৪র্থ খণ্ড, ১০৯ পৃঃ হাদীছ নং ৪২৯১) আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৯৪।*

খৃষ্টীয় ২০০০ সাল উদযাপন সম্পর্কে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া

*অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম**

সম্পাদনাঃ সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি।

প্রশ্নঃ আসন্ন ২০০০ সাল উদযাপন উপলক্ষ্যে ইহুদী-নাছারা দেশগুলির পক্ষ থেকে সরকারী ও বেসরকারীভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি চলেছে। তাদের মিডিয়া সমূহে এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার চলেছে। ইসলামী দেশগুলিতেও এর ঢেউ লেগেছে। এক্ষণে এভাবে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ এবং আসন্ন তৃতীয় সহস্রাব্দকে বরণ করে নেওয়ার জন্য পালিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

= প্রশ্নকারী একাধিক।

জবাবঃ উল্লেখিত প্রশ্ন বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এই মর্মে জওয়াব প্রদান করছে যে, নিশ্চয়ই বান্দাদের উপরে আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত হ'ল ইসলাম। অতঃপর তাঁর বড় রহমত এই যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, যেন তারা তাদের ছালাত ও দো'আ সমূহে আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করে ছিরাতে মুস্তাক্বীম লাভের জন্য ও তার উপরে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার জন্য। যে পথকে আল্লাহপাক স্বীয় আশীর্বাদ প্রাপ্তদের পথ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যা প্রকৃত পক্ষে নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও নেককার বান্দাদের পথ। যা কখনোই বিপথগামী ইয়াহূদ-নাছারা ও কাফির-মুশরিকদের পথ নয়।

এটা জানার পর প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ওয়াজিব হ'ল, আল্লাহ্র নে'মতের যথার্থ মূল্যায়ন করা এবং কথা, কাজ ও আক্বীদাগত ভাবে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে এটাও ওয়াজিব যে, তারা যেন তাদের প্রাপ্ত নে'মতকে পাহারা দেয়, ঘিরে রাখে এবং এমন উপায়সমূহ অবলম্বন করে, যা তাকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করে।

বর্তমান পৃথিবীতে অনেকের দৃষ্টিতে যখন হক-এর সাথে বাতিল মিশ্রিত হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ্র দ্বীনের বিষয়ে যেকোন দূরদর্শী ব্যক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামের সত্যতাকে মুছে দেওয়ার জন্য, তার জ্যোতিকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য, মুসলমানদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ও তাদেরকে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করছে। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে যা নাযিল হয়েছে, তার উপরে ঈমান না আনা এবং জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ্র রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, তার উপরে বিভিন্ন অপবাদ ও মিথ্যারোপ করা ও তার চেহারাকে মলিন করার বিষয়গুলি তো রয়েছেই। যে বিষয়ে আল্লাহপাক পূর্বেই বলেছেন, 'আহলে কিতাব (ইহুদী-নাছারা)-দের অনেকেই চায় যে, তোমরা তোমাদের ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরে যাও। হক স্পষ্ট হ'য়ে যাওয়ার পরে এটা তাদের হৃদয়ে লালিত হিংসা বৈ কিছুই নয়' *(বাক্বারাহ ১০৯)*। তিনি আরও বলেন, 'আহলে কিতাবদের একটি দল চায় যে, তোমরা পথভ্রষ্ট হও। বরং তারাই পথভ্রষ্ট। কিন্তু তারা বুঝেনা' *(আলে-ইমরান ৬৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তাহ'লে ওরা তোমাদেরকে পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে' *(আলে-ইমরান ১৪৯)*। তিনি আরও বলেন 'হে কিতাবধারীগণ! কেন তোমরা বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্র রাস্তা বন্ধ করছ? তোমরা পথভ্রষ্টতা কামনা কর। অথচ তোমরা সাক্ষী রয়েছে। তোমরা যেসব কাজ করছ সেসব বিষয়ে আল্লাহ গাফেল নন' *(আলে-ইমরান ৯৯)*।। এমনিতরো আরও বহু আয়াত রয়েছে।

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আল্লাহপাক স্বীয় দ্বীনের ও স্বীয় কিতাবের হেফাযতের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমরা যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযত করব' *(হিজর ৯)*। অতএব আল্লাহ্র জন্য অযুত প্রশংসা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল বিদ্যমান থাকবে, যারা হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই ক্বিয়ামত এসে যাবে' *(মুসলিম, হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়)*। অতএব আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা।

এ কারণেই সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ ইহুদী, নাছারা ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানদের খৃষ্টীয় একবিংশ শতাব্দী বরণ উৎসবকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। তাই সাধারণ মুসলমানকে উপদেশ ও উক্ত মিলেনিয়াম উৎসব যাপনের প্রকৃত তত্ত্ব এবং সে সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের হুকুম বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যাতে মুসলমানগণ তাদের ধর্ম সম্পর্কে সদা সজাগ থাকতে পারে এবং অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের গোমরাহী থেকে বিরত থাকে।

এক্ষণে আমরা বলবঃ

প্রথমতঃ নিশ্চয়ই ইহুদী ও নাছারারা এই শতাব্দীর সাথে এমন কিছু ঘটনা, বেদনা ও প্রত্যাশা জড়িত করছে, যা তারা বাস্তবে রূপ দান করার দৃঢ় অঙ্গীকার করছে বা করতে যাচ্ছে। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী এটা তাদের গবেষণা ও পর্যালোচনার ফল। অনুরূপভাবে এই শতাব্দীর সাথে তাদের এমন কিছু বিশ্বাসের সংযোগ ঘটাচ্ছে যা তাদের ধারণা মতে তাদের বিকৃত কিতাব সমূহে এসেছে। এহেন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমানের সেদিকে কর্ণপাত না করে

* *আলিম ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

ও সেদিকে ধাবিত না হয়ে বরং পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ব্যতীত অন্যান্য দিক থেকে বিরত থাকাই আবশ্যক। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মতবাদ ও মতামত সমূহ ধারণা বৈ কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের ও এর সাথে সামঞ্জস্যশীল উৎসব সমূহ উদযাপন করা সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ, কুফর ও ভ্রষ্টতা, নাস্তিকতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি আহ্বান করার শামিল। সমস্ত ধর্মের ঐক্যের দিকে আহ্বান, ইসলামকে ভ্রান্ত দল ও মতের সাথে সমান করা, ক্রুস দ্বারা বরকত হাছিল করা, কুফরী, নাছারা ও ইহুদীদের বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং এ ধরনের কথা ও কাজ সমূহকে শামিল করা। একথা বুঝায় যে, যা আল্লাহ কর্তৃক হুকুম রহিত এবং নিজেদের দ্বারা পরিবর্তিত ইহুদী ও নাছারা শরীয়ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছিয়ে দেবার মাধ্যমে অথবা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক উক্ত দ্বীনের কোন কোন বিষয় রয়েছে যা ভাল। যা সর্বসম্মতভাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের সাথে কুফরীর নামান্তর। এটা মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার একটা বাড়তি মাধ্যম মাত্র।

তৃতীয়তঃ শারঈ দলীল সমূহঃ কাফেরদের বৈশিষ্ট্য সমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহ থেকে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআন, হাদীছ ও ছহীহ আছারসমূহে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তাদের খুশির অনুষ্ঠান সমূহের সাথে সাদৃশ্যের বিষয়টিও রয়েছে। 'ঈদ' শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য। যার অর্থ প্রত্যেক দিন যা চলে যায় আবার ফিরে আসে। কাফেরেরা যে দিনটিকে সম্মান করে অথবা এর দ্বারা কাফেরদের সেই স্থান বুঝায়, যা তাদের ধর্মীয় মিলনের স্থান এবং প্রত্যেক আমল যা এই সমস্ত স্থানে ও সময়ে সংঘটিত হয় তা তাদের ঈদ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেবল তাদের আনন্দ উদযাপনের দিনকে নির্দিষ্ট করাই উদ্দেশ্য নয় বরং প্রত্যেক স্থান ও সময় যাকে তারা সম্মান করবে অথচ ইসলামে তার কোন ভিত্তি নেই এবং সেই স্থান ও সময়ে যে আমল করবে তা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যা ঐদিনের পূর্বে বা পরে হবে তাও মুমিনের জন্য অবৈধ হবে। যেমন এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সতর্ক করেছেন।

তাদের নির্দিষ্ট আনন্দ উৎসবের সাথে সাদৃশ্য করা থেকে নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, '(মুমিন তারাই) যারা 'লা ইয়াশ্হদূনায যূরা' *(ফুরক্বান ৭২)*। আয়াতে 'যূর'-এর তাফসীরে সালফে ছালেহীনের একটি দল যেমন ইবনু সীরীন, মুজাহিদ, রাবী বিন আনাস বলেন যে, 'যূর' হচ্ছে কাফেরদের নির্দিষ্ট আনন্দ উৎসবের দিন'।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের আনন্দ উৎসবের জন্য দু'টি দিন নির্দিষ্ট ছিল। মহানবী (ছাঃ) বললেন, এদু'দিন কি? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দু'দিন আনন্দ উদযাপন করতাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নির্দিষ্ট করেছেন'। হাদীছটি ইমাম আহমাদ, আবুদাঊদ ও নাসাঈ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ছাবিত বিন যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বাওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবহ করার মানত করল। সে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি বাওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবহ করার মানত করেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন মূর্তি আছে, যার উপাসনা-অর্চনা করা হয়? তারা বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মানত পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে কোন মানত পূরণ করার প্রয়োজন নেই। আর যে মানত পূরণে আদম সন্তান সামর্থ রাখে না তাও পূরণ করার প্রয়োজন নেই'। হাদীছটি ইমাম আবুদাঊদ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের আনন্দ-উৎসবের দিন তাদের গীর্জায় প্রবেশ কর না। কেননা তাদের উপর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়'। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র শত্রুদের থেকে তাদের আনন্দ-উৎসবের সময় দূরে থাক'।

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অনারবদের সংস্কৃতি গ্রহণ করবে অতঃপর তাদের নববর্ষ ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করবে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করবে। এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে ক্বিয়ামত দিবসে তাদের সাথে উত্থিত হবে'।

চতুর্থতঃ যুক্তির দলীল সমূহ যেমন- (১) তাদের আনন্দ-উৎসবের সাথে সাদৃশ্য হওয়ায় তাদের হৃদয় প্রফুল্ল হয় এবং তারা যে ভ্রান্ত পথে রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের হৃদয় প্রশস্ত হয়। (২) প্রকাশ্য বিষয়ে সাদৃশ্য হওয়া ভ্রান্ত আক্বীদার ন্যায় অপ্রকাশ্য বিষয়ের সাদৃশ্যতাকে চোরা পথে আবশ্যিক করে তোলে।

(৩) এ থেকে উদ্ভূত বড় ফেতনা হচ্ছে, প্রকাশ্যে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া গোপনে এক প্রকার প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার উদ্রেক করে। কিন্তু তাদের জন্য ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ঈমানকে নাকচ করে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ইহুদী ও নাছারাদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। মূলতঃ তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব

করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সঠিক পথ নির্দেশনা দান করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'তুমি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নকারী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে' *(মুজাদালাহ ২২)*।

পঞ্চমতঃ উপরোল্লেখিত বক্তব্য সমূহের আলোকে কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না, যিনি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে ধর্ম হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী ও রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করেন, এমন আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান করা, ইসলাম ধর্মে যার কোন ভিত্তি নেই। তন্মধ্যে কল্পিত সহস্রাব্দ বরণ উৎসবও একটি। এতে উপস্থিত হওয়া, অংশগ্রহণ করা এবং যেকোন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা অবৈধ। কারণ তা পাপ ও আল্লাহ প্রদত্ত সীমা অতিক্রমের নামান্তর। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অন্যায় ও পাপাচারের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(মায়েদাহ ২)*।

ষষ্ঠতঃ কাফেরদের আনন্দ-উৎসবে যেকোন মাধ্যমে মুসলমানের সাহায্য-সহযোগিতা করা অবৈধ। যেমন, তাদের আনন্দ-উৎসবের প্রচার ও ঘোষণা করা। আলোচ্য সহস্রাব্দ বরণ উৎসব যার অন্তর্ভুক্ত। আর তার দিকে যেকোন মাধ্যমে আহ্বান করা। যেমন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, ঘন্টা স্থাপন, প্লাকার্ড প্রদর্শন, অথবা বিশেষ পোশাক তৈরীকরণ, স্মারক কার্ড বা ডাকটিকিট ছাপানো অথবা প্রতিষ্ঠানের খাতা ছাপানো অথবা ব্যবসায়িক কাজ হ্রাস করা (না ছুটি দেওয়া) ও তদুদ্দেশ্যে আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা, খেলাধুলা করা বা উক্ত অনুষ্ঠানের সাথে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রকাশ করা ইত্যাদি।

সপ্তমতঃ কাফেরদের আনন্দ-উৎসব তন্মধ্যে মিলেনিয়াম উৎসব ও উহার অনুরূপ উৎসবকে সৌভাগ্যের প্রতীক ও বরকত মণ্ডিত সময় বিবেচনা করা মুসলমানের জন্য অবৈধ। এই দিন সে সব কাজকাম বন্ধ রাখবে এবং বিভিন্ন শুভ কাজ শুরু করবে যেমন, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, ব্যবসায়িক কার্যাবলী আরম্ভ করা অথবা বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ইত্যাদি। আর এই দিনগুলোকে অন্য দিনের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করা যাবে না। কেননা এই দিনগুলো অন্যান্য দিনের মতই। আর এগুলি ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র। যা মূলতঃ কোন কিছুকে রদবদল করতে পারে না। বরং এসব দিনগুলিতে এধরনের বিশ্বাস পোষণ করা পাপের উপর পাপের নামান্তর মাত্র। আমরা আল্লাহর কাছে এসব থেকে নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করছি।

অষ্টমতঃ কাফেরদের আনন্দ-উৎসবকে অভিনন্দন জানানো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। কেননা এটা তাদের ভ্রান্ত পথের উপরে এক ধরনের সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার শামিল। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অভিবাদন জ্ঞাপন সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন, তাদের আনন্দ-উৎসবে ও ধর্মানুষ্ঠানের সময় বলবে 'তোমাদের উৎসব মুবারক হৌক' অথবা এ ধরনের উৎসবকে অন্যভাবে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। যদি এরূপকারী ব্যক্তি কুফর থেকে বিরত থাকে, তাহ'লে এটি তার জন্য হারামের অন্তর্ভুক্ত। এটি তার জন্য খৃষ্টানদের ক্রুসকে সিজদার মাধ্যমে অভিবাদন জানানোর নামান্তর। এটা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় পাপ এবং মদ্য পান, মানুষ হত্যা, লজ্জাস্থানের অবৈধ পাপের চাইতে ও অধিক অসন্তুষ্টি ও গযবের কারণ।

অনেকের কাছে ধর্মের মূল্যায়ন নেই। ফলে সে এতে নিপতিত হচ্ছে এবং তার কৃতকর্মের খারাপ দিক সম্পর্কে অবগত হচ্ছে না। অতএব যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে পাপ অথবা বিদ'আত অথবা কুফরে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও অভিনন্দন জানাবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর গযব ও অসন্তুষ্টির নিকটে নিজেকে সোপর্দ করে দিবে।

নবমতঃ মুসলমানদের উচিত তাদের নবীর হিজরতের সনকে যার উপর সকল ছাহাবী ঐক্যমত ছিলেন, সম্মান করা এবং কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তা দ্বারা সন গণনা করা। যা মুসলমানেরা সুদীর্ঘ ১৪০০ শত বৎসর থেকে অদ্যাবধি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। সুতরাং হিজরী সন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সনের পশ্চাদ্ধাবন করা ও তা গ্রহণ করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। যেমন, খৃষ্টাব্দ। কেননা তা উৎকৃষ্টের বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণের নামান্তর।

আমরা প্রত্যেক মুসলিমকে যথার্থ আল্লাহভীতি অর্জন করা, আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বিরত থাকার নছীহত করছি এবং এর দ্বারা পরস্পর সদুপদেশ প্রদান ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছি।

প্রত্যেক মুমিন যেন ঈমান ও জ্ঞানের তাহকীকে আল্লাহর গযব, ইহ ও পরলোকে তার ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকতে আগ্রহী হয় এবং আল্লাহকে পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারী, বিচারক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। কেননা তিনিই উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী। 'আর তোমার প্রভুই তোমার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট'। আর সে যেন আল্লাহর নবীর এ দো'আর মাধ্যমে দো'আ করেঃ 'হে আল্লাহ! তুমি জিবরীল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু। তুমি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকারী। অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী। তোমার বান্দারা পরস্পর যে বিষয়ে মতভেদ করে, সে বিষয়ে তুমি তাদের মধ্যে ফায়ছালা কর। সত্যের পথে যাতে মতবিরোধ রয়েছে তাতে তুমি আমাকে সঠিক পথনির্দেশনা দান কর। তুমি যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাক। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর যাবতীয় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর ছাহাবীদের উপর।

ডারউইনের বিবর্তনবাদঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

*মুহাম্মাদ হাসান ত্বারিক (রানা)**

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংল্যাণ্ডের শ্রুজবারী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন ছিলেন শহরের একজন নামকরা ডাক্তার। তাঁর মাতার নাম সু-সানাহ ওয়েজউড ডারউইন। ডারউইনের পিতা ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেন এ আশা পোষণ করতেন। ডারউইনের ছেলেবেলা কাটে শ্রুজবারীতেই। পড়াশুনার জন্য ডারউইনকে সেখানকার এক স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ডারউইনের পড়াশুনার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। পড়াশুনা করার চেয়ে নুড়িপাথর কুড়ানো, পোকামাকড়, গাছপালা ও পাখির ডিম সংগ্রহ করা ও ইঁদুর ধরার প্রতি বেশী আগ্রহ ছিল।

১৮২৫ সালের শেষ দিকে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য তাকে এডিনবরায় পাঠানো হয়। কিন্তু দু'বছর লেখাপড়া করে তিনি ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তার ডাক্তারী শেখা হয়ে উঠেনি। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যর্থতা দেখে ডারউইনের হতাশাগ্রস্ত পিতা তাকে গির্জার পাদরী হবার সিদ্ধান্ত দেন। ১৮২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ডারউইন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৩১ সালের জানুয়ারী মাসে সেখান থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। এখানে তিনি বিজ্ঞানের অনেক ব্যক্তিবর্গের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং তাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেন। এসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ জন স্টিফেন্স হেনস্লো এবং প্রাণিবিদ ডঃ এ্যাডাম সেজউইক। ডারউইনের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'বিগল' নামক জাহাজে সমুদ্র যাত্রা। এ সমুদ্র যাত্রায় তিনি একজন প্রকৃতিবিদ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ডারউইন এ সময় ছিলেন একজন যুবক মাত্র। ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বিগলের যাত্রা শুরু হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের কতকগুলো দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় কিছু অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষ করে গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করে এবং জরিপ কাজ চালিয়ে এ জাহাজ প্রায় পাঁচ বছর পর ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে। এ সমুদ্র যাত্রায় ডারউইন যে সব অঞ্চল পরিদর্শন করেন সেসব জায়গা থেকে অসংখ্য ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যার মূল্যবান তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসেন।

'বিগল' জাহাজে ভ্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ডারউইন বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাঁর বিবর্তনের যে সব মূল্যবান নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তা বিগল ভ্রমণের পাঁচ বছরের লব্ধ জ্ঞান থেকেই। তিনি তাঁর সংগৃহীত নমুনা ও তথ্যগুলো নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে ১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর 'দি অরিজিন অব স্পিসিস বাই মীনস্ অব ন্যাচারাল সিলেক্শন অর দি প্রিসার্ভেশন অব ফেভারড্ রেসেস ইন দি স্ট্রাগ্‌ল ফর লাইফ' অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব বা আনুকূল্য প্রাপ্ত জাতিসমূহের বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকা' গ্রন্থটির মূল বক্তব্য হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল কথার মধ্যে দু'টি দিক হ'ল 'বেঁচে থাকার সংগ্রাম' (স্ট্রাগ্‌ল ফর এগ্‌জিসটেন্স) এবং 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট)। বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে কারো রেহাই নাই। বেঁচে থাকতে হ'লে খাদ্য চাই, বায়ু চাই, আলো চাই, উত্তাপ চাই, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করা চাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার উপায় জানা চাই- আরো অনেক কিছু চাই। এতগুলো চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা থাকলে তবেই কোন একটি জীব বেঁচে থাকে। এ কারণেই সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কেউ জিতবে, কেউ হারবে। এই হার-জিতের ভিতরের রহস্যটা কি? জবাবে ডারউইন বলেছেন, 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'। যোগ্যতমের টিকে থাকা মানে কি? মধ্যযুগের অতিকায় ডাইনোসরদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। তার মানে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে এই ডাইনোসররা পুরোপুরি হেরে যাবার দলে। আবার হাতী, সিংহ, নেকড়ে ও চিতার মত শক্তিশালী জীব থাকতে বানরের মত একটি দুর্বল জীব কিভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম হ'ল, শুধু বেঁচে থাকতে সক্ষমই হ'ল না একটি পূর্ণতর ও শ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হ'ল। কেন এমনটি হয়? জবাবে ডারউইন বলেছেন, স্তন্যপায়ী জীবেরা হচ্ছে এই বিশেষ সময়ের 'ফেভারড্' বা আনুকূল্য প্রাপ্ত। অর্থাৎ এই আনুকূল্য প্রাপ্তরাই যোগ্যতম। আনুকূল্য প্রাপ্ত কথাটার মানে কি? ডারউইন জবাবে বলেছেন, সব জীবই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। কেউ পারে, কেউ পারে না। যারা পারে তারাই হচ্ছে 'ফেভারড্' বা আনুকূল্য প্রাপ্ত। তারাই যোগ্যতম। এখানে ডারউইন যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু যোগ্যতমের আগমনের কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

ডারউইন ১৮৭১ সালে 'মানুষের আবির্ভাব' (ডিসেন্ট অব ম্যান) গ্রন্থ রচনা করেন। মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে ডারউইনের ধারণা হ'ল, এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী বদ্ধ জলাশয়ে প্রথমে সৃষ্টি হয়। এই প্রাথমিক জীব এককোষীয় জীব অবস্থা থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং বহুকোষীয় জীবে পরিণত হয়। বহুকোষীয় জীবের সরীসৃপ জাতীয় কিছু কিছু সমুদ্র থেকে উঠে এসে স্থলভাগেও বাস করতে শুরু করে এবং কিছু কিছু আকাশে উড়তে চেষ্টা করে এবং পাখিতে পরিণত হয়। সরীসৃপ জাতীয় প্রজাতি থেকে স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব ঘটে। আর স্তন্যপায়ী জীব থেকে বানর জাতীয় বৃক্ষচারী জীবের প্রকাশ

* পি,এইচডি গবেষক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘটে। বিবর্তনের এক পর্যায়ে এই বৃক্ষচারী প্রাণীরা বৃক্ষ থেকে মাটিতে নেমে আসে এবং ক্রমে হাঁটার জন্য সম্মুখপদ (বা হাত) ব্যবহারের পরিবর্তে খাড়া হয়ে শুধু দু'পায়ের উপর ভর করে হাঁটতে শিখে। হাঁটার কাজ থেকে হাতের এই মুক্তি হাতকে অন্য ধরণের কাজ করার সুযোগ এনে দেয় যা ক্রমে মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটায় এবং এভাবেই ধীরে ধীরে চিন্তা করতে এবং কথা বলতে সমর্থ মানুষের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ ডারউইনের মতে, মানুষ মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল না। মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে 'অ্যানথ্রোপয়েড এপ' অর্থাৎ 'মানুষ সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর'। অ্যানথ্রোপয়েড এপ-এর দৃষ্টান্ত হ'ল গীবন, ওরাং-ওটাং, গরিলা এবং শিম্পাঞ্জি।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল জীবের মূল একক হ'ল কোষ। প্রতিটি মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। কোন কোন জীব একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। যেমন, অ্যামিবা, ব্যাকটেরিয়া। আবার একটি সদ্য প্রসূত মানব শিশুর দেহ প্রায় দুই লক্ষ কোটি কোষ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষে একটি কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস থাকে। কেন্দ্রিকার ভিতরে থাকে ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। প্রতিটি ক্রোমোজোম প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড অর্থাৎ ডি.এন.এ (ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড) ও আর.এন.এ (রাইবো নিউক্লিক এসিড) থাকে। ক্রোমোজোমে ডি.এন.এ. শতকরা ৪৫ ভাগ থাকে। ডি.এন.এ. অনুতে পৃথিবীর প্রতিটি জীবেরই অনুরূপ আরেকটি জীব সৃষ্টির আদেশনামা সংরক্ষিত থাকে। প্রোগ্রাম টেপ ছাড়া একটি কম্পিউটার যেমন অচল, তেমনি ডি.এন.এ. ছাড়াও একটি জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই ডি.এন.এ. অনুগুলোর ভিতর কোষ এবং জীবন্ত বস্তুর জন্য সাংকেতিক বার্তা হিসাবে কতকগুলো তথ্য নিহিত থাকে। এই ডি.এন.এ. অনুর একটি চিহ্নিত ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় জীন। মানুষের একটি কোষের ভিতরে জীনের সংখ্যা হ'ল ১০ হাযার থেকে ১ লক্ষ পর্যন্ত। জীবনের বংশ উৎপাদনের প্রক্রিয়াগুলো জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্যগুলো জীনের মাধ্যমেই সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়। যখন পুরুষের শুক্রানু এবং নারীর ডিম্বানু একত্রিত হয় তখন 'জাইগোট' নামক একটি কোষের জন্ম হয়। এই কোষের জীনগুলোর ভিতরে প্রয়োজনীয় বার্তা নিহিত থাকে যার বিকাশের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেহের বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন রকম কোষ ও কলার জন্ম হয়। যে কোন জীবনের বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে সন্তানের আকৃতি, গঠন, পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য, রং ইত্যাদি জীনই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক কথায় জীন সমগ্র জীবনের স্ফুটন ও উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্য একটি কুকুর একটি কুকুর বাচ্চাকে জন্ম দেয়। সেটা কখনো ছাগলের বাচ্চা হয় না। একটি কুকুরের উচ্চতা যদি দু'ফুট হয়, তার বাচ্চা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে দু'ফুটের কাছাকাছিই হবে। তার উচ্চতা কখনো বিশ ফুট হবে না। জীন এভাবে প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে। যে প্রাণী নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে সে প্রাণী নিয়েই গবেষণা শেষ হয়েছে। নতুন কোন প্রাণীর উদ্ভব হয়নি। কেবল গঠনে সামান্য ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে মাত্র। অধ্যাপক ফোর্ড এবং তার সহকর্মী ৪০ বছর ধরে বিভিন্ন জীব বিশেষতঃ প্রজাপতি ও মথের উপর যে গবেষণা শুরু করেছেন তা সবই প্রধানতঃ প্রজনন প্রসূত ভিন্নতা সংক্রান্ত। অধ্যাপক ফোর্ডের এই পরীক্ষণ বা অন্য কোন পরীক্ষণ এক প্রাণী হ'তে অন্য প্রাণীতে অথবা এক উদ্ভিদ হ'তে অন্য উদ্ভিদে বিবর্তন লিপিবদ্ধ করেনি।

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন এবং মানুষের উৎপত্তি বা সৃষ্টি নিয়ে নানা রকম মত পোষণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভ্রূনবিদ্যা, প্রসূতিবিদ্যা প্রভৃতি শাখায় উন্নতি সাধনের ফলে এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রসহ সর্বাধুনিক পর্যবেক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হবার ফলে বিজ্ঞান মানব প্রজনন সম্পর্কে জেনেছে। মানব প্রজনন সম্পর্কে বিজ্ঞান বলে, নারীর একটি ডিম্বানু পুরুষের একটি শুক্রানুর সাথে মিলিত হয়ে তৈরী করে একটি জাইগোটের, যা ধীরে ধীরে ভ্রূনে পরিণত হয়। ভ্রূন একটি ক্ষুদ্রাকৃতির মাংসপিণ্ডের মত। ক্রমে তা বর্ধিত হ'তে থাকে এবং আস্তে আস্তে পরিণত হয় একটি মানব সন্তানে।

পবিত্র কুরআন শরীফ আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান যা বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় (দাহ্‌র, ক্বিয়ামাহ্‌, তারিক্ব, 'আলাক, ওয়াক্বিয়াহ্‌, ইয়াসিন, নাজ্‌ম, যুমার, মুমিনূন ও বাক্বারাহ্‌) চৌদ্দশত বছর পূর্বেই তা বলেছেন।

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্র বিন্দু থেকে- এ জন্য যে তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন' (দাহর ২)।

'সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কি বস্তু হ'তে সৃষ্টি হয়েছে। সে এক সবেগে নিঃসৃত পানি (অর্থাৎ শুক্র) হ'তে সৃষ্টি হয়েছে' (তারিক্ব ৫-৬)।

'আর আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মাটির সারাংশ হ'তে, তৎপর আমি তাকে (খাদ্য সার হ'তে উৎপন্ন) শুক্র হ'তে সৃষ্টি করেছি, যা (এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত) এক সুরক্ষিত স্থানে (অর্থাৎ জরায়ুতে) ছিল। তৎপর আমি উক্ত শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করলাম, অনন্তর আমি উক্ত জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করলাম, অতঃপর রূপান্তরিত করলাম উক্ত মাংসপিণ্ড (এর কতক অংশ) কে হাড় সমূহে, অতঃপর উক্ত হাড়গুলিতে মাংস জড়ালাম

(এতে হাড়গুলি মাংসে আবৃত হ'ল), তৎপর (আত্মা প্রদান করে) আমি উহাকে নির্মাণ করে তুললাম এক অন্য (রকমের) সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত বড় মহিমা আল্লাহ তা'আলার যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা (মুমিনূন ১২-১৪)।

উপসংহারঃ

মানুষের সৃষ্টি নিয়ে ডারউইন যে সব তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন তা মোটেই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ডারউইনের মতে মানুষের পূর্বপুরুষ হ'ল মানুষ সদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর। ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব যদি সঠিক হয় অর্থাৎ বানর থেকে যদি মানুষের উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহ'লে বর্তমানে একটি বানর বা শিম্পাঞ্জি মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে না কেন? এই রূপান্তরের হঠাৎ থেমে যাবার কারণ কি? এইসব প্রশ্নের উত্তর ডারউইন দিয়ে যান নি।

বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের ফলে জানা গেছে যে, কোন জীবনের বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াগুলি ডি.এন.এ. (জীন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যগুলি জীনের মাধ্যমেই সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়। একটি জীব তার মতই ঠিক অন্য একটি জীবের জন্ম দিতে পারে। একটি জীব থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন কোন জীবের উৎপত্তি কখনোই হ'তে পারে না বিজ্ঞানীরা এটি প্রমাণ করেছেন। মানুষ কোন রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য কোন প্রাণী থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি। মানুষ থেকেই মানুষের জন্ম হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সব মানুষের জন্ম হয়েছে।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ (আদম) এবং একজন স্ত্রীলোক (হাওয়া) হ'তে। (এদিক দিয়ে তোমরা সকলে সমান) আর তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন গোত্রের করেছি, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার। আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতিশয় অবহিত' (হুজুরাত ১৩)।

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন' (নিসা ১)।

সাক্ষাৎকার

(ক) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হজ্জব্রত পালনঃ একটি সাক্ষাৎকার

গত ১০ই মার্চ হ'তে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সঊদী সরকারের রাজকীয় মেহমান হিসাবে হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে সঊদী আরব সফর করেন। সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে 'মাসিক আত-তাহরীক'-এর পক্ষ হ'তে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নিম্নে সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হ'লঃ

১. আত-তাহরীকঃ বাংলাদেশ থেকে আপনারা কতজন সফরে গিয়েছিলেন?

মুহতারাম আমীরে জামা'আতঃ বাংলাদেশ থেকে আমরা মোট ৫ (পাঁচ) জন গিয়েছিলাম। আমি বাদে বাকী ঢাকার চারজন হ'লেন- (১) মাওলানা যিল্লুল বাসেত (টঙ্গী) (২) মাওলানা দেলোয়ার হোসায়েন সাঈদী (৩) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং (৪) অধ্যাপক হারূনুয্‌যামান (ইনডিপেণ্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা)।

২. আত-তাহরীকঃ আপনার সাথীদের সাথে কখন আপনার সাক্ষাৎ হয়?

আমীরে জামা'আতঃ বিমানবন্দরে তাঁদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। যথারীতি 'সঊদিয়া' ফ্লাইটে আরোহণ করার কিছুক্ষণ পরেই খ্যাতনামা বাগ্মী মাওলানা দেলোয়ার হোসায়েন সাঈদী ও এ,টি,এন টেলিভিশনে নিয়মিত ইসলামী প্রোগ্রামকারী খ্যাতিমান আলেম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উপস্থিত হন। তাঁদেরকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। ১৯৭৬ সালের ৬ই ডিসেম্বরে সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত এক ইসলামী জালসায় একমঞ্চে বক্তব্য দেওয়ার পর সাঈদী ছাহেবের সাথে পবিত্র হজ্জের সফরের দীর্ঘ সাথী হিসাবে পাওয়াটা ছিল বড়ই আনন্দের। কুশল বিনিময়ের কিছুক্ষণ পরেই আমি তাকে মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-২০০০ সংখ্যা পড়তে দিলাম। তিনি একমনে 'জাতীয়তাবাদ' শিরোনাম যুক্ত দরসে কুরআন পড়ে শেষ করেন। তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, লেখাটি অত্যন্ত চমৎকার এবং জামে' মানে' (সারগর্ভ) হয়েছে'। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছাহেব প্রশ্নোত্তর কলাম সহ পুরো পত্রিকাটি পড়ে শেষ করেন। পড়া শেষে উভয়ই অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য করেন।

৩. আত-তাহরীকঃ আপনাদের সফর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করলে খুশী হব।

আমীরে জামা'আতঃ ১০ই মার্চ শুক্রবার বিকাল ৪টায় 'সঊদিয়া' ফ্লাইটে আমরা রওয়ানা হই। আমাদের ভিসা ছিল 'যায়ফু খাদেমিল হারামায়েন আশ-শারীফায়েন' হিসাবে। এটি সঊদীদের নিকটে অত্যন্ত মর্যাদামণ্ডিত ভিসা। পৌনে ছয় ঘন্টা চলার পর স্থানীয় সময় রাত্র পৌনে ৮টায় জেদ্দা অবতরণ করি। অতঃপর সঊদী বাদশাহের পক্ষ হ'তে নিয়োজিত অভ্যর্থনাকারীগণ বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমাদেরকে নাস্তা-পানি করিয়ে রাত্র ১০টার দিকে বিশেষ গাড়ীতে করে মক্কার পথে রওয়ানা হন। ৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঘন্টাখানেক পর আমরা মক্কায় আমাদের থাকার জন্য নির্ধারিত অবস্থান স্থল 'হাই আয-যাহের' এলাকার 'আল-মা'হাদ আল-ইলমী'তে পৌঁছে যাই। নামার পরে খানাপিনা করে ত্বওয়াফ করতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হ'তে বলা হয়। একটু পরেই আমাদেরকে কা'বা শরীফে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যথারীতি ত্বওয়াফ ও সাঈ সেরে ওমরা শেষ করে ফিরে আসি। আমরা তিনজন ৩য় তলায় ২২ নং কক্ষে এবং তার বিপরীতে ১৭ নং কক্ষে মাওলানা দেলোয়ার হোসায়েন সাঈদী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অবস্থান করেন।

৪. আত-তাহরীকঃ আপনারা কোন স্থান থেকে এহরাম বাঁধেন?

আমীরে জামা'আতঃ আমার সাথীরা সবাই ঢাকা থেকে এহরাম বেঁধে এসেছিলেন। কিন্তু আমি জেদ্দা অবতরণের আধা ঘন্টা পূর্বে আমাদের জন্য নির্ধারিত মীক্বাত 'ইয়ালামলাম' পাহাড় অতিক্রমের কিছু পূর্বে বিমানেই এহরাম বেঁধে নেই। উল্লেখ্য যে, মীক্বাতে পৌঁছবার প্রায় আধা ঘন্টা পূর্ব থেকেই মাইকে বলা হয় ও টিভি পর্দায় ছবিতে বিমানের গতিপথ বর্ণনায় তা দেখানো হয়।

৫. আত-তাহরীকঃ মোট কয়টি দেশ হ'তে কতজন এবারে সঊদী বাদশাহের বিশেষ মেহমান হিসাবে হজ্জ করেন?

আমীরে জামা'আতঃ ১৫টি দেশ হ'তে মোট ৮৫ জন মেহমান আসেন। তার মধ্যে ৪০ জন মেহমান ছিলেন শুধু ইন্দোনেশিয়া থেকেই। এতদ্ব্যতীত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, কোরিয়া, কেনিয়া, জাপান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে বাকীরা আসেন। উল্লেখ্য যে, এই ১৫টি দেশ ছিল শুধু এশিয়া মহাদেশ থেকে। এদের দায়িত্বে ছিল বাদশাহর পক্ষ থেকে রিয়াদের জামে'আতুল ইমাম মালেক সঊদ বিন আবদুল আযীয ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এমনিভাবে আফ্রিকা মহাদেশের মেহমানদের দায়িত্বে ছিল মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়া মহাদেশের হাজীদেরকে নিয়ে কয়েকটি গ্রুপ করা হয়। তার মধ্যে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকাকে নিয়ে নয়জনের একটি গ্রুপ করা হয়। শ্রীলংকার ৪ জন মেহমানের মধ্যে দু'জন ছিলেন সে দেশের দুই প্রতিমন্ত্রী। এতদ্ব্যতীত আমেরিকান মেহমানরাও ছিলেন যারা মিনাতে আমাদের ক্যাম্পে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৬. আত-তাহরীকঃ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের কারু কারু নাম বলুন।

আমীরে জামা'আতঃ ইণ্ডিয়া থেকে বিহারের বিখ্যাত আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠান দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্‌র পরিচালক ডাঃ আব্দুল আযীয সালাফী সহ অন্যান্য আরও কয়েকজন। পাকিস্তান থেকে মাওলানা এরশাদুল হক আছারী (মন্টগোমারী বাজার, ফায়ছালাবাদ)। ইনি ইদারা উলূমুল আছারিয়াহ্‌র পরিচালক, লাহোরের সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম পত্রিকার সম্পাদক এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শরীয়া বোর্ডের সদস্য। এতদ্ব্যতীত ২- মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আমজাদ শায়খুল হাদীছ, মারকায দা'ওয়া সালাফিইয়াহ, ফায়ছালাবাদ ৩- হাফেয মাওলানা আব্দুল হান্নান, শায়খুল হাদীছ জামে'আ মুহাম্মাদিয়া গুজরানওয়ালা ৪- সাইয়িদ মুহাম্মাদ হানীফ, খত্বীব জামে মসজিদ তাওহীদিয়াহ আহলেহাদীছ, বেলালগ ১ম গলি, ফায়ছালাবাদ প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্নভাবে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত ও আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন ডঃ ছুহায়েব হাসান (লণ্ডন)। ইনি গ্রেট বৃটেন জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাবেক আমীর, বাহরায়েনের নাছের মুহাম্মাদ লোরী (মানামাহ)। ইনি ওখানকার আহলেহাদীছ সংগঠন জমঈয়ত তারবিয়া ইসলামিয়াহ্‌র মুদীর, আবদুল্লাহ আবদুল হামীদ (মানামা), ভারতের শায়খ আবদুল মতীন আবদুর রহমান আস-সালাফী, রাবেতা আলম আল-ইসলামীর এশিয়া বিভাগের মুদীর এবং ডঃ আবদুল মালেক বিন দুহায়েশ (মক্কা) প্রমুখ। শেষোক্তজন সঊদী আরবের খ্যাতনামা বিদ্বান, লেখক, গ্রন্থকার ও ব্যবসায়ী। এতদ্ব্যতীত সঊদী আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খ মুহাম্মাদ উছায়মীন ও মুফতীয়ে 'আম শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আলে শায়খের সাথে মুলাক্বাতের ও অতি নিকট থেকে তাঁদের কথা শোনার সুযোগ হয়েছে।

৭. আত-তাহরীকঃ সঊদীতে কত তারিখে হজ্জ হয় এবং হজ্জের খুৎবা কে প্রদান করেন?

আমীরে জামা'আতঃ ১৫ই মার্চ বুধবার পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যথারীতি সকাল ৯টার মধ্যেই আরাফার ময়দানে পৌঁছে যাই। বেলা ১২টায় খুৎবা শুরু হয় এবং ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ খুৎবা প্রদান করেন বর্তমান মুফতীয়ে 'আম শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ। ইনি সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর নায়েব ছিলেন এবং ইনিও সাবেক মুফতীর ন্যায় অন্ধ বিদ্বান' *(সংক্ষিপ্ত জীবনী আগষ্ট '৯৯ পৃঃ ৪৩ দ্রষ্টব্য)*। অতঃপর ১টা ২৫ মিনিটে প্রথমে দু'রাক'আত যোহর এবং পরে দু'রাক'আত আছর দুই

ইক্বামতের মাধ্যমে জামা'আতের সাথে আদায় করি। তারপর বাদ মাগরিব আমরা মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখানে গিয়ে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দুই রাক'আত ছালাত পৃথক ইক্বামতের মাধ্যমে জামা'আতের সাথে আদায় করি। অতঃপর এক রাক'আত বিতর পড়ে তাসবীহ, তেলাওয়াত ও দো'আ-ইস্তেগফারে লিপ্ত হই। সবশেষে ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা মিনাতে মসজিদে খায়েফ-এর দক্ষিণ পার্শ্বের প্রধান রাস্তার বিপরীতে আমাদের নির্ধারিত সরকারী মেহমানখানায় পৌঁছে যাই। উল্লেখ্য, এর পূর্বদিকে অনধিক ১০০ গজ দূরেই 'রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী'র স্থায়ী মেহমানখানা অবস্থিত।

৮. আত-তাহরীকঃ সরকারীভাবে আয়োজিত কি কি অনুষ্ঠানে আপনারা যোগ দিয়েছিলেন?

আমীরে জামা'আতঃ ১৩ই মার্চ সোমবার দিবাগত রাত ৯-৩০ মিনিটে আমাদের অবস্থানস্থল আল-মা'হাদ আল-ইলমী'র বক্তৃতা কক্ষে মেহমানদের সম্মানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ১০-৫০ মিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য শায়খ মুহাম্মাদ উছায়মীন। তিনি মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও ইসলামী নেতৃবৃন্দকে ইসলামের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এবং চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হজ্জ ইসলামের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্যতম। বছর শেষে হজ্জের বিশ্ব সম্মেলন মুসলিম উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও একটি দেহের রূপ ধারণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আসুন! আমরা একে অপরের দুঃখ-বেদনার শরীক হই ও পরস্পরে ভাই ভাই হ'য়ে যাই।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদীর (চ্যান্সেলর) প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল-সালেম, ওয়াকীলুল জামে'আ (ভাইস চ্যান্সেলর) ডঃ সুলায়মান বিন আবদুল্লাহ আবাল খায়েল। ইনি পুরা মওসুম তাঁর সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে আমাদের সাথে ছিলেন। তাঁর নিরহংকর ব্যবহার আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানে মেহমানদের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত একমাত্র বক্তা ছিলেন পাকিস্তানের মাওলানা এরশাদুল হক আছারী (ফায়ছালাবাদ)। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন ইন্দোনেশিয়ার মেহমান শায়খ আমান আবদুর রহমান।

আরেকটি অনুষ্ঠান হয় হজ্জের পরের দিন ১৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ এশা রাত্রি ৯-টায় মিনাতে মসজিদে খায়ফের নিকটস্থ একটি মিলনায়তনে। এখানে সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মুফতীয় 'আম শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়েখ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ ছালেহ বিন আবদুল আযীয আলে শায়েখ বক্তব্য রাখেন। মাননীয় মন্ত্রী স্বীয় বক্তৃতায় বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের সঠিক আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে সঊদী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ব্যাখ্যা ও এ ব্যপারে বিশ্বের ইসলামী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর মাননীয় গ্রাণ্ড মুফতী স্বীয় স্বভাবসুলভ হাস্যোজ্জ্বল ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় আল্লাহ্র মেহমানদেরকে পবিত্র ভূমিতে স্বাগত জানান এবং ছহীহ শুদ্ধভাবে হজ্জ সমাপনে সরকারীভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যাখ্যা করেন। এই অনুষ্ঠানে মেহমানদের পক্ষ হ'তে বক্তব্য রাখেন কম্বোডিয়ার সিনেটর ও সে দেশের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য মুহাম্মাদ মারওয়ান ও শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন চীনের মঙ্গোলিয়া মসজিদের ইমাম ও খত্বীব শায়খ আইয়ূব যাকারিয়া।

আরেকটি অনুষ্ঠান ছিল একই দিনে বাদ যোহর মিনাতে বাদশাহ ফাহদের বাড়ীতে। যেখানে বাদশাহ স্বয়ং ছিলেন বলে শুনেছি। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও এম,পিরাই মূলতঃ সেখানে যোগদান করেন। আমাদের কাফেলা থেকে শ্রীলংকার দুই প্রতিমন্ত্রী ও মাওলানা দেলোয়ার হোসায়েন সাঈদী এম,পি সেখানে দাওয়াত পেয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে উনি অনুষ্ঠানের শেষে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হন।

১৮ই মার্চ শনিবার বাদ যোহর মিনা থেকে মক্কায় ফিরে আসার দিন আমরা ১২-টার দিকে পুরা কাফেলা মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে শায়খ মুহাম্মাদ উছায়মীন ও মুফতীয়ে 'আম শায়খ আবদুল আযীয আলে শায়খের তাঁবুতে গিয়ে তাঁদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাত ও দো'আ নিয়ে আসি। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে এই বিদায়ী অনুষ্ঠান ছিল সত্যিই স্মরণীয়।

আরেকটি বিষয় আমার নিকটে বড় করুণভাবে ধরা পড়েছিল। সেটা হ'ল ঐদিন শেষ পাথর মারার পরে বিদায়ী জনতার বিরাট ঢল। যদিও আগের দিন পাথর মেরে সন্ধ্যার পূর্বেই অনেকে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড ভিড়ে গাড়ী চলা মুশকিল। আমাদের গাড়ীরও একই অবস্থা। সাথে ছিল মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্নেহাস্পদ মিয়াঁ হাবীবুর রহমান, মুশফিকুর রহমান, আখতার ও নছরতুল্লাহ। সিদ্ধান্ত নিলাম হেঁটেই চলে যাব মক্কায়। ৯ কিঃমিঃ পথ এমন কোন ব্যাপার নয়। তাই-ই করলাম। ওদের সাথেই চললাম। মক্কা মুখী জনতার স্রোত এগিয়ে চলেছে পায়ে হেঁটে। সরকারের পক্ষ থেকে হাঁটা পথের উপর দিয়ে পুরা রাস্তা টিনশেড দেওয়া আছে। যাতে রোদ-বৃষ্টিতে হাজী ছাহেবদের কষ্ট না হয়। গাড়ী চলার পথ আলাদা। পিছন দিকে তাকিয়ে বড় খারাব লাগল ঐ সময়। হায় মিনা! সব মিলে এক সপ্তাহ হবে না, তোমার বুকে ছিল সারা বিশ্বের লাখ লাখ মুমিনের ঈমানী পদচারণা। সেই সাথে হাযার হাযার সর্বাধুনিক গাড়ীর ব্যস্ত ও ধীর পরিচালনা। অথচ নেই কোন হর্ণের শব্দ দূষণ, নেই ট্রাফিক পুলিশের অযথা বাড়াবাড়ি। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটলেই প্রত্যেকে সাবধান হয়ে যাচ্ছে। বান্দা ও আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে

নিজের জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ইবাদতকে নিষ্কলুষ করার চেষ্টা সবারই। হায় মিনা! তুমি আজ খালি হয়ে যাবে আগামী এক বছরের জন্য। তোমার শূন্য বুকে তৃষিত মুমিনের ঈমানী বারি সিঞ্চন প্রতি বছর বৃদ্ধি পাক- এই দো'আ করি।

৯. আত-তাহরীকঃ আপনারা কখন মদীনায় গেলেন ও সেখানে কি কি দেখলেন জানাবেন কি?

আমীরে জামা'আতঃ ১৯শে মার্চ রবিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে আমরা মক্কা থেকে বাসে রওয়ানা দিয়ে রাত ১ টার দিকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্ট হাউসে পৌঁছি। সোয়া চারশ' কিঃমিঃ রাস্তা রাতের বেলা দিন মনে হয়। উষ্ণ অঞ্চল হওয়ার কারণে আরবরা রাতের বেলা কাজ করে বেশী। বাস থেকে নেমেই হাবীব ও আবদুল হাইকে পেয়ে গেলাম। প্রোটোকলে বাধা দিলেও ওদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি আদায় করা গেল। সেবা-যত্নের সব ব্যবস্থা থাকলেও তাদেরকে পেয়ে নিজ বাড়ীর মত মনে হ'তে লাগল। পরে মুশফিক, আখতার সহ অন্যান্য দেশী ছেলেরাও আসল। ওরা তাদের কক্ষে দাওয়াত দিল। সেখানে পেয়ে গেলাম প্রিয় বন্ধু আবদুল মতীন সালাফীকে। ইতিপূর্বে মিনা ও মক্কাতে তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। তাঁর পুত্র মতীউর রহমান বাপের মতই স্মার্ট হয়েছে। সে বর্তমানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত। পিতা আবদুল মতীন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হয়েছেন ১৯৮০ সালে। রাতে বাংলাদেশী আহলেহাদীছ ছাত্ররা আমাকে ও জনাব যিল্লুল বাসেতকে নিয়ে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করল। পরদিন সকালে আমরা দু'জনসহ মাওলানা সাঈদী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে নিয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার ছাত্ররা আরেকটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করল। দুঃখের বিষয় মাওলানা আবুল কালাম অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

কি কি দেখলামঃ

(১) প্রথম দিনই অর্থাৎ ২০শে মার্চ সোমবার সবাইকে হারাম থেকে ৩ কিঃ মিঃ দূরে 'শোহাদায়ে ওহোদ' (مقبرة الشهداء) যিয়ারতের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে ওহোদ যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই কবর স্থানে শুয়ে আছেন সাইয়িদুশ শুহাদা রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা বীরবর হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ) ও অন্যান্য ৭০ জন শহীদ। চারদিকে পাকা পাচিল দিয়ে ঘেরা। কোন কবরের চিহ্ন নেই। দিনরাত লোক আসছে যেয়ারত করছে। এই সুবাদে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে শোহাদা মার্কেট। ১৯৯৩ সালে স্ত্রীক হজ্জে এসে এখানে প্রিয় ছাত্র হাফেয রফীকের পারিবারিক বাসায় আমরা কয়েকদিন ছিলাম।

[চলবে]

(খ) 'আল-কাউছার হজ্জ কাফেলা ২০০০'-এর নায়েবে আমীর জনাব মুহাম্মাদ শহীদ-উল-মুলক ছাহেবের সাক্ষাতকার

['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাথে 'আল-কাউছার হজ্জ কাফেলা ২০০০'-এর নায়েবে আমীর জনাব শহীদ-উল-মুলক ছাহেবের তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস, উত্তরা, ঢাকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারটি নিম্নে পত্রস্থ করা হ'ল-সম্পাদক]

প্রশ্ন-১ঃ বাংলাদেশে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে অনেক হজ্জ প্রকল্প চালু আছে। জনাব মুলক ছাহেব আপনি কেন 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর অধীনে হজ্জব্রত পালন করার মনস্থ করলেন?

উত্তরঃ বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ তা'আলার। জনাব, আপনি বেশ সুন্দর প্রশ্ন রেখেছেন। এজন্য প্রথমেই আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে এখানে আমি কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। দেখুন, আমরা সবাই জানি যে, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'হজ্জ' হচ্ছে সর্বশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। হজ্জ জীবনে মাত্র একবার ফরয। কেউ একাধিকবার হজ্জ করলে অতিরিক্ত হজ্জগুলি নফল হিসাবে গণ্য হবে। সামর্থ্যবান পুরুষ ও মহিলাদের উপরই কেবল হজ্জ ফরয। হজ্জব্রত পালনে বেশ কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। হজ্জ যাত্রীরা পাক পরোয়ারদিগার মহান আল্লাহ্‌র মেহমান হিসাবে গণ্য হন। কাজেই সুবহানাল্লাহু তা'আলার সন্তুষ্টি লাভই হজ্জ যাত্রীদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হজ্জের আহকামগুলি পালন করলেই কেবল উহা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হ'তে পারে। হজ্জের আহকামগুলি সঠিকভাবে না জেনে-শুনে বিধি বহির্ভূতভাবে হজ্জব্রত পালন করলে ফলাফল কি হবে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনেরা তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। ছহীহ বিধি-বিধান অনুযায়ী হজ্জব্রত পালন না করলে এত পরিশ্রম এবং এত অর্থ ব্যয় সবই নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অন্যান্য হজ্জ কাফেলার অধীন যারা হজ্জব্রত পালনে যান সরকার নির্ধারিত তাদের প্রাপ্য ৬০০ শত ডলার কাফেলার কর্তৃপক্ষ নিজের আওতায় রেখে হজ্জযাত্রী ভাই-বোনদের ভীষণ অসুবিধায় ফেলেন। কিন্তু 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর অধীনে হজ্জব্রত পালন করলে ৬০০ ডলারের পুরোটাই হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের হাতে তোলে দেওয়া হয় এবং স্বাধীনভাবে তারা সেই অর্থ ব্যয় করেন। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প' পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ্‌র আলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক সঠিকভাবে হজ্জব্রত পালনের লক্ষ্যে

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছে এবং বাস্তব সম্মত উপায়ে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের হজ্জের আহকামগুলি পালনের কায়দা-ক্বানূন শিখিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া মক্কা-মদীনায় হজ্জযাত্রী ভাই-বোনদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার ব্যবস্থা রেখেছে। এসব জেনেশুনেই আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধীনে হজ্জব্রত পালন করার মনস্থ করি।

প্রশ্ন-২ঃ 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'টি অতি সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। যেকোন প্রকল্পের বা প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিস্ফুটন ঘটে সময়ের ব্যবধানে। নুতন প্রকল্প হিসাবে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তরঃ আপনি বাস্তব সম্মত কথাই বলেছেন। আমরা যে কোন সাংগঠনিক কাজেই হাত দেইনা কেন প্রাথমিকভাবে অনেক বাধা-বিপত্তি আসবে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন হয়ে প্রকল্পটি বা প্রতিষ্ঠানটি একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করবে। হোচট খেয়ে থমকে দাঁড়ালে চলবে না। যতই বাধা-বিপত্তি আসুক এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ুক না কেন সকল প্রতিবন্ধকতা সামাল দিয়ে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের পথ বেছে নিয়ে সামনে এগুতে হবে। আমরা সকলে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অগ্রসর হ'লে প্রকল্পটি অদূর ভবিষ্যতে একটা সুন্দর প্রকল্প হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বিধি-বিধান মোতাবেক হজ্জব্রত পালনে 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'টি যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্নঃ-৩ঃ চলতি বছর আপনি 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে হজ্জব্রত পালন করে এসেছেন। আপনি কি মক্কা ও মদীনায় অবস্থানকালে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? প্রকল্পের প্রশিক্ষণের পরিধিটা কিভাবে বাড়ালে এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ জনাব আপনার প্রশ্নটা খুব সুন্দর এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। সঊদী আরব একটা মুসলিম দেশ হ'লেও এর চাল-চলন, আচার-আচরণ, ভাষাগত ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। ভাষাগত সমস্যাটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় হজ্জ যাত্রীদের জন্য। আমরা সচরাচর যেভাবে কথা বলি বা সঊদীতে যতটুকু কথোপকথনের প্রয়োজন পড়ে, সেই আঙ্গীকে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে হজ্জযাত্রী ভাই-বোনেরা বেশ কিছুটা উপকৃত হ'তে পারেন। আরবী ভাষা সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণা না থাকলে বিশেষ করে যারা বেশী লেখাপড়া জানেন না, তাদেরকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। সমস্যাটা আরও প্রকট হয় যখন কোন হজ্জযাত্রী তাঁর সতীর্থকে হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া কাফেলার যিনি নায়েবে আমীর হবেন তাঁর এবং অন্যান্য সহযাত্রী হাজী ভাই-বোনদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মক্কায় পৌঁছার পর জনাব হারূণুর রশীদ ছাহেব আমাদের কিছু সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে মদীনায় অবস্থানকালে জনাব হাবীবুর রহমান ছাহেব আন্তরিকতার সাথে যেভাবে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তা কোন দিনই ভুলবার নয়। তাঁকে 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্পে'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন- ৪ঃ আপনাকে 'আল-কাওছার হজ্জ কাফেলা'র নায়েবে আমীরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পালনকালে আপনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করুন?

উত্তরঃ আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে আমাকে কাফেলার নায়েবে আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত করায় আমি আপনাদের সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। দেখুন, 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর অধীনে যাঁরা হজ্জে যান তাঁরা কিন্তু নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা যেলার লোক নন। বাংলাদেশের বিভিন্ন যেলার এবং বিভিন্ন পরিবেশের লোকজন এই কাফেলায় শামিল হ'তে পারেন। সকল যেলার লোকজনের আচার-ব্যবহার এবং ধ্যান-ধারণাও কিন্তু এক নয়। প্রতিটি যেলার লোকজনের মধ্যে কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন যেলার বিভিন্ন পরিবেশের লোকজনের মন-মানসিকতায় কিছু ভেদাভেদ থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। কাজেই বিভিন্ন পরিবেশের লোকজনের একই কমাণ্ডে বেঁধে রাখা একটু কষ্টকর হয় বটে। অবশ্য আমি আমার সাধ্যমত সকলের সাথে আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছি। আমি কতটা সফল হয়েছি কি হই নাই উহার সঠিক মূল্যায়ন আমার সহযাত্রী হাজী ভাই-বোনেরাই কেবল করতে পারেন। মানিয়ে চলার মন-মানসিকতা কিন্তু সকলের সমানভাবে কাজ করেনা। কারও মধ্যে Accommodative Attitude এর অভাব পরিলক্ষিত হ'লে সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে। আমি অবশ্য এ ধরণের পরিস্থিতির স্বীকার হইনি। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প'-এর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর এক একজন করে আমীর পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। যিনি কাফেলার সকল পরিবেশের হজ্জ যাত্রী ভাই বোনদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে একটা কমাণ্ড তৈরী করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন-৫ঃ সঊদী সরকারের নিয়ম অনুযায়ী হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের বিভিন্ন মু'আল্লিম-এর অধীনে থাকতে হয়। আপনি যে মু'আল্লিমের অধীনে ছিলেন তার কাছ থেকে আপনারা কতটুকু সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন? অভিজ্ঞতার আলোকে মু'আল্লিমের সার্ভিস সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তরঃ আপনার বাস্তব সম্মত প্রশ্নের জন্য আপনাকে

ন্যবাদ জানাই। দেখুন, প্রতি বৎসরই হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা ২৭ লাখেরও উপরে ছিল। বিপুল সংখ্যক হজ্জ যাত্রীদের সরকারী পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে দেখাশুনা বা খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্যই মু'আল্লিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে আমি মনে করি। হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের পরিচয়, যাতায়াত ইত্যাদি ব্যবস্থা করার জন্য মু'আল্লিম ভাইদের একটা মোটা অংকের ফি দেওয়া হয়। মু'আল্লিম ভাইয়েরা হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবরতো নেনই না বরং তাঁদের সমস্যায় ফেলে দেন। বিশেষ করে আমরা যে মু'আল্লিমের অধীনে ছিলাম তার এবং তার কর্মচারীদের ব্যবহারে সবাই অসন্তুষ্ট। তার কর্মচারীরা আমাদের বাসে আটকিয়ে রেখে জোরপূর্বক বিমান টিকেট সহ পাসপোর্ট রেখে দেয়। তারা আমাদের কাফেলা ছাড়াও অন্য হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের অনেকের বিমান টিকেট হারিয়ে ফেলার খবরও আমরা জানতে পারি। এই মু'আল্লিম ছাড়াও অন্যান্য মু'আল্লিমের সার্ভিস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আমাদের কানে আসে। এক কথায় বলা যায় মু'আল্লিমের সার্ভিসে হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনেরা কমবেশী সবাই অসন্তুষ্ট।

প্রশ্ন-৬ঃ মু'আল্লিম কর্তৃক বিমান টিকেট হারানোর বিষয়টি কি আপনি বাংলাদেশ হজ্জ মিশনকে অবহিত করেছিলেন এবং তাদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

উত্তরঃ অবশ্যই অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু মিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টিকেট হারানোর ব্যাপারে মু'আল্লিমের সাথে কোন আলাপ-আলোচনার নতীজা লক্ষ্য করা যায়নি। মিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আরবীতে কথা বলার অক্ষমতাই টিকিট হারানোর বিষয়টি নিয়ে মু'আল্লিমের সাথে আলাপ করার সাহস করে নাই বলে তাঁদের সাথে কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য ডুপ্লিকেট টিকেট পেতে বাংলাদেশ হজ্জ মিশন আমাদেরকে সাহায্য করেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মিশন জেদ্দায় কর্মরত সোনালী ব্যাংক রিপ্রেজেনটেটিভ জনাব মাহবূবুর রহমান এবং বাংলাদেশ বিমানের আঞ্চলিক ম্যানেজার জনাব আহমাদ কামাল ছাহেবের সহযোগিতা ও আতিথেয়তাও ভুলবার নয়। মিশনে জনবল নিয়োগ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় কিছু অভিজ্ঞতা আছে কি-না সে বিষয়টি নিয়োগ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দাবী রাখে। আমাদের দেশের ঘুমন্ত মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে জাগানো দরকার।

প্রশ্ন-৭ঃ আপনি কি বাংলাদেশের হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের কোন মিল বা পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন?

উত্তরঃ মিল/অমিল দু'টোই লক্ষ্য করা যায়। সকল দেশের হজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের একটাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে যে, সকলে বিগত দিনের পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ-এর নির্দেশ বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সুবহা-নাল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ভাষাগত ইত্যাদি পার্থক্য ছাড়াও লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'ল, অন্যান্য দেশ থেকে তুলনামূলকভাবে কম বয়সী পুরুষ/মহিলা হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় যান। বয়স্ক পুরুষ/মহিলা যে একেবারেই যান না তা নয়। বাংলাদেশের তুলনায় অন্যান্য দেশের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশ থেকে শতকরা ৯০ ভাগ বয়স্ক পুরুষ/মহিলা হজ্জ করতে যান। এমনকি যারা ঠিকমত চলতে-ফিরতে পারেন না এবং স্মৃতিশক্তি কমে গেছে এ ধরনের পুরুষ/মহিলাদেরও হজ্জব্রত পালনের জন্য যেতে দেখা যায়। যেহেতু হজ্জের আহকামগুলি পালনে বেশ কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, সেহেতু অপেক্ষাকৃত সবল পুরুষ/মহিলাদের হজ্জে যাত্রা করা উচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমাদের কাফেলায় কয়েকজন বেশ বয়স্ক হজ্জ যাত্রী ছিলেন, যাঁদের জন্য আমাদের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।

প্রশ্ন-৮ঃ আপনাকে আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, হজ্জে যাওয়ার আগে আপনি যে মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন, মক্কায় কা'বা ঘর এবং মদীনায় মসজিদুন্নবী দর্শনের পর আপনার মাঝে কি কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন?

উত্তরঃ জনাব, আপনার প্রশ্নটা একটু আধ্যাত্মিক ধরনের। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা দর্শনে আমার অনুভূতিটা যে কি দাঁড়িয়েছিল যাদের মক্কা যিয়ারতের সুযোগ আসেনি তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝানো যাবে না। মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ একবার যিয়ারত করলে মনে হবে বার বার সেখানে যাই এবং দুনিয়াদারী ভুলে আল্লাহ্‌র ঘরের কাছেই থেকে যাই। এখানকার আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা নৈসর্গিক ব্যাপার, যা আপনাকে পারলৌকিক জগতের দিকে টেনে নিতে চাইবে। সামর্থ্যবান পুরুষ/মহিলাদের শারীরিক সামর্থ্য থাকতে থাকতে অন্ততঃ একবার ফরয হজ্জটা তাড়াতাড়ি পালন করা উচিত।

পরস্পরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাতকারটি শেষ হয়।

টেলিফোন নম্বর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কার্যালয় (*আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী*) -এর টেলিফোন নম্বর- (০৭২১) ৭৬১৭৪১।

চিকিৎসা জগৎ

শান্তি পাচ্ছি না

*-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী**

আল্লাহপাক এই পৃথিবীতে মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। আর মানুষের শান্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য জীব-জন্তু। দান করেছেন অসংখ্য নে'মত। অথচ 'শান্তি পাচ্ছি না' এটা আবার কি রোগ? হ্যাঁ, এই রোগ ও রোগীর সংখ্যা বর্তমানে অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠকবৃন্দ! একটু ধৈর্য সহকারে এই রোগ ও এর লক্ষণ গুলো বুঝার চেষ্টা করবেন।

একদিন আমি আমার চেম্বারে বসে আছি। এমন সময় ৫০ বৎসর বয়স্ক জনৈক রোগী এসে সালাম দিলে বসতে বললাম। তিনি অত্যন্ত বিষণ্ন মনে চেয়ারে বসে ছট্‌ফট্ করছিলেন। প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে? উত্তর এল, শান্তি পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলাম, সংসারে বড় অভাব, না ছেলে-মেয়েরা দেখতে পারছে না? চাচী মা বুঝি নেই? তিনি বললেন, আছে। আমি বললাম, তবে চাচী মার তরফ থেকে কোন অসুবিধা? জিন-ভূতের কোন আছর? কোন সম্পদ হাতছাড়া হওয়া? রাজনীতিতে পরাজয়? উত্তর এল, না। তবে অসুবিধা কি? পূর্বের ন্যায় পুনরায় বললেন, শান্তি পাচ্ছি না।

এবার পার্শ্বে রাস্তার বাল্‌বটা দেখিয়ে বললাম, বাল্‌বটা ঐখানে কি জন্য দেওয়া হয়েছে? বললেন, মানুষের শান্তির জন্য। রাতে চলতে সুবিধা হবে তাই। আপনার বাড়ীতে কি এরূপ ব্যবস্থা করেছেন? উত্তর দিলেন, না। বললাম, রাস্তার পার্শ্বে মানুষ গাছ লাগিয়ে থাকে, যাতে মানুষ ও জীব-জন্তু আরাম পায়। এরূপ কতটা গাছ লাগিয়েছেন? মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতালে মানুষ ফ্যান দিয়ে, টিউবওয়েল বসিয়ে শান্তির ব্যবস্থা করে থাকে। আপনি এরূপ কিছু করেছেন কি? ফসলের ওশর, সম্পদের যাকাত ঠিকমত আদায় করেন কি? সবগুলোর উত্তর এল, না। এবার একটু কঠোরভাবে বললাম, দাপাচ্ছেন কেন? ৫০ বৎসর যাবৎ আপনার দ্বারা কোন জীব-জন্তু বা মানুষের শান্তির ব্যবস্থা হ'ল না, আল্লাহ্‌র কি দায় পড়েছে যে, আপনার শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। আর তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য' *(আলে ইমরান ১১০)*। অথচ আমার আপনার দ্বারা দেশ, জাতি, সমাজ ও মানুষের কল্যাণ হবে না, এটা কি ঠিক হচ্ছে? তিনি বললেন, ডাক্তার ছাহেব, এগুলি তো ভাবি নাই। বললাম, এগুলি আমাদের ভাবা দরকার। আমাদের 'শান্তি নাই' নামক রোগের কারণ বুঝেছেন? এবার তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এবার আমি তার ব্যক্তিগত কিছু লক্ষণ জানার চেষ্টা করে যা পেয়েছি তা নিম্নরূপঃ-

(ক) ধাতুগত লক্ষণ (Constitutional Symptoms)

১. রস জনক ধাতুর ব্যক্তি বলে মনে হ'ল।
২. রসাল খাদ্য খেলে রোগ বৃদ্ধি পায়।
৩. দেহ স্থূল, কাল চুল, কাল চেহারা ও নোংরা দেহ।

(খ) চরিত্রগত লক্ষণ (Characteristic Symptoms)

১. প্রচুর পরিমাণ প্রস্রাব হওয়ার পরেও মূত্রনালীতে জ্বালা।
২. প্রচুর পরিমাণে প্রমেহ স্রাব।
৩. শরীরে ও প্রস্রাব দ্বারের আশে পাশে আঁচিল।
৪. সারা শরীর থেকে (মাথা ছাড়া) দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম।
৫. রাতে ও খাওয়ার পরে হলুদ রঙের পায়খানা।
৬. ভ্রান্ত বিশ্বাস, মনে হয় পেটের মধ্যে কোন জীব প্রবেশ করে নড়াচড়া করে।
৭. জোড়া হাঁচি হয়।
৮. রুটি ও মিষ্টি খাওয়াতে মুখ টক হয় ও মনের অশান্তি বাড়ে।

(গ) মানুষিক লক্ষণ (Mental Symptoms)

১. সব সময় দু'টি ইচ্ছা। কোন কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।
২. কেউ যেন তার পার্শ্বে বসে আছে।
৩. দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়ে গেছে।
৪. আর অসুখ ভাল হবে না।
৫. কবরে মানুষ কেমন করে আছে।
৬. সব সময় বিরক্ত ভাব। খাওয়ার প্রতি ইচ্ছা কম।
৭. প্রস্রাব শেষে মনে হয় আবার ২/১ ফোঁটা প্রস্রাব বের হবে।
৮. শরীরটা শূন্য বোধ হয়।
৯. সব বিষয়ে সন্দেহ। ঘরের দরজা বন্ধ করেও মনে হয় বরেনি।
১০. চাবি, টাকা সঙ্গে নিলেও মনে হয় নেয়নি।
১১. বদ্ধ ঘর বা প্রস্রাব পায়খানাতে গেলে মনে হয় মাথার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসাঃ

উপরোক্ত লক্ষণে তাকে হোমিও ঔষধ **'থুজা ২০০'** শক্তি প্রয়োগ করি এবং এক সপ্তাহ পরে সাক্ষাত করতে বলি। কথা মত তিনি এলেন। চেহারার মধ্যে আগের মত অতটা অশান্তির ভাব নেই। জানতে চাইলাম, মনের অবস্থা কেমন? মরার ভয় আর আছে? তিনি বললেন, কমে গেছে। তবে মুখের টক এখনও আছে। খাওয়ার প্রতি রুচি বেড়েছে। আপনার আদেশ নিষেধ গুলি মানার এবং শেষ জীবন পর্যন্ত মানুষের উপকারের চিন্তা করব ইনশাল্লাহ। পরবর্তীতে **'থুজা ১০,০০০'** শক্তি ঔষধ প্রয়োগে তিনি এখন পর্যন্ত শান্তিতে আছেন।

পরামর্শঃ কাঁচা পিয়াজ, রসুন, অতিরিক্ত মিষ্টি, পাকা কলা, ময়দার তৈরি খাদ্য খাবেন না। মাদকদ্রব্য পরিহার করুন। রোগ দেওয়ার ও সারানোর মালিক আল্লাহ। মানুষের শান্তির ব্যবস্থা করুন, আল্লাহপাক আপনার শান্তির ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ!

* মলি ফার্মেসী, তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

(ক) সম্রাট বাবরের মহত্ত্বঃ

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের ১ম যুদ্ধে বাবর দিল্লীর সম্রাট ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। ভারতের বাইরের মুসলিম সম্রাটগণ বহুবার ভারতের বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে বহু ধন-সম্পদ হস্তগত করে স্বদেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু সম্রাট বাবর এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। রাজা সংগ্রাম সিংহ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে বাবরকে বেশি শক্তিশালী হ'তে সময় দিতে চাইল না। সে বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হ'ল। ফলে বাবর আরো শক্তিশালী হ'লেন।

এক রাজপুত যুবক মনে করল, বাবরকে সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত যাবে না। ছদ্মবেশে থেকে তাঁর প্রাণ সংহার করতে হবে। যুবক বাবরের রক্তে জন্মভূমির পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইল। তাই সে ছুরিকা সহ ছদ্মবেশে দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাবরকে ছুরিকাঘাতে নিহত করাই তার একমাত্র ব্রত।

একদিন সে দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দেখতে পেল, জনগণ রাজপথ ছেড়ে যে যেদিকে পারে ছুটে চলেছে। রাজপথে পাগলা হাতী ছুটেছে। তারই ভয়ে জনগণের এই ছুটাছুটি। এদিকে পথে একটি শিশু পড়ে আছে। কেউ শিশুটিকে উদ্ধার করতে এগুচ্ছে না। সবাই হায় হায় করতে লাগল যে, শিশুটি হাতীটির পদতলে পড়ে পিষ্ট হয়ে মারা যাবে বলে। কে একজন শিশুটির দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নিরস্ত করা হ'ল। ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, ও মেথরের ছেলে।

এমন সময় জনতার ব্যূহ ভেদ করে কে একজন সাহসী ব্যক্তি ত্বরিৎগতিতে শিশুটিকে উঠিয়ে জনতার মাঝে মিশে গেলেন। হাতীটি হুংকার করতে করতে চলে গেল।

স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে যুবকটির মনে চিন্তার উদ্রেক হ'ল। উদ্ধারকর্তাকেও সে চিনতে পারল। তিনিই সে ব্যক্তি যাঁর প্রাণ সংহার করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুবকটি তৎক্ষণাৎ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্থির করল যে, সে বাবরের কাছে তার পরিচয় দিয়ে তার দিল্লীর রাজপথে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে। পরিণাম যাই-ই হৌক। তাই সে ধীরপদে বাবরের সামনে এল এবং লুক্কায়িত ছুরিকা বের করে বাবরের সামনে রাখল। অতঃপর বলল, এই ছুরিকাঘাতে আমি আপনার প্রাণ নাশ করতে চেয়েছিলাম। আমি আপনার মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি উপলব্ধি করলাম, প্রাণ নাশের চেয়ে প্রাণ রক্ষা করাই মহৎ কাজ। বাবর যুবককে বুকে টেনে নিলেন এবং তাকে তাঁর দেহরক্ষী পদে নিয়োজিত করলেন।

(খ) জিহ্বার শক্তিঃ

জনৈক সম্রাটের এক অতি বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। অনুচরটি দীর্ঘদিন ধরে সম্রাটের খেদমত করে বিশ্বাস ভাজন হয়েছে। তার আচরণে সম্রাট মুগ্ধ হয়ে তাকে একটি এলাকার শাসন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তাকে সে দায়িত্ব দেওয়ার আগে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই তিনি অনুচরকে বললেন, 'তুমি আমাকে সবচেয়ে ভাল কিছু রান্না করে খাওয়াও'।

অনুচরটি বাজারে গেল। সম্রাটকে সবচেয়ে ভাল জিনিষ রান্না করে খাওয়াবে বলে সে দোকানে দোকানে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল গরুর জিহ্বা। আর একেই সবচেয়ে ভাল জিনিষ সাব্যস্ত করে এনে সে রান্না করে সম্রাটকে খাওয়াল।

কিছুদিন পর সম্রাট তাকে পুনরায় আদেশ করলেন, 'এবার তুমি আমাকে সবচেয়ে খারাপ জিনিষ রান্না করে খাওয়াও'। অনুচরটি বাজার থেকে এবারও গরুর জিহ্বা এনে সম্রাটকে রান্না করে খাওয়ালো। খাবার পর সম্রাট তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি সবচেয়ে ভাল জিনিষ হিসাবে গরুর জিহ্বা খাওয়ালে, আবার সবচেয়ে খারাপ জিনিষ হিসাবে একই বস্তু খাওয়ালে' এর কারণ কি? সে উত্তর দিল, 'আপনি এই জিহ্বার সাহায্যে কারো প্রশংসা করতে করতে তাকে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে পারেন। আবার নিন্দা করতে করতে অসম্মানের একেবারে নিম্নস্তরে নামাতে পারেন'।

সম্রাট বুঝলেন, কথাটি একদম সত্য। পরীক্ষায় অনুচরটি পাস করে গেল। ফলে তাকে একটি এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হ'ল।

* সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ- বান্দাইখাড়া, যেলা-নওগাঁ।

সরকার অনুমোদিত অর্ধশত বছর ধরে আধুনিকতার শীর্ষে বহু প্রশংসিত একটি নাম

ইষ্টার্ণ টেকনিক্যাল ওয়ার্কস এণ্ড আর্মস ষ্টোর্স

এখানে নতুন পুরাতন বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার, এয়ারগান ইত্যাদি সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং বহু প্রশংসা প্রাপ্ত দক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক প্রযুক্তিতে হুবহু কাঠের বাট ও খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী এবং কেমিকেল কালার ও নিখুঁত মেরামত করা হয়।

যোগাযোগঃ ই-১৪৫, হাতেমখাঁন, (বর্ণালী সিনেমার পিছনে আহলেহাদীছ মসজিদের নিকট)
রাজশাহী-৬০০০ ফোনঃ ৭৭১৪৮২।

দো'আ প্রার্থী

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক *মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম* দীর্ঘদিন যাবৎ প্যারালাইসিস ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী সহ সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

[আমরা ভাই শফীকুল ইসলামের জন্য দো'আ করি। আল্লাহ যেন তাঁকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন। -সম্পাদক]

মুখবন্ধ! মুখবন্ধ!

আপনি জানেন কি? আপনাদের প্রিয় মাসিক আত-তাহরীক এখন এক বৎসরের ১২ কপি এক সঙ্গে বাইণ্ডিং আকারে পাওয়া যাচ্ছে। ১ম ও ২য় বর্ষের দু'টো ভলিউমের জন্য আজই আপনার নিকটস্থ এজেন্টকে বলুন। অথবা মানি অর্ডারে টাকা প্রেরণের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করুন।

মূল্যঃ প্রতি ভলিউম ১২০/= টাকা।

দো'আ

২৯. স্বপ্ন দেখলে দো'আঃ

(ক) স্বপ্নে ভীত হয়ে জেগে উঠলে পড়বে-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ –

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শার্রি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়া-ত্বীনি ওয়া আঁই ইয়াহযুরূনি।

অনুবাদঃ আমি আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও প্রতিশোধ এবং তাঁর বান্দাদের ক্ষতিকারিতা হ'তে এবং শয়তানদের প্ররোচনা ও আমার নিকটে তাদের উপস্থিতি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে ভালবাসে, সেটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও অন্যের নিকটে বর্ণনা করে। আর যদি অপসন্দনীয় কিছু দেখে, তাহ'লে সে যেন তার ক্ষতি হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করে অর্থাৎ 'আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' পড়ে এবং কারু সাথে না বলে। ঐ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[২]

(গ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যখন তোমাদের কেউ খারাব স্বপ্ন দেখে, যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন বাম দিকে তিনবার থুক মারে এবং তিনবার আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম পড়ে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে'।[৩]

৩০. শয়তান তাড়ানোর দো'আঃ

যখনই মনের মধ্যে শয়তানী ধোকার উদ্রেক হবে, তখনই পড়বে- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিল্লা-হিস সামী'ইল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীমি মিন হামযিহী ওয়া নাফ্-খিহী ওয়া নাফছিহী।

অনুবাদঃ আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ বিতাড়িত শয়তান হ'তে, তার প্ররোচনা হ'তে ও তার ফুঁক হ'তে'।[৪]

(খ) অনেক সময় বনে-জঙ্গলে বা দেওয়ালের অপর পার্শ্ব হ'তে অদৃশ্য আওয়ায পাওয়া যায়, অথচ কিছুই দেখা যায় না। এগুলিকে শয়তানের উৎপাত মনে করলে এই সময় 'আযান' দেওয়া যায়। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'শয়তান পালিয়ে যায়, যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয়'।[৫]

৩১. সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁকের দো'আঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় নাতি হাসান ও হোসায়েন (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে ফুঁক দিতেন ও বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক্ব (আঃ)-কে এই দো'আ পড়ে ফুঁক দিতেন- أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ–

উচ্চারণঃ আ'উযু বি কালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন কুল্লে শায়ত্বা-নিউঁ ওয়া হা-ম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লে 'আয়নিন লা-ম্মাতিন।

অনুবাদঃ আমি আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল শয়তান হ'তে ও হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু এবং সকল মন্দ চক্ষু হ'তে।[৬]

এই সময় দংশিত বা যখমী স্থানে হাত রাখা, নিজ থুথু লাগানো, মাটিতে থুথু মিশিয়ে ক্ষতস্থানে শাহাদাত অঙ্গুলী রাখা, বিচ্ছু কাটলে সেখানে লবন মিশ্রিত পানি দেওয়া এবং সূরায়ে কাফিরূন, সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাত বুলানোর কথা হাদীছে এসেছে। একইভাবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে সর্পদংশিত স্থানে থুক মেরে বিষ নামানোর প্রমাণ হাদীছে এসেছে।[৭]

৩২. রোগী পরিচর্যার দো'আঃ

রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে নিম্নের দো'আ পড়বে-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا –

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'সা রব্বান্না-সি, ইশ্ফি আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আন লা ইয়ুগা-দিরু সাক্বামান।

অনুবাদঃ কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত। যে আরোগ্য ধোকা দেয়

---

১. তিরমিযী, সনদ হাসান।
২. আহমাদ, সনদ ছহীহ।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আল-আযকার পৃঃ ৩৪।
৪. আবুদাঊদ, সনদ হাসান; আযকার পৃঃ ৭৪।
৫. মুসলিম, আযকার পৃঃ ৭৫।
৬. বুখারী, আযকার পৃঃ ৭৫।
৭. ঐ পৃঃ ৭৬-৭৭।

না কোন রোগীকে।[৮]

৩৩. ব্যথা দূরীকরণের দো'আঃ

উছমান বিন আবিল 'আছ (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর থেকে দেহের এক স্থানে ব্যথার কষ্ট ভোগ করতেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করলে তিনি বলেন, ব্যথার স্থানে হাত রেখে তুমি তিনবার 'বিসমিল্লা-হ' বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবে।

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

উচ্চারণঃ আ'উযু বেইযযাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যির।

অনুবাদঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে ঐসবের ক্ষতিকারিতা হ'তে, যা আমি ভোগ করছি ও আশংকা করছি'।[৯]

তিনি বলেন যে, এটা করায় আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করে দেন।

(খ) মা 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'দৈহিক কোন কষ্ট পেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে নিজ দেহে বুলাতেন'।[১০]

৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩০।

৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩।

১০. মুসলিম, আযকার পৃঃ ৭৬।

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ **নূর মহল বেগম**

ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

কবিতা

ঈমানী শক্তি

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
রাজপুর, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ঈমানী শক্তি হ'ল যে বিলীন, দুর্বল হ'ল মন,
আপনারে বিলাল ভ্রান্ত বিশ্বাসে এ ভবে অনেকজন।
পড়ল সাড়া এ ধরার মাঝে হ'বে নাকি ক্বিয়ামত,
নেই নাওয়া-খাওয়া, চোখে নেই ঘুম, জাগরণ সারা রাত।
বিদেশ যাবে, পারেনিক যেতে, মায়ের করুণ কথায়,
বলল মা, যাসনে খোকা মরব সকলে হেথায়।
পরীক্ষা দিবে কেউ, অথচ আসেনি পরীক্ষার হলে,
মরতেই হ'বে তো মরব একসাথে, মা-বাবা-বোন বলে।
মরতে হ'বে তাই খেয়েছে কেউ, জীবনের শেষ খানা,
মরণের ভয়ে উপোস ছিল কেউ তিনদিন একটানা।
জুম'আর দিনে মসজিদে গেল ফিরেনি সেদিন ঘরে,
ক্বিয়ামত হোক থাকতে হেথায়, এটাই কামনা অন্তরে।
ভাবেনিকো কেউ কে দিল তাদের ক্বিয়ামতের এই হিসাব,
পাইল কোথায় এ আজব কথা, কেমন তাদের ইনসাফ?
মোদের প্রভূ দেয়নিকো জ্ঞান, ক্বিয়ামত হ'বে কবে?
রাসূল (ছাঃ)-কে জানায়নি প্রলয়ের কথা, ঘটবে কখন ভবে?
জানল নাকি দেওয়ানবাগী পীর, জানল হিন্দু গণক,
শিরেকী কথায় বিশ্বাস আনল, নহে কথা উহা হক্ব।
ঈমানী শক্তি হ'ল বিলীন তাওহীদি বাণী গেল টুটে,
মানবের মনে বাঁধল বাসা, অন্ধ বিশ্বাসী জটে।
আযাযীল শয়তান করল দখল, মুমিনের স্থান আজ,
শিরকে হ'ল জর্জরিত, হারাল ঈমানী সাজ।
ভ্রান্ত নীতিতে বিশ্বাসী হয়ো না ঈমান মজবুতের লাগি,
তাওহীদ বাণী নিলে মেনে উঠবে বিশ্বাস জাগি।
হে প্রভূ! দাও মোদের শক্তি, আনি যেন পূর্ণ ঈমান,
পড়িনা যেন ভ্রান্ত বিশ্বাসে, মানি সুন্নাহ-কুরআন।

***

আজব দেশ

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, রাজশাহী।

আজব দেশের আজব কথা বলতে লাগে ভয়
বলতে গিয়ে অবশেষে কখন কিবা হয়।
সত্য কথা বলতে হেথায় নিত্য জাগে ভীতি
উল্টো আইন উল্টো ক্বানূন উল্টো নিয়ম নীতি।
ভাল কথার প্রচার শুধু করে মন্দ কাজ
মন্দ লোকের গায় জড়িয়ে ভাল লোকের সাজ।
গাঁয়ের মাঝে প্রধান মোড়ল তারাই মাতব্বর
দুর্নীতিবাজ মদ্য-মাতাল টাকা আছে যার।

জ্ঞান-গরিমার লেশ নাহিক মূর্খ সেরা চাষা
অশ্লীল কথা ছাড়া কভু মানায় না তার ভাষা।
পাইক-পেয়াদা শাস্ত্রী-সেপাই আইন-আদালত
জজ-ব্যারিষ্টার হাকিম-উকিল রয়েছে আলবৎ।
সত্য কথা বুক ফুলিয়ে বলতে লাগে ভয়
টাকা দিয়ে আচার-বিচার আইন বিক্রি হয়।
আজব দেশের যথাতথা ঠকবাজী আর ফাঁকি
বিশ্বে তারা বদনামী আর তাইতে অচল মেকি।
নারীরা হয় দারোগাবাবু পুরুষ চৌকিদার
নত শিরে হুকুম মানে ডাকে স্যার স্যার।
শিক্ষকেরা ছাত্র দেখে ঠকঠকিয়ে কাঁপে
পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকে নিজের আয়ু মাপে।
হাসপাতালে রুগী মরে ডাক্তার খায় দাওয়া
ফ্লোরে পড়েই কত রুগীর বেরিয়ে যায় হাওয়া।
চোরের বন্ধু পুলিশ হেথায় তাইতো চোরের জ্বালা
এ দু'জনের অত্যাচারেই হাড় করে দেয় কালা।
ঘুষ ছাড়া নাই চাকরি-বাকরি, সূদ ছাড়া নাই ঋণ
সাধুর তরে কাল রাত্রি চোরের হেথায় দিন।
অশান্তির এক জেলখানা তাই নেইকো মুখের লেশ
ভূমণ্ডলে আছে এমন আজব একটি দেশ।

***

কলমী জেহাদ

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী
অধ্যক্ষ,
ফুলবাড়ী ইশা'আতে ইসলাম
সালাফিইয়াহ, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

আন্দোলন বাংলা ভাষায় আত-তাহরীক আরবীতে
তহবীল যার কুরআন-হাদীছ ছড়িয়ে দিবে বাংলাতে।
তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী আহলেহাদীছ আন্দোলন
হতে পারে বাংলাদেশে তাক্বলীদের বিস্ফোরণ।
রীক্ত হবে ফের্কা যত সম্বল কারো থাকবে না,
কলমী জিহাদ আত-তাহরীককে আমরা কভু ভুলবনা।

***

তুমি এলে বলে

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
গ্রাম- রঘুনাথপুর
পাংশা, রাজবাড়ী।

তুমি এলে বলে মরুভূ ধূসর আকাশ
যেন ফিরে পেল প্রাণ
কেটে গেল জাহেলী যুলমাত।
তুমি এলে বলে পঙ্কিল এ পৃথিবীর
যত অনাচার হ'ল অবসান,
পেল সবে শান্তির মুলাকাত।
বৈরাগ্য সাধন ছেড়ে শান্তির দূত হয়ে
গেয়ে গেলে আজীবন
জান্নাতী আহ্বানে মুক্তির বাণী
তোমার চেতনায় উজ্জীবিত
বিদগ্ধ মাখলূক্ব কলুষিত মন
মুছে দিল দিল্ হ'তে সকল গ্লাণী।
তুমি এলে বলে নাখোশ এবং প্রকম্পিত
বিতারিত চির অভিশপ্ত
নরকের কীট শয়তান আযাযীল
জাহেলিয়াতের খপ্পরে যারা
তোমাকে জ্বালায়, শেষটায় অনুতপ্ত
হয়ে তোমারই দ্বীনে হয় শামিল।
পরিপূর্ণ পঙ্কিলতায় জরাজীর্ণ পৃথিবীর
যত জ্বিন ইনসান
পূণ্য জ্ঞানে ধন্য হ'ল পেয়ে পাক কালাম।
আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলে যত ছিল নবী-রাসূল
অলিয়ে কামেল যত পয়গাম্বর
সকলের মধ্যমণি তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)
যুগে যুগে কালে কালে হাযার শতাব্দী ধরে
আসমানী কিতাবে তার পেয়েছি খবর
সবার কামনা ছিল হ'তে উম্মত।
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পরে মানুষের দ্বারে দ্বারে
প্রতি ঘরে বিজয় টিকা
সত্যের বারতায় বহে বেহেশতি হাওয়া
তোমার ইশারাতে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়
পূর্ণিমার পূর্ণ সফেদ চাঁদ
রেখে গেলে সত্যের নিদর্শন
আল্লাহ্র অশেষ করুণা আশীষ
তোমারই উপর হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)
জান্নাতুল ফেরদাউসেও হৌক বর্ষণ।

***

মুক্তির পথ

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
সহকারী দপ্তর সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন, ঢাকা যেলা।

হে মুসলিম!
আজি কেন তুমি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, অবশ, কাতর,
কাফনের কাপড় পরে মুখ বুজে হয়েছ পাথর।
তুমি যে সৃষ্টির সেরা, শ্রেষ্ঠ সব কাজে,
অক্ষয় স্বাক্ষর তার সারা বিশ্ব মাঝে।

দৃপ্ত শপথ ভরা মুক্তি দিশারী তান,
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে অহি'-র বিধান
যে মুক্তির পথ দেখালেন শেষ নবী
গাফেল তুমি ভুলিয়া গিয়াছ সবি।
শত বেদুঈন মূর্তিপূজারী
ঈমান এনে দলে দলে,
বুকে হিম্মত বজ্র শপথ
জীবনের প্রতি পলে।
তোমার চোখে কেন আজি তপ্ত অশ্রুজল
পুত্র হারা মায়ের মত নিত্য অবিরল।
ঝেড়ে ফেল আজ ঘুম ঘুম ভাব
খুলে ফেল তন্দ্রা-ঠুলি
জাগো! জাগিয়ে তোল!
উচ্চ হাঁকি নবীর বুলি।
পাবে পথ কঠিন শপথ
নবীর হ'বে না ভুল।

***

জাগরণী

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
শিবপুর, সরিষাবাড়ী
জামালপুর।

ঐ শোন ঐ নাদান মূর্খ
রইলি কেন ঘুমের ঘোর
ছহীহ হাদীছের ঢাক বাজিয়ে
বাইরে হয়েছে ভোর॥
ঘুমের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে
থাকবি কত কাল,
অন্ধ ঘরে দস্যু ঢুকে
লুটিয়ে নিবে মাল
কাঙ্গাল হয়ে বসে রইবি
রিক্ত হাতে তোর॥ .... ঐ
ছালাত-ছিয়াম ধ্বংস হ'ল
করলি কত কষ্ট,
হজ্জ-যাকাত, দান-খয়রাত
সবই হ'ল নষ্ট,
ছহীহ হাদীছ না বুঝিয়া
বৃথা জীবন তোর।
ওরে বাইরে হয়েছে ভোর
চেয়ে দেখ বাইরে হয়েছে ভোর।.... ঐ

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❒ **বারিল্যা দাখিল মাদরাসা, মান্দা, নওগাঁ থেকেঃ** মুসাম্মাৎ মারযীনা খাতুন, ফাইমা খাতুন, শেফালী খাতুন, আম্বিয়া খাতুন, মুরশিদা খাতুন, মা'রূফা খাতুন, রোযীনা খাতুন, কাজল রেখা, মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, ওয়াহ্হাব আলী, আফযাল হোসাইন, পারভীন আখতার ও শামীমা আখতার।

❒ **বায়তুল আমান জামে মসজিদ, কাযিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকেঃ** ফারহানা ইসলাম, বর্জিতা আখতার, মাকছূদা আখতার, তারানা তাসনীম, মুছবাহ আলিম, আবদুল ওয়াহিদ ও আবূ ছালেহ।

❒ **পবা উপজেলা, রাজশাহী থেকেঃ** আহসান হাবীব ও আবু সাঈদ।

❒ **সূর্যকণা কিণ্ডার গার্টেন, বেলদারপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** মেহনাজ হোসাইন, সাজ, গোলাম মাওলা, সনী, ফাহীমা সুলতানা, রুহীত খান, জুবায়ের মুন্না, সাখাওয়াত হোসাইন, পাভেল, মারিয়া ফেরদাউস, খাদীজাতুল কুবরা, সাজেদা পারভীন, নিখাতে জান্নাত বিনতে জিন্নাহ, সুস্মিতা শারমীন, নাসরীন পারভীন, মুহাম্মাদ ইউসুফ, ইমরান আহমাদ, মাহমূদুন্নবী, মুমিন, শাহনেওয়াজ ফিরোয, নুশরাত ফাহমীদা, আফিয়া তাসনীম, মেরীনা পারভীন, শারমীন সুলতানা, ইফ্ফাত তানজুম, যাকিয়া পারভীন ও ফারহাত।

❒ **বহুমুখী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** শামীমা সুলতানা।

❒ **শামসুননাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হাতেমখাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** ফাহমীদা, তৃষা শিউলি, লিজা, অন্তু, মুনমুন, রাখি, শিউলি আখতার, শারমীন আখতার, সুম্পা, সোনিয়া সুলতানা, আইরিন, সিমু, রাফাত, ফরহাদ, সাকিল, শান্ত, পিয়াল, মিতুল, রাতুল, লিটন, অনিক, সজীব, তানভীর, সাব্বির ও সানজীদ।

❒ **খুরমা, ছাতক, সুনামগঞ্জ থেকেঃ** জুনুয়ারা বেগম।

❒ **গাবতলী, বগুড়া থেকেঃ** মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণীজগত)-এর সঠিক উত্তর

১. নীল তিমি।
২. ৩০ মিঃ দৈর্ঘ্য। ওজন ২৫০০ পাউণ্ড।

৩. ৩২ কিলোমিটার।
৪. ৯০০০ পাউণ্ড।
৫. ওজন অর্ধ টন ও রক্ত ৮ টন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা আছর।
২. (ক) কিতাব- গ্রন্থ (খ) নূর- আলো (গ) হিকমাহ-জ্ঞান (ঘ) মাজীদ- সম্মানিত ও (ঙ) ফুরক্বান -সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী।
৩. বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ। ২৯ টি।
৪. ৬টি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরায় বিসমিল্লাহ নেই এবং কোন্ সূরায় দু'বার বিসমিল্লাহ আছে?
২. কোন্ সূরায় একটি আয়াত বহুবার সন্নিবেশিত আছে এবং সেটি কতবার?
৩. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পঠিত গ্রন্থ কোনটি? এবং কোন গ্রন্থের মুখস্থকারীর সংখ্যা সর্বাধিক?
৪. এমন দু'টি সূরার নাম বল, যা ঐ সূরার মধ্যে নেই?
৫. 'ফাতিহা' শব্দের অর্থ কি? এই সূরায় কয়টি শব্দ ও অক্ষর আছে?

চলতি সংখ্যার ধাঁ ধাঁ

১. আগে ফল পরে ফুল কোন গাছে ফলে,
সোনামণিরা উত্তর দিতে যেওনা যেন ভুলে।
২. জলে-স্থলে এমন এক প্রাণী করে বাস
জেগে কাটে ছ'মাস ঘুমিয়ে কাটে ছ'মাস।
৩. সোনার বরণ ছয়টি চরণ
পেট কাটলে তার হয়না মরণ।
৪. চার অক্ষরে এমন দু'টি (পরিচিত) নাম চাই
প্রতি অক্ষরে আকার থাকা চাই।
৫. দু'অক্ষরে এমন দু'টি শব্দ চাই
প্রতি অক্ষরে 'ইকার' থাকা চাই।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(১৮১) কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, নীলফামারীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মতিয়ার রহমান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইন
পরিচালক ঃ মাওলানা যাকিরুল হক
সহকারী পরিচালকঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান।
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আসাদুযযামান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ সাখাওয়াত হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ ওয়াজেদ আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ ফাইযুল ইসলাম।

(১৮২) তালুকদার শৈলমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, নীলফামারীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আছগারুদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ফায়যুল হক
পরিচালক ঃ মাওলানা আব্দুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মনোয়ার হোসাইন
সহকারী পরিচালকঃ আবুল কালাম।
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ যাকারিয়া
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রুহুল আমীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ একরামুল হক
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম (২)।

(১৮৩) তালুকদার শৈলমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, নীলফামারীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ সোলায়মান হোসাইন
উপদেষ্টা ঃ আব্দুল হান্নান
পরিচালক ঃ মাওলানা আব্দুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ উম্মে কুলছুম
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ আইরিন আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ সুবর্ণা আখতার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ লাকী আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ নাযীরা খাতুন।

(১৮৪) মৌজা শৈলমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, নীলফামারীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল জাববার
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
পরিচালক ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।
কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সবুজ মিয়া
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবুবকর
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রমযান আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান।

(১৮৫) চাইপাড়া (বালক) শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রুবেল হোসাইন
সহকারী পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ওবায়দুল হক
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ দুলাল হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসাবুল হক
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রেন্টু মিয়া
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ হাফীযুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

(১৮৬) চাইপাড়া (বালিকা) শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ ববিতা খাতুন
সহকারী পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ফযীলা খাতুন
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ নার্গিস আরা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ সীমা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ শামীমা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ নীলুফা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ হাবীবা খাতুন।

(১৮৭) আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার (বালক) শাখা, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুযযাম্মিল হক
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সোহরাব
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সহকারী পরিচালকঃ আমীনুল ইসলাম
সহকারী পরিচালকঃ রহমতুল্লাহ।
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল আউয়াল
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ শাহীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আব্দুর রহমান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ আসাদুল্লাহ।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

(ক) গত ১৯শে এপ্রিল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁয়ে সোনামণি সংগঠনের উপর বিশেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুল ওয়ারেছ এবং নে'মতুল্লাহ্‌র কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণীর মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠনের উপরে আলোচনা রাখেন মাওলানা মুযযাম্মিল হক। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলমন্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ সম্পাদক এস,এম আব্দুল লতীফ।

(খ) গত ২৯শে এপ্রিল পাবনা যেলা আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণিদের সমন্বয়ে এক বিশেষ তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমায় সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

৩০শে এপ্রিল পাবনা যেলার খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৫টি সোনামণি শাখার সদস্যদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সোনামণি সংগঠনের উপর বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ আবদুর রাযযাক ও সোনামিণ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমান। একই দিনে সোনামণি পাবনা যেলা পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের নিয়ে সোনামণি সংগঠনের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক।

(গ) ১৭ই মে রোজ বুধবার বায়া উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী-এর হলরুমে সোনামণি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ৪টি শাখার ১০০ জন সোনামণিকে নিয়ে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। সোনামণি স্লোগান -এর উপর খুরশিদ আলম (সোহেল), প্রয়োজনীয় দো'আ শিক্ষার উপর সোনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক নযরুল ইসলাম, সোনামণি সংগঠনের উপর মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম ও সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব এবং সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ১৫ জন সোনামণিকে 'বই ও সোনামণি ব্যাচ' উপহার দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মাওলানা ছানাউল্লাহ। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সোনামণি বালিয়াডাঙ্গা শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ ইনতাজ আলী।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

খ্রীষ্টান বানানোর অপতৎপরতা

খ্রীষ্টান বানানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত 'ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশ' নামের এনজিও থেকে চাকুরিচ্যুৎ ৫শ' কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাওনা প্রাপ্তির আজও কোন কিনারা হয়নি। চাকুরিচ্যুৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের শরণাপন্ন হয়েও কোন ফল পায়নি। তারা এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টান না হওয়ার কারণে কয়েক মাস আগে এদের চাকুরিচ্যুৎ করা হয়। তার আগে ৬ মাস ধরে এদের বেতন-ভাতা বন্ধ রাখা হয়। প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, এনজিওটি গত বছরের প্রথম দিকে নন-খ্রীষ্টান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খ্রীষ্টান বানানোর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী মার্চ মাসে সংস্থা-র কর্মরত সকলকে পুনরায় চাকুরির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে বলা হয়। ফরমে বর্ণিত ১৩টি শর্তের মধ্যে কয়েকটি শর্ত ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম পালন ও খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কিত। ৭ নং শর্তটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ শর্তে বলা হয়, চাকুরী প্রার্থীকে অবশ্যই নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান হ'তে হবে। যারা এই শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তাদের আবেদন বাতিল করে দেয়া হয়। এভাবে কৌশলে পূর্বে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিল এমন ৫শ' কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুৎ করা হয়। চাকুরিচ্যুৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে।

প্রসঙ্গত 'ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশে'-এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। ১৯৭০ সালে এই এনজিওটি সেবার নামে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে এনজিওটি দেশের দরিদ্রতম এলাকাসমূহ বিশেষতঃ উপজাতীয় জনবসতি এলাকাগুলোকে তার কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। এনজিওটি বর্তমানে দেশের ৩৫টি এলাকায় তথাকথিত এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও ওয়ার্ল্ডভিশন সেবা ও ত্রাণ কাজে অংশ নিয়ে থাকে। শিক্ষার নামে দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতঃ তাদেরকে খ্রীষ্টান বানানোর চক্রান্ত চালাচ্ছে। বর্তমানে ১ লাখ শিশু এর প্রোগ্রামের আওতায় রয়েছে। এনজিওটির ফাণ্ড সরবরাহ করে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড সহ ১২টি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও এনজিওটি আরও কয়েকটি দরিদ্র দেশে একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

চার মাসে দেশে ৯১৩ জন খুন

বর্তমান বছরের গত চার মাসে সারাদেশে বিভিন্ন ঘটনায় ৯১৩ জন খুন ও ২০০৬ জন নিহত হয়েছে। এ সময় ১৩ হাযার ২৪৯ জন আহত হয়েছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো (বিএইচআরবি) নামের একটি মানবাধিকার সংগঠনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

বিএইচআরবি'র রিপোর্টে বলা হয়, সারাদেশে ২৮৩টি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২১ জন খুন ও ১৮৩ জন আহত হয়েছে। ডাকাতির ঘটনায় ৬৮ জন খুন ও ৪৪৪ জন আহত হয়েছে। একই সময়ে ধর্ষণের শিকার হয়ে খুন হয়েছে ২৭ জন, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় খুন হয়েছে ৫৩ জন ও আহত হয়েছে ৩৯ জন। গ্রুপিং ও বিভিন্ন সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন হয়েছে ৩০ জন ও আহত হয়েছে ৯৪৯ জন। চাঁদাবাজির ঘটনায় খুন ৩৭ জন ও আহত হয়েছে ৫৬ জন, গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে ৩৬ জন ও আহত হয়েছে ৬১ জন।

হলুদ বৃষ্টি!

পটুয়াখালী যেলার মঠবাড়িয়া উপযেলার তুষখালী গ্রামে গত ১লা মে ২০০০ হলুদ বৃষ্টি হয়েছে। এতে এলাকাবাসীর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা জানান, গ্রামের আধা বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী ঐ বৃষ্টিতে ভেজা লোকজনের গায়ের পোশাক হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এতে সবার মাঝে এক অজানা আশঙ্কা দেখা দেয়। তবে কারো কোন ক্ষতি হয়নি।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা-র সদস্য নির্বাচিত

গত ৩রা মে ২০০০ বাংলাদেশ জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদ সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা-র সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সরকারীভাবে প্রাপ্ত এক তথ্যে এ খবর জানা যায়। সংস্থা গুলো হচ্ছে কমিশন অন পপুলেশন, কমিশন কর স্যোসাল ডেভেলপমেন্ট ও ইনস্ট্রা বোর্ড অব ট্রাস্টি।

৯১৮টি গ্রামে আর্সেনিকের মাত্রা ভয়াবহ পর্যায়ে

দেশের ৯১৮টি গ্রামের খাবার পানির উৎসে আর্সেনিকের মাত্রা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে এক জরিপ রিপোর্টে জানানো হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পাঁচ বছর গবেষণার পর জরিপে দাবী করা হয়েছে, বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই আর্সেনিকের ভয়াবহতা সবচেয়ে তীব্র। ঢাকা ইউনিটি হাসপাতাল ও ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা স্কুলের গবেষকরা সম্প্রতি এই জরিপ পরিচালনা করেন।

বিশেষজ্ঞরা তাদের জরিপ রিপোর্টে বলেছেন, বিশ্বের যে ২০টি দেশে আর্সেনিকের দূষণ ধরা পড়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশে এর ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশী। রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের ৬৪টি যেলার ২২ হাযার ৩টি নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। গবেষকরা জানান, আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামগুলোর প্রায় ১১ হাযার লোকের চুল, নখ, মূত্র ও চর্মের নমুনার উপর পরীক্ষা চালিয়ে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী লোকের চুল, নখ ও মূত্রে আর্সেনিক পাওয়া গেছে এবং এর মাত্রা আশঙ্কাজনক।

ডঃ মোহর আলীর 'কিং ফয়ছাল' পুরস্কার লাভ

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ডঃ মোহর আলী ইসলামী শিক্ষার উপর অনন্য সাধারণ অবদান রাখার জন্য 'কিং ফয়ছাল' আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার লাভের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জন্য এক বিরল আন্তর্জাতিক গৌরব অর্জন করে আনেন। অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী তাঁর ৪ খণ্ডে রচিত 'বাংলার মুসলমানদের একটি ইতিহাস' গ্রন্থটির জন্যই এই পুরস্কার লাভ করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ আল-ওছায়মিন বলেন, ডঃ মোহর আলীর গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে এর মৌলিকত্ব ও গভীরতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা। গ্রন্থটিতে লেখকের ব্যাপক গবেষণা এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে ২ লাখ ডলার, ২৪ ক্যারাটের ২শ' গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক ও সনদ মাত্র। পুরস্কার গ্রহণ করে তিনি শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং শান্তি ও মানবতার পথ সুগমের জন্য 'কিং ফয়ছাল ফাউণ্ডেশন'কে ধন্যবাদ জানান। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ মোহর আলীর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থায়ন করেছে।

যৌথ সামরিক মহড়ার নামে বাংলাদেশের নদীপথ, ভূ-প্রকৃতি ও গোপন স্থাপনার ছবি তুলে নিয়ে গেলেন ভারতীয় সেনা সদস্যরা

সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সামরিক মহড়ার আড়ালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য কর্তৃক প্রকাশ্যে উত্তরাঞ্চলের নদ-নদী ও অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি ও ভিডিও গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, গত ১লা এপ্রিল 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী র‍্যাফট অভিযান' নামে নদী পথে একটি সামরিক মহড়া শুরু হয় ভারতের গ্যাংটক থেকে। তিস্তা নদীর উৎসমূলে শুরু হওয়া এই যৌথ মহড়ার লক্ষ্য ছিল নদীপথে নৌকা বেয়ে অর্থাৎ র‍্যাফটিং করে বাংলাদেশের তিস্তা নদী পথে মহড়া পরিচালনা করা। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি নিরীহ সামরিক মহড়া হ'লেও এর আড়ালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপকহারে পর্যবেক্ষণ চালানোই যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তা তাদের বিভিন্ন তৎপরতা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। জানা যায়, যৌথ মহড়া দলটি মিলিটারী ভার্সন নৌকা বা র‍্যাফট নিয়ে বাংলাদেশের নদী সীমানায় প্রবেশ করে গত ৬ এপ্রিল। সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে ভারতীয় দলটি নদী পথের ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ তথ্য দিয়ে সূত্র জানিয়েছে যে, তিস্তা নদীর কোথায় কত গভীরতা, তলদেশের প্রকৃতি কিরূপ, এর পাড় কতটুকু খাড়া-এসব অনুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন বিরতি লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি এ দলটি বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের প্রতিবাদের মুখেও অনেকটা ড্যামকেয়ার ভাবে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এ-টু-জেড ছবি ক্যামেরা ও ভিডিওবন্দী করে। এতে সরকারী পর্যায়ে গা-ছাড়াভাব দেখে পরবর্তী সময়ে কেউ আর বাধা দিতে উৎসাহবোধ করেননি বলে সূত্রটি জানায়।

এদিকে এভাবে আমাদের নদী পথ, ভূখণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর স্থাপনার ছবি ও ভিডিওকরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষক মহল একাধারে চরম ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের মত হ'ল, ভারত স্যাটেলাইট দিয়ে বা গুপ্তচর পাঠিয়ে যেসব তথ্য প্রত্যক্ষভাবে কখনই সংগ্রহ করতে পারত না, এখন যৌথ সামরিক মহড়ার আড়ালে সরকারের নাকের ডগায় বসেই সেসব তথ্য নিয়ে গেল নির্বিঘ্নে, বীরদর্পে। এটি যেমন এদেশের গোপনীয়তাকে লঙ্ঘন করেছে, তেমনি স্বাধীন দেশ হিসাবে আমাদের মর্যাদাকেও খাটো করেছে মারাত্মকভাবে।

পবিত্র কুরআন শরীফের অবমাননা!

পবিত্র কুরআন অবমাননার আরো একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। খবরে প্রকাশ গত ১৬ই মে মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জ যেলার বেলকুচি থানার গোপালপুরের ঋষিপাড়ায় হিন্দুদের মহাপ্রভু ভোগ অনুষ্ঠানের কীর্তন আরতির সময় পবিত্র কুরআন শরীফের পাতা ছিঁড়ে মঞ্চে ফেলে দেওয়া হয় এবং পা দিয়ে মাড়ানো হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ৬টি বাড়ী ভাঙচুর করে ও মঞ্চ গুঁড়িয়ে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কুরআন শরীফের ৩টি ছেঁড়া পাতা উদ্ধার করে ও ২ জনকে গ্রেফতার করে।

[দেশে পবিত্র কুরআন শরীফের অবমাননা বিস্ময়কর ভাবে বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠন দ্বারা পবিত্র কুরআন আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কুরআন মজীদের পাতায় অশ্লীল কথা লিখন, ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ, পা দিয়ে মাড়ানো সহ বিভিন্ন ভাবে অপমানিত করা হচ্ছে কুরআন মজীদকে। *ন্যায়ের প্রতীক লাঠিধারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজ যেলায় এসব হচ্ছেটা কি? তাঁর হুমকি-ধমকি এক্ষেত্রে চুপসে যাচ্ছে কেন? জনগণের সরকার কি এর পক্ষেও মুখে তালা দিয়ে থাকবেন? -সম্পাদক*]

লাইব্রেরীর বহুমুখী ব্যবহার আমাদের করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক মানব কল্যাণে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত ২৪ মে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরীর উদ্যোগে "লাইব্রেরীর বহুমুখী ব্যবহারঃ আমাদের করণীয়" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ এ কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য

রাখেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ শমসের আলী। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ,জেড, এম শামসুল আলম, ব্যাংকের পরিচালক পরিষদের সদস্য খন্দকার মেছবাহুদ্দীন আহমাদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রঊফ আরও বলেন, আধুনিক চিন্তা-চেতনার আলোকে লাইব্রেরীকে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামসহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ শমসের আলী লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, ভাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হলে ভাল লাইব্রেরীয়ান থাকতে হবে। এই লাইব্রেরীতে অবশ্যই ইসলামী বই এবং ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রচুর বই-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক একটি মোবাইল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর বক্তব্যে বলেন, একটি হাসপাতালের চাইতে লাইব্রেরীর গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা হয় আর লাইব্রেরীতে মনের চিকিৎসা হয়। দেহ রোগাক্রান্ত হ'লে জাতি ধ্বংস হয় না। কিন্তু আক্বীদা ও বিশ্বাসে ঘুণ ধরলে ও নৈতিক ধ্বস দেখা দিলে জাতি বিধ্বস্ত হয়। তিনি আলোচ্য বিষয়ের উপরের সুনির্দিষ্ট পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করেন।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ,জেড,এম শামসুল আলম আগত অতিথি বৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে এই লাইব্রেরীকে ধীরে ধীরে আরো উন্নত করব। তিনি পাঠক যাতে আরো দ্রুত ও সহজে লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

ব্যাংকের পরিচালক পরিষদের সদস্য খন্দকার মেছবাহুদ্দীন আহমাদ পাঠকগণ যদি লাইব্রেরী থেকে জ্ঞান আহরণ করেন, ধারণ করেন এবং বিতরণ করেন তাহলেই আমাদের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে। তিনি ব্যাংকের সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি রেখে লাইব্রেরীর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রফেসর ডঃ হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সালাহুদ্দীন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর আলাউদ্দীন প্রমুখ। পরিচালক পরিষদের সদস্য ও মোহাম্মাদী হাউজিং এর চেয়ারম্যান সিরাজুদ্দৌলা ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খানসহ বহু শিক্ষাবিদ ও সুধীবৃন্দ উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ

জাপানের এক তৃতীয়াংশ স্কুলছাত্রের ইচ্ছা বাবা-মাকে পেটানো

জাপানের পিতা-মাতাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। সেখানকার হাইস্কুল ছাত্রদের এক-তৃতীয়াংশই বাবা-মাকে পেটানোর ইচ্ছা পোষণ করে। অন্যদিকে ছাত্রীদের এক-চতুর্থাংশ এ ইচ্ছা পোষণ করে। সরকারী এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে দু'হাযার উননব্বই জন ছাত্রের মধ্যে জরিপ চালানো হয়। জাপানে কিশোর অপরাধ সম্প্রতি মারাত্মক ভাবে বেড়ে গেছে। ৪ঠা মে ১৭ বছর বয়সী এক বালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে একটি বাস ছিনতাই করেছিল এবং সে সময় একজন যাত্রীকে সে তার লম্বা ছুরি দিয়ে আঘাত করায় তার মৃত্যু ঘটে।

আগুনে পুড়ে মন্ত্রীর মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী অগ্নিদগ্ধ হয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত এসএসকেএস হাসপাতালে গত ১লা মে ভোরে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে গত ৩০ই এপ্রিল রাতে চব্বিশ পরগনা যেলার ভাটপাড়া বাসভবন থেকে শতকরা ৯৫ ভাগ দগ্ধসহ গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গাঙ্গুলী ১৯৯১ সালে ভাটপাড়া আসন থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং জ্যোতিবসুর মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন।

জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পরলোকগমন

জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেইজো ওবুচি প্রায় দেড় মাস অচেতন থাকার পর গত ১৪ই মে পরলোকগমন করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি ১৪ই মে জাপান সময় বিকাল ৪-০৭ মিনিটে টোকিওর জুনতেনদো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মারাত্মক ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত ২রা এপ্রিল তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন।

৮৩৫ বছর কারাদণ্ড!

কলম্বিয়ার ভয়ঙ্কর খুনি লুইস আলফ্রেতো গারাভিটোকে ৮ থেকে ১৬ বছর বয়সী ১৮৯ জন বালককে খুনের দায়ে মোট ৮৩৫ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আদালত সূত্র জানায়, কলম্বিয়ার ৩২টি প্রদেশের ১১টি প্রদেশে কয়েকটি আদালতে ৩২টি পৃথক মামলার রায়ের ফলে তার শাস্তির মেয়াদ এত দীর্ঘ হয়েছে। রাজধানী বোগোটা থেকে ১১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভিলাভিসেনসিও শহর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে ১৪০ জন বালককে হত্যার কথা স্বীকার করে। একটি ছোট নোটবুকে সে

Contents

নিহতদের তালিকা রাখত। কর্তৃপক্ষ সাত মাস পর মোট ১৮৯টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জানতে পারায় গারাভিটো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষের খুনি বলে প্রমাণিত হয়। গারভিটো (৪২) চ্যারিটিওয়ার্কার, ভ্রাম্যমান বিক্রেতা, সাধু বা পঙ্গু ব্যক্তির ভান করে তার শিকারের কাছে পৌঁছত। গত অক্টোবরে তাকে গ্রেফতারের পর তার ছদ্মবেশের কথা জানা যায়।

কোহিনূর হীরক ফিরিয়ে দিতে বৃটেনের প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের আহ্বান

ভারতের পার্লামেন্ট সদস্যরা বৃটেনের কাছে থেকে মূল্যবান কোহিনূর হীরক ভারতের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার এক প্রচারাভিযান শুরু করেছেন। তারা বলেছেন, ঔপনিবেশিক শাসনামলে একজন ভারতীয় মহারাজার কাছ থেকে বৃটেন এটা জোর পূর্বক নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের রাজ্যসভার সদস্য ও বৃটেনে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার কুলদীপ নায়ার গত ১৬ই মে রয়টার্সকে বলেন, কোহিনূর হীরক ও অন্যান্য নিদর্শন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি রাজ্যসভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বৃটেন এসব হীরক ও অন্যান্য নিদর্শন ভারত থেকে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, কোহিনূর হীরকের বিষয়টি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করার জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছি। বৃটিশ কিউরেটর বলেছেন, কোহিনূর হীরককে বিশ্বের বৃহত্তম হীরক হিসাবে মনে করা হয়। তারা বলেছেন, একজন ভারতীয় মহারাজা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসককে এই হীরকটি দিয়েছিলেন। ভারত সরকার বলেছে, ঐতিহ্যগতভাবে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো অবশ্যই ভারতে থাকতে হবে।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মুসলিম জাহান

ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে রকেট হামলা

গত ১৩ই মে ইরাক বিরোধী ইরানপন্থী বিদ্রোহীরা বাগদাদে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে রকেট হামলা চালিয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিহত হয়। বিরোধী দলের একজন মুখপাত্র এ কথা জানান।

ইরাকে তেহরানভিত্তিক 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি সুপ্রিম কাউন্সিলে'র প্রধান মুহাম্মদ বাখের আল-হাকিমের ভাই আব্দুল আযীয আল-হাকিম জানান, ইসলামী প্রতিরোধ বাহিনী ভোর ৪টায় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ৯টি রকেট বর্ষণ করে। বাগদাদে ইরাকী সরকারের এক মুখপাত্র জানান, একটি আবাসিক এলাকায় ৮টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। এতে একটি শিশু নিহত এবং ৪জন আহত হয়। কুয়েতে সফররত হাকিম জানান, দলটি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানায়নি। তবে বাগদাদ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থলে কয়েকটি এ্যাম্বুলেন্স দেখা গেছে। হাকিম জানান, প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে এ সময় কিছু লোক নিহত হয়।

তেহরানে এসসিআইআরআই-এর কর্মকর্তা হামলার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, ইরাকী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকবে।

তুরস্কের নয়া প্রেসিডেন্ট

আহমেদ নেসদেত সিজার তুরস্কের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের পার্লামেন্ট ৫ই মে প্রধান বিচারপতি আহমেদ নেসদেত সিজারকে দেশের দশম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করে। সিজার ৫৫০ আসনবিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৩৩০টি ভোট লাভ করেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেভজাত ইয়ালসিনটাস পান মাত্র ১১৩ ভোট।

মিসরে তিন হাযার বছরের পুরনো সমাধি আবিষ্কার

মিসর ও অস্ট্রেলিয়ার একটি যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক দল কায়রোর দক্ষিণে চতুর্থ শতাব্দীর পাঁচটি সমাধি ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। মিসরের একজন সরকারী কর্মকর্তা ১৫ই মে এ খবর জানান। প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ক মিসরের উচ্চপরিষদের কর্মকর্তা মুহাম্মাদ আছ-ছগীর বলেন, প্রাচীন ম্যামফিসে খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাযার দু'শ বছরের পুরনো সমাধি ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ সমাধিস্থল মিসরের প্রথম রাজ বংশের রাজাদের সমাধিস্থলের চেয়েও পুরনো বলে মনে করা হচ্ছে।

সিরিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আত্মহত্যা!

সিরিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ জুবি তার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার রায়ের আগেই ২১মে আত্মহত্যা করেছেন। এক সপ্তাহ আগে তার সহায়-সম্পত্তি জব্দ করা হয় বলে রাজনৈতিক ও কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, দামেশক শহরের উপকণ্ঠে নিজ বাসভবনে অবস্থানকালে একজন পুলিশ কর্মকর্তা আদালতের সমন নিয়ে হাযির হ'লে তিনি নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। সূত্র আরও জানায়, সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানের অংশ হিসাবে সাবেক পরিবহনমন্ত্রী মুফীদ আব্দুল করীমকে ২১ মে পুলিশ গ্রেফতার করে। আত্মহত্যাকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুবি ১৯৮৭ সাল থেকে গত মার্চ মাসে পদত্যাগ করার আগ পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালন করেন। দু'সপ্তাহ আগে বার্থ পার্টির ন্যাশনাল কমাণ্ড থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়। পার্টির প্রাথমিক তদন্তে তার বিরুদ্ধে আইন অমান্য করার অভিযোগসহ জাতীয় অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়।

সঊদী আরব জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত

সঊদী আরব জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সঊদী আরব বলেছে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেন্স বিভাগের পরিচালক প্রিন্স তুর্কি বিন সঊদ বলেন, কিছু কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সঊদী আরবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার প্রশ্নে অন্যায় সমালোচনা সত্ত্বেও সঊদী আরব জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে'। উল্লেখ্য যে, 'অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' গত ২৮ মার্চ ২০০০ সঊদী আরবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল।

সঊদী আরব ৫৩ সদস্য বিশিষ্ট জেনেভাভিত্তিক 'মানবাধিকার কমিশনে'র সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এটি জাতিসংঘের প্রধান মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা। এই কমিশনে এশীয় দেশগুলোর জন্য সংরক্ষিত আসন গুলোর মধ্যে সঊদী আরব সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রতি ৪ জনে ১ জন মুসলমান

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। বিশ্বেও রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বাস। এদের বিকাশ প্রক্রিয়া আগে যেমন ঘটেছে, তেমনি এখনও ঘটছে। এর মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত খতিয়ান এখানে তুলে ধরা হ'লঃ ১৯৯৬ সালে বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১শ' ৪৮ কোটি ২৫ লাখ ৯৬ হাযার ৯২৫ জন। একই বছরে এশীয় অঞ্চলের মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১শ' ২ কোটি ২৬ লাখ ৯২ হাযার। ১৯৯৬ সালে আফ্রিকা অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪২ কোটি ৬২ লাখ ৮২ হাযার। অপরদিকে এ বছরে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫শ' ৭৭ কোটি ১৯ লাখ ৩৯ হাযার ৭ জন। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশই ছিল মুসলমান। বর্তমানে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে। জাতিসংঘের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ১৯৯৪-৯৫ সালে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৪ শতাংশ। একই সময়ে খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১.৪৬ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে বিশ্বের মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১শ' ৬৭ কোটি ৮৪ লাখ ৪২ হাযার। ধারণা করা হচ্ছে, চলতি বছরে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১শ' ৯০ কোটি ২০ লাখ ৯৫ হাযার।

আলোচ্য সময়ে ইসলামের বিকাশ ঘটে আমেরিকায় ২৫ শতাংশ, আফ্রিকায় ২.১৫ শতাংশ, এশিয়ায় ১২.৫৭ শতাংশ, ইউরোপে ১৪২.৩৫ শতাংশ, ল্যাটিন আমেরিকায় ৪.৭৩ শতাংশ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ২৫৭.০১ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে দেখা যায়, বিশ্বে জনসংখ্যার প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন মুসলমান।

রেড হার্ট
চাইনিজ ও কমিউনিটি সেন্টার

- বিয়ে সহ যে কোন অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা।
- বর কনে বসার আলাদা (ই.উ.) কক্ষ।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম।
- চাইনিজ থাই ও দেশী খাবারের সুব্যবস্থা।
- চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেট সরবরাহের সুব্যবস্থা।

সাজেদা প্লাজা
লক্ষীপুর, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭১৯৯৮
বাসাঃ৭৭৩৯৮৯

পরিচালনায়
মিসেসঃ মাফরুহা হক বেলা

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিমানে চিকিৎসা!

সম্প্রতি এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে বসেই যে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক আকাশচারী যাত্রীকে পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন তিনি কতখানি অসুস্থ। এক্ষেত্রে উপগ্রহের মাধ্যমে কম্পিউটারে রোগীর শারীরিক অবস্থা-রক্তচাপ, নাড়ির গতি, তাপমাত্রা, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদি দরকারি তথ্য জেনে চিকিৎসক বলে দিতে পারবেন বিমানে প্রাথমিক চিকিৎসায় কাজ হবে, না রোগীকে মাটিতে নামিয়ে এনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যবস্থার নাম রাখা হয়েছে 'টেলিমেডিসিন'। যদি বিমান বন্দর ও বিমানের মধ্যে ফোন বা ফ্যাক্স ব্যবস্থা থাকে, এক্ষেত্রেও সেটি ব্যবহার করা যায়। কোন অসুস্থ যাত্রীর শারীরিক অবস্থার খবর পাঠানোর সময় বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মী রোগীর দেহে প্রথমে কয়েকটি 'সেন্সর' আটকে দেবেন। এর পরবর্তীতে সিটের সঙ্গেই লাগানো মনিটরিং ইউনিটটি প্লাগের মাধ্যমে বিমানের উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। বিমান বন্দরে নিযুক্ত ডাক্তার তার ল্যাপটপ কম্পিউটারের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন দরকারি তথ্য।

উড়ন্ত বিছানা!

আরব্য উপন্যাসের কল্পিত উড়ন্ত কার্পেটের মত এ বিছানা ওড়ে না। আজগুবি কোন ব্যাপারই নেই এতে। এটি উড়ন্ত এই অর্থে যে, এ বিছানার ব্যবস্থা রয়েছে বিমানের মধ্যে। উড়তে উড়তেই দূরপাল্লার বিমান যাত্রীদের মাঝে মাঝে মনে হ'তেই পারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হয়। এয়ার ফ্রান্সের বিমানে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সেই ব্যবস্থাই সম্প্রতি চালু হয়েছে। এতে যাত্রী আসনটি এমনভাবে তৈরী যে, সোফা-কাম বেডের মত সেটি খুলে একটু নামিয়ে দিলে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বিছানা হয়ে যায়। এ বিশেষ ধরনের আসনের নাম এল এম্পেস ১৮০।

মরুভূমিতে বৃষ্টি হবে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাসা ও ইসরাঈলের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এক আশ্চর্য খবর জানিয়েছেন। তাদের মতে সেদিন আর দূরে নয়, যখন মরুভূমিতেও বৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে মেঘের গায়ে সিলভার আয়োডাইডের প্রলেপ কোনভাবে লাগিয়ে দিলে বৃষ্টি পাতের পরিমাণ ৪০ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। ফলে মরুভূমিকেও বৃষ্টি ভাসাবে।

ক্যামেরা যুক্ত ঘড়ি

জাপানের ক্যাসিও কম্পিউটার কোম্পানী এবার নতুন ধরনের হাতঘড়ি নিয়ে বাজারে নামছে। কোম্পানীর একজন মুখপাত্রের বক্তব্য অনুযায়ী-ভিকিউভি-ওয়ান নামে এ হাত ঘড়ির সাথে যুক্ত থাকবে একটি ক্যামেরা। ভিকিউভি-ওয়ান তার ১ মেগাবাইট ক্ষমতাসম্পন্ন মেমোরি চিপে কমপক্ষে ১০০টি সাদা-কালো ছবি জমা রাখতে পারবে। এ ছবিগুলো কোন পার্সোনাল কম্পিউটার-এ স্থানান্তর করা যাবে। আর তা সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থাও করেছে ক্যাসিও। ৫২ মিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য, ৪০ মিঃ মিঃ প্রস্থ এবং ১৬ মিঃ মিঃ গভীরতা বিশিষ্ট উক্ত ঘড়িটির ওজন হবে মাত্র ৩২ গ্রাম। যা স্বাভাবিকের তুলনায় মোটেই বেশী নয়। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে চার ধরনের হাতঘড়ি-ক্যামেরা বাজারে ছাড়বে ক্যাসিও। এগুলোর দাম পড়বে ২১০ থেকে ২৪০ ডলারের মধ্যে।

আশ্চর্যজনক স্মার্ট শার্ট

আশ্চর্যজনক স্মার্ট শার্ট উদ্ভাবন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। শার্ট বোনা হয়েছে ইলেকট্রনিক্স সুতা, অপটিক্যাল ফাইবার ও টাইনি সেন্সর দিয়ে। শার্টটি ব্যবহারকারীরা তাপমাত্রা, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, হৃদস্পন্দন পরিমাপ করতে পারবে, শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা, রক্তচাপ কমে গেলে তা সংকেত দেবে। এছাড়া শার্টটির মাধ্যমে চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। প্রয়োজনীয় তথ্যও পাঠানো যাবে।

গুল, জর্দা ধূমপানের চেয়েও ক্ষতিকর

গুল, জর্দা সিগারেটের চেয়েও ক্ষতিকর। এগুলো যারা খায় তাদের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বিশেষ করে মুখ, গলা, পরিপাকতন্ত্রের ক্যান্সার। এ তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নেল বোনোউইটস। তিনি জানান, শুধু ক্যান্সারই নয়, বরং জর্দা ও গুল খেলে হৃদরোগে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি থাকে।

বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভে নয়া জিন প্রযুক্তি

যে নারীর সন্তান হয় না সে নারীকে বলে বন্ধ্যা। কিন্তু বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে এই বন্ধ্যা নারীরও সন্তান হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। নতুন আবিষ্কৃত একটি জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে বন্ধ্যা নারীরা সন্তান লাভ করতে পারবে। এ প্রযুক্তিতে বন্ধ্যা নারীর জিন অন্য একজনের দান করা ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপন করা হবে। যেসব নারীর ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে ত্রুটি আছে তারা এ প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারবে। নতুন উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিতে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্ধ্যা নারীর ডিম্বাণুর জিনসমৃদ্ধ নিউক্লিয়াস দান করা একটি ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মেশানো হবে এবং এই নতুন ডিম্বাণুকে জরায়ুতে শুক্রানুর সাথে নিষিক্ত করা হবে।

সংগঠন সংবাদ

ঠাকুরগাঁ যেলা পুনর্গঠন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁ যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে গত ১৬-১৯শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম আব্দুল লতীফ ও আব্দুর রাযযাক-এর চারদিন ব্যাপী ঠাকুরগাঁ সফরের শেষ দিন ১৯ শে এপ্রিল রোজ বুধবার বাদ আছর স্থানীয় রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক কর্মী ও সুধী সমাবেশে জনাব এ, কে, এম আযীযুল হক-কে আহ্বায়ক ও জনাব ইসরাঈল হোসাইনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথির ভাষণে শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও বাস্তবায়ন দেখতে চায়। আর এ লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ইমারত-এর অধীনে পূর্ণ ইখলাছের সাথে দা'ওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে জামা'আতবদ্ধ ভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি। তিনি কিতাব ও সুন্নাতের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী সকল মুমিন ভাই-বোনকে এই জিহাদী কাফেলায় শামিল হয়ে জান-মাল কুরবানী করার উদাত্ত আহ্বান জানান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঠাকুরগাঁ যেলা আন্দোলন-এর সাবেক আহ্বায়ক মাওলানা যহূরুল হক।

উল্লেখ্য, চারদিন ব্যাপী সফরে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগদ্বয় যেলার গোদাগাড়ী, ভেমটিয়া, উত্তর বিরইল, প্রাগপুর, ভেলাই চৌধুরী পাড়া, বীরগড়, খামার, চৌরঙ্গী, পাহাড় ভাঙ্গা প্রভৃতি শাখা সফর করেন ও কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

তাবলীগী সফর

যেলাঃ পঞ্চগড়

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম আব্দুল লতীফ ও আব্দুর রাযযাক গত ২০ ও ২১ শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার পঞ্চগড় সফর করেন। প্রথমদিন বাদ মাগরিব তাঁরা যেলা কার্যালয় ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলার বিভিন্ন শাখা হ'তে আগত দায়িত্বশীল, কর্মী ও উপস্থিত মুছল্লীদের নিয়ে এক তাবলীগী বৈঠকে মিলিত হন। জনাব এস,এম আব্দুল লতীফ বলেন, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ আজ বিজাতীয় আগ্রাসনের স্বীকার। মুসলমানদের ঈমান ও আমল বিনষ্টের জন্য ইহুদী ও খ্রিষ্টানী চক্রান্ত সোচ্চার। এমতাবস্থায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীগণকে পরকালীন মুক্তি হাছিলের উদ্দেশ্যে সূরা আছরে বর্ণিত চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে (ঈমান, আমল, দা'ওয়াত ও ছবর) যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

পরের দিন শুক্রবার তাঁরা আন্দোলন ও যুবসংঘের যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের নিয়ে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তাঁরা সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং উভয় সংগঠনের দায়িত্বশীলগণকে নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। সফরের এক পর্যায়ে কালিগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত তাবলীগী বৈঠকের পর অন্যান্য সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী নির্ভেজাল আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোগদান করেন।

তাবলীগী সফর

যেলাঃ দিনাজপুর

গত ২১ শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম আব্দুল লতীফ এক সংক্ষিপ্ত সফরে দিনাজপুর গমন করেন। যেলা সভাপতি জনাব জসীরুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক তাবলীগী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আমরা আজ আল্লাহ্র এই নির্দেশ অমান্য করে চলেছি। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। তিনি বলেন, মানুষ বর্তমানে করে যাচ্ছে আংশিক ইসলাম পালন, যার দ্বারা নাজাতের আশা করা যায় না। তিনি মানব রচিত বিভিন্ন মতাদর্শ পরিত্যাগ করে সকলকে আল্লাহ্র প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার আহ্বান জানান।

বাদ এশা যেলা দায়ীত্বশীলদের নিয়ে তিনি এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেলার বিগত দিনের কাজের পর্যালোচনা এবং আগামী দিনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন।

তাবলীগী সফর

যেলাঃ গোপালগঞ্জ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম আব্দুল লতীফ গত ২৭ শে এপ্রিল গোপালগঞ্জ

যেলা সফর করেন। তাঁরা বর্ষাপাড়া দারুল হাদীছ মাদরাসায় বাদ এশা যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বয় যেলার বিগত দিনের কাজের তদারকি করেন।

২৮ শে এপ্রিল বাদ জুম'আ তাঁরা গোপালগঞ্জ শহরের মিঞাপাড়া ইয়াতীমখানা জামে মসজিদে তাবলীগী বৈঠক করেন। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হান্নান-এর সভাপতিত্বে উভয় বৈঠকে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মেহমান মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও জনাব এস, এম আব্দুল লতীফ। স্থানীয়দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব আজমল হোসায়েন, বাকীউল আলম, সর্দার রহমত জান প্রমুখ।

প্রধান অতিথি জনাব শিহাবুদ্দীন সুন্নী স্বীয় বক্তব্যে বলেন, শারঈ জীবন-যাপন করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন একমাত্র জামা'আতী যিন্দেগীর মাধ্যমেই সম্ভব। তাই আসুন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জামা'আতী যিন্দেগী গড়ে তুলি। অতঃপর জনাব মুহাম্মাদ সারোয়ার জাহান সর্দারকে আহ্বায়ক ও জনাব মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনকে যুগ্ম আহবায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট গোপালগঞ্জ শহর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। বাকী সদস্যগণ হচ্ছেন, মুহাম্মাদ আজমল হোসাইন, মুহাম্মাদ বাকীউল আলম, মুহাম্মাদ শরীয়ত হোসাইন, আব্দুর রায্যাক ও রহমত জাহান সর্দার।

যেলা সম্মেলন
নরসিংদী

গত ২৭ শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পাঁচদোনা বাজারে যেলা সম্মেলন ২০০০ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। যেলা সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুছ ছামদ, ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, নরসিংদী জামে'আ কাসেমিয়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম, গাজীপুর যেলা আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, সম্মেলনের পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ঘোড়াশাল এলাকার বিশিষ্ট ওলামা ও সুধীবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

মহিলা সংস্থা

২৮শে এপ্রিল শুক্রবার ঢাকা মহানগরীর সুরীটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অতঃপর বাদ আছর ২২০ হাজী আবদুল মাজেদ সরদার লেন-এ অবস্থিত 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা অফিস মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' আয়োজিত মহিলা ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বহু মা-বোন জমায়েত হন।

যেলা সম্মেলন
গাজীপুর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ গাযীপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে গত ৩০ শে এপ্রিল রোজ রোববার স্থানীয় পিরুজালী আলিমপাড়া স্কুল মাঠে গাযীপুর যেলা সম্মেলন ২০০০ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পেশ করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ।

যেলা সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর দাঈ মাওলানা মোশাররফ হোসাইন আকন, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর সম্মানিত সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত একই দিনে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত পিরুজালী বর্তাপাড়া জামে মসজিদ ও পিরুজালী সড়কঘাটা বাজার জামে মসজিদ উদ্বোধন করেন। সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৪১)ঃ তাবলীগ জামা'আতের ভাইগণ বলেন যে, কোন ব্যক্তি তাবলীগে গিয়ে নিজ প্রয়োজনে ১ টাকা ব্যয় করলে ৭ লক্ষ টাকার ছওয়াব পাবে, ১টি নেকী করলে ৪৯ কোটি নেকী পাবে এবং কারও জন্য অপেক্ষা করলে লায়লাতুল ক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে ইবাদত করার ছওয়াব পাবে ইত্যাদি। শরীয়তে উক্ত কথাগুলোর প্রমাণ আছে কি? এবং শরীয়তে পীর-মুরীদ বলে কিছু আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী
হায়দার হোসেন ছাত্রাবাস
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ফযীলতের কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ভাল কাজের জন্য অবশ্যই নেকী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে এর বিনিময়ে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে' *(আন'আম ১৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়..' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯)*। এক্ষণে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা ফযীলত বর্ণনা করে সাধারণ মুসলমানদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা দ্বারা পাপ বৈ ছওয়াবের আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ারী শুনুন! 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

অপরদিকে প্রচলিত পীর-মুরীদী সম্পূর্ণ রূপে শরীয়ত পরিপন্থী। এ থেকে আমাদের পরহেয করা উচিৎ।

প্রশ্ন (২/২৪২)ঃ রাতে আয়না দেখা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তাফহীমা
আলেম ১ম বর্ষ
জগতপুর এডিএইচ সিনিয়র মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দিবা-রাত্রি যে কোন সময় আয়না দেখা যায়। তবে আয়না দেখার সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে হয়। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।-

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হাস্সানতা খালক্বী ফাআহসিন খুলুকী।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছ। এক্ষণে আমার স্বভাব-চরিত্রকেও উত্তম কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩)ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নারীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারী
মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নারীর মধ্যে প্রধানতঃ যে গুণ গুলো থাকা দরকার তা নিম্নরূপ (১) স্বামীর সাথে সর্বদা মুচকি হেসে কথা বলা (২) স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয় (৩) নিজের ইয্যত রক্ষা করা (৪) স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করা (৫) অল্পে তুষ্ট থাকা। রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'স্বামী যখন তার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন স্ত্রী তাকে (মুচকি হেসে) আনন্দ দেয়। যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে এবং নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে' *(আহমাদ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮ পৃঃ হাদীছ ছহীহ, আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৬/১৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪)ঃ জনৈক হাজী ছাহেব হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু মসজিদে তিন দিন অবস্থানের পর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এরূপ বিলম্বে বাড়ীতে প্রবেশ কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-রেযাউল করীম
জামদই, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ৩ দিন মসজিদে অবস্থান করার কোন প্রমাণ নেই। তবে সুন্নাত হচ্ছে দিনের বেলায় সফর থেকে ফিরে আসলে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সরাসরি বাড়ীতে প্রবেশ করা। আর রাত্রি বেলায় আসলে মসজিদে রাত্রি যাপন করে বাড়ীতে প্রবেশ করা। আর যদি বাড়ীর মানুষ আগে থেকেই আসার ব্যাপারে অবহিত থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় বাড়ীতে প্রবেশ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন ওযূ করে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন এবং রাত্রে আসলে মসজিদে রাত্রি যাপন করে সকালে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন *(আহমাদ ৬/২৮৬ সনদ ছহীহ; নায়ল ৬/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫)ঃ খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি? খারাপ স্বপ্ন নাকি মানুষের সামনে ব্যক্ত করা যায় না, কথাটির সত্যতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ওয়াহীদুল ইসলাম
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হয় এবং সেটি মানুষের সামনে ব্যক্ত করা যায়। আর খারাপ স্বপ্ন দেখে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলে শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয় এবং কারো সামনে ব্যক্ত করতে হয় না। এই সময় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ের কথাও এসেছে। তাহ'লে এটি তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে বাম দিকে ৩ বার থুক মারবে, ৩ বার 'আ'ঊযুবিল্লা-হিমিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলবে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করবে' *(মুত্তাফাক্বা আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৩-১৪ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬)ঃ মুসলমানগণ একে অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল হান্নান
মালোপাড়া, ঘোড়ামারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলমানগণ পরস্পরে খারাপ ধারণা পোষণ করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয়ই কতক ধারণা গোনাহের কারণ' (হুজুরাত ১২)।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা হ'তে বেঁচে থাক। কারণ খারাপ ধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা..... *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮)*।

উল্লেখ্য, যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে সত্যি সত্যিই সেই দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সরাসরি তাকেই বলা উচিৎ। অন্যদের সামনে বললে সেটি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন (৭/২৪৭)ঃ মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর আগে ইমাম ছাহেব উপস্থিত মুছল্লীদের বলে থাকেন যে, তার (মৃত ব্যক্তির) নিকট কারো টাকা পয়সা পাওনা আছে কি? কেউ কিছু পেয়ে থাকলে বলুন! তার ছেলেরা পরিশোধ করে দিবে'। এ ধরণের কথা বলা যায় কি-না?

-শরীফুল ইসলাম
সাং- সারাই, হারাগাছ
রংপুর।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতের পূর্বে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথা বলা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাযার পূর্বে মৃত ব্যক্তির ঋণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৯)*। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হ'তে যত দ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করা উচিৎ। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; আহমাদ ২/৪৪০ পৃঃ; রিয়ায হা/৯৪৩ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮)ঃ একটি ইয়াতীমখানার জনৈক শিক্ষক ইয়াতীম ছেলেদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, ভালভাবে দেখাশুনা করেন না, তাদের উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন চালান। ইসলামী শরীয়তে উক্ত শিক্ষকের হুকুম কি?

-আমীনুল হক
আযীমপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ইয়াতীমদের প্রতি সহমর্মিতা ও স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তাদেরকে ধমক দিতে ও গালিগালাজ করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্যে করে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম রূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না। সওয়ালকারীকে ধমক দিবেন না' *(যোহা ৬-১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এইভাবে থাকব। এই বলে তিনি স্বীয় শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী উঁচু করে দেখালেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯)ঃ সকাল-সন্ধ্যা আ'ঊযুবিল্লাহ সহ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠে নাকি ৭০ হাযার ফেরেশতা নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত ফেরেশতা তার জন্য দো'আ করতে থাকে। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা পায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আখতারুয্ যামান
জলাইডাংগা, রংপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত ফযীলতের কথাগুলি একটি যঈফ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। মা'কেল ইবনু ইয়াসার হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিন বার 'আঊযুবিল্লা-হিস সামীইল আলীমি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম' সহ সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করতে থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি মারা যায় তবে শহীদ রূপে

মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি উহা সন্ধ্যায় পড়বে সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে। *(যঈফ তিরমিযী 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায় নং ২২; হা/৫৭৩২)*। পড়লে সাধারণভাবে কুরআন তেলাওয়াতের নেকী তিনি পাবেন। তবে উপরোক্ত ফযীলত মনে করে পড়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১০/২৫০)ঃ বিবাহ সম্পাদনের পর বউকে তৎক্ষণাৎ না উঠিয়ে ৬ মাস/এক বছর পর অনুষ্ঠান করে উঠানো শরীয়ত সম্মত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সেকান্দার আলী
কালিগঞ্জ বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ উল্লেখিত পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত নয়। এতে বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাছাড়া বিবাহের অনুষ্ঠান বা 'ওয়ালীমা', যা বিবাহের পর আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য করা হয়ে থাকে, তা ব্যাহত হয়। *(বুখারী ২/১৭৬ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) যয়নবের সাথে মিলামিশা করার পর ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং লোক গোশত রুটি তৃপ্তি সহকারে খাইয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২)*। উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে ৬ মাস ১ বছর বা সন্তান হওয়ার পরও বিবাহের যে অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়, তা সুন্নাতের বরখেলাফ।

প্রশ্ন (১১/২৫১)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহ কবরে আসবে কি-না? এবং রূহের আযাব কোথায় হবে? কবরে, ইল্লীনে না সিজ্জীনে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হাফেয যাকিরুদ্দীন
চোপীনগর হাফেযিয়া মাদরাসা
পোঃ কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল উলামা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাকে কবর দেওয়া হৌক বা না হৌক সে যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাক না কেন এমনকি কোন ব্যক্তি যদি সমুদ্রগর্ভে কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর পেটে থাকে বা পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, তবুও তাকে একত্রিত করে সেখানে তার রূহকে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তার আমল বা কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অছিয়ত করে যে, সে মৃত্যুবরণ করলে তার দেহকে পুড়িয়ে ভস্ম করে অর্ধেক স্থল ভাগে এবং অর্ধেক সমুদ্রে ছড়িয়ে দিবে। অছিয়ত অনুযায়ী তা করা হ'লে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে স্থল ও সমুদ্র তাকে একত্রিত করে দেয়। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরূপ করেছিলে কেন? সে বলে, তোমার ভয়ে। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী ২/১১১৭ পৃঃ)*।

কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কবরে দাফন করা হ'লে তার রূহকে কবরে আনা হবে, ইহা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। *এবারের দরসে কুরআন পাঠ করুন। -পরিচালক!*

প্রশ্ন (১২/২৫২)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কি স্বামীর গৃহে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করবে না অন্য স্থানে ইদ্দত পালন করবে।

-হাবীবুর রহমান
ইসমাঈলপুর, একডালা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করেই ইদ্দত পালন করবে। যায়নাব বিনতে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু সাঈদ খুদরীর বোন ফুরাইয়া বিনতে মালেক রাসূল (ছাঃ)-কে ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি পিতার বাড়ী যেতে পারি কি? কারণ আমার স্বামী কিছু রেখে যাননি। এমনকি আমার জন্য খোর পোষও রেখে যাননি। ফুরাইয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ যেতে পার। তখন আমি ফিরে চললাম এমনকি ঘর বা মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছলাম। তিনি আমাকে পুনরায় ডেকে বললেন, তোমার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরেই থাক। ফুরাইয়া বলেন, অতঃপর আমি ঐ বাড়ীতেই ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৩২)*। অন্য হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করবে *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৬৬৪)*। তবে বিপদের আশংকা থাকলে নিরাপদ স্থানে ইদ্দত পালন করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একজন মহিলাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করতে বলেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৪)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩)ঃ সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতের অর্থ সহ ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ফারযানা নাঈমা
কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ-১৫০০।

উত্তরঃ অনুবাদঃ 'আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন'।

ব্যাখ্যাঃ দৃষ্টি সংযত রাখা বা নিচু রাখার অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি ভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে না দেওয়া। স্ত্রী বা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলাকে নযর ভরে দেখা জায়েয নয় বরং তা যেনার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) এধরনের দেখাকে চোখের যেনা বলেছেন। তিনি বলেন, 'দেখা হচ্ছে চোখের যেনা, ফুসলানো কণ্ঠের যেনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কর্ণের যেনা, হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের যেনা, অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা পায়ের যেনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। তবে সাধারণভাবে নযর পড়া, বিবাহের প্রয়োজনে দেখা, কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেখা ইত্যাদি

যেনা নয়, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দৃষ্টি সংযত রাখার অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতরের প্রতি নযর দিবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতর দেখবে না এবং কোন নারী কোন নারীর সতর দেখবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪)ঃ আমার নিকট ২০ ভরি স্বর্ণ আছে। আমাকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে?

-ফারযানা নাঈমা
কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ-১৫০০।

উত্তরঃ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ এক বছর অতিবাহিত হ'লে, স্বর্ণের দাম ধরে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে *(আবূদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২; ইরওয়া হা/৮১৫)*। এক্ষণে ২০ ভরি স্বর্ণের দাম ধরে শতকরা আড়াই টাকা হারে যা হয় সে হিসেবে যাকাত বের করুন!

প্রশ্ন (১৫/২৫৫)ঃ মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায় ২১/২২১ নং প্রশ্নের উত্তরে ছহীহ হাদীছ পেশ করে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রকাশনীর ৪র্থ খণ্ডের ৪৩০৫ নং হাদীছে স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীছটি নিম্নরূপ- ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। অতঃপর বললাম, আপনি কি দেখেননি যে, ইবনে যুবায়ের খেলাফতের জন্য দাঁড়িয়েছেন? তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি তার ব্যাপারে ভেবে দেখব। তবে আমি ওমর ও আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে কখনও ভেবে দেখিনি। কারণ তাঁরা সবদিক দিয়ে এর সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। পুনরায় মনে মনে ভাবলাম যে, ইবনে যুবায়ের তো নবী (ছাঃ)-এর ফুফাত ভাই, আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি, খাদীজা (রাঃ)-এর ভাইপো, আয়েশা (রাঃ)-এর ভাগিনা। আমার চেয়ে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করার এটাই কারণ....। দুই হাদীছের সঠিক মর্ম জানতে চাই।

-ইদরীস আলী মাষ্টার
মুজিবনগর হাইস্কুল
কেদারগঞ্জ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ দুই হাদীছের মর্মে কোন বিরোধ নেই। কারণ (১) ৪৩০৪ নং হাদীছের উপরে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) জনগণের দাবীতে খেলাফতের পদে আসীন হন এবং হেজায, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও সিরিয়ার অধিকাংশ লোক তার হাতে বায়'আত করেন (*বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ৪র্থ খণ্ড ৪০৯ পৃঃ*)। কাজেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) স্বেচ্ছায় নেতা হয়েছিলেন বলে দাবী করা একজন ছাহাবীর উপর অপবাদ মাত্র। (২) প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নির্বাচন হয়েছিলে জনগণের দাবীতে বায়'আতের মাধ্যমে। কাজেই এই দুই নির্বাচনকে এক মনে করা ঠিক নয়। এটি শারঈ নির্বাচন পদ্ধতিকে খৃষ্টানী নির্বাচন পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেবের মুখে শুনলাম যে, এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে নাকি ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুস সাকিম
কালিকাপুর, পোঃ ঘোষগ্রাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে তাকে ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগকারী যে কাফের ও হত্যার যোগ্য, এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় (*আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৪; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯ হাদীছ ছহীহ*)। অন্য এক বর্ণনায় ছালাত ত্যাগকারীর রক্ত ও অর্থ বৈধ বলা হয়েছে *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮১ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ছালাত ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭)ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় পত্রের মুনাফা গ্রহণযোগ্য কি-না? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুঈদ খান
কান্দিভিটুয়া
থানাপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় পত্রের মুনাফা যদি সত্যিকার অর্থে লাভ-লোকসান ভিত্তিক হয় এবং সূদভিত্তিক না হয়, তাহ'লে গ্রহণ করা যায়। কারণ ছহীহ হাদীছে ব্যবসায় 'মুক্বারাযা' বা 'মুযারাবা' নামে একটি পদ্ধতি পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য তার অর্থ প্রদান করবে। আর লভ্যাংশ শর্ত অনুপাতে উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। উভয়ের সম্মতিতে এরূপ ব্যবসা বৈধ *(নিসা ২৯; ইরওয়া হা/১৪৭০-৭২ 'মুযারাবা' অধ্যায় ৫/২৯০-৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮)ঃ আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর ও মি'রাজের পূর্বরাত্রি পর্যন্ত কত ওয়াক্ত, কত রাক'আত ও কি নিয়মে ছালাত আদায় করতেন?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
কুরআন মঞ্জীল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নবুঅত লাভের পর থেকে মে'রাজের রাত্রি পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ) কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন, তার হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে আল্লামা মুক্বাতিল (রহঃ) সূরা গাফিরের (মুমিন) ৫৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, ঐ সময়ে সকাল-সন্ধ্যা দুই ওয়াক্ত দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করা হ'ত এবং ইতিহাস দ্বারা তা প্রমাণিত হয় *(মুখতাছার সীরাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১৪২ (বাংলা)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯)ঃ ছালাত আদায় করে না এমন গরীব নিকটাত্মীয়কে দান করা ভাল, না ছালাত আদায়কারী গরীব পড়শীকে দান করা ভাল।

-আব্দুল জাব্বার
গ্রাম-গোলনা, ডাঃ সাজিয়াড়া
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নিকটাত্মীয়কে দান করার ব্যাপারে বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ধারাবাহিকতায় আত্মীয়কে প্রথমে উল্লেখ করেছেন *(বাক্বারাহ ১৭৭; এতদ্ব্যতীত রূম ৩৮, আল-ইসরা ২৬ নিসা ৮ দ্রঃ)*। আনছারদের জনৈকা মহিলা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব স্ব স্ব স্বামীকে কিছু দান করতে চাইলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। একটা আত্মীয়তার জন্য আর একটা দানের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিসকাত হা/১৯৩৪)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, মিসকীনকে দান করলে এক নেকী, আর ঐ দান আত্মীয়কে করলে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। একটা দানের নেকী, অপরটা আত্মীয়তার নেকী *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৯৩৯)*। এখানে ছালাত আদায় করাকে শর্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন (২০/২৬০)ঃ ছালাত অবস্থায় মহিলাদের মাথার চুল ছাড়া থাকবে না খোপা বাঁধা থাকবে বিস্তারিত জানতে চাই।

-শফীকুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানীয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় মহিলা ও পুরুষের মাথার চুল ছেড়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা সিজদায় গিয়ে ধূলা লাগার ভয়ে কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদা করার সময় এটা একেবারে অনভিপ্রেত *(মির'আত ১/৬৪৮, মিরক্বাত ২/৩১৯, নায়ল ৩/১২২-২৩)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে সাত হাড়ের উপর সিজদা করতে নির্দেশ করা হয়েছে। কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের অগ্রভাগ। আর যেন কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই, *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৮৭)*। তবে পূর্বে থেকে খোপা বাঁধা থাকলে খোলার দরকার নেই।

প্রশ্ন (২১/২৬১)ঃ আমরা আমাদের মসজিদে হানাফী ও আহলেহাদীছ একত্রে ছালাত আদায় করতাম। প্রায় ২৮ বৎসর যাবত উক্ত মসজিদে হানাফী ইমাম ইমামতি করে আসছেন। কিন্তু গত কুরবানীর সময় ইমাম ছাহেবকে পারিশ্রমিক সহ কুরবানীর গোশত প্রদান না করায় তিনি রাগ করে ইমামতি ছেড়ে চলে যান। পরপর চার জুম'আ না আসায় মসজিদ কমিটির সভাপতি একজন আহলেহাদীছ ইমাম নিয়োগ করেন। আহলেহাদীছ ইমাম মাত্র এক জুম'আ ছালাত আদায় করালে হানাফীগণ এই ইমামের পিছনে ছালাত আদায় না করার দাবী করে পুরাতন ইমামকে পুনরায় বহাল করেন। এই দেখে আহলেহাদীছগণ মসজিদ পৃথক করে ছালাত শুরু করেন। আমার প্রশ্ন নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ওয়াজেদ আলী
দুর্গাদহ, জয়নগর
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ অবস্থায় পৃথক মসজিদ 'যেরার' মসজিদ বলে গণ্য হবে না। অতএব নতুন মসজিদে ছালাত জায়েয হবে। কারণ সূরা তওবার ১০৭ নং আয়াতে পৃথক মসজিদকে যে 'মসজিদে যেরার' বলে নাজায়েয ঘোষণা করা হয়েছে, তার চারটি কারণ রয়েছে। যেমন-

(১) অপর মসজিদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হওয়া।

(২) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করার উদ্দেশ্যে হওয়া।

(৩) মুসলিম সংহতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে হওয়া।

(৪) কাফেরদের সহযোগিতা উদ্দেশ্য হওয়া।

কাজেই শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদ পৃথক করা যাবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৫৫ পৃঃ 'মাসাজিদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২)ঃ বাগানের মালিক লিখিতভাবে বাগানের ঝুঁকি গ্রহণ করলে শুধু গাছ দেখে বাগান ক্রয় করা যায় কি? কিংবা আম ছোট থাকাবস্থায় বাগান ক্রয় করা যায় কি? এবং আখের গাছ ছোট অবস্থায় ক্রয় করা যায় কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম
এম,এ, শেষ বর্ষ, বাংলা বিভাগ
১৭৩, শহীদ হবীবুর রহমান হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ বাগানের মালিক লিখিত ভাবে বাগানের ঝুঁকি গ্রহণ করলেও শুধু গাছ দেখে বাগান ক্রয় করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে আম উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আম গাছ ক্রয় করা এবং আখের গাছ উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করাও জায়েয নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুহাক্বালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও মু'আওয়ামা-এর ক্রয়

বিক্রয়ে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬)*। অত্র হাদীছে শেষের শব্দটি হচ্ছে মু'আওয়ামা, যার অর্থ ফল বিহীন গাছকে একাধিক বছরের জন্য বিক্রি করা *(মিশকাত তাহকীক আলবানী হা/২৮৩৬ টীকা নং ১; নববী, মুসলিম ২/১০ পৃঃ; তোহফা ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৫১ হা/১৩২৭)*। অন্য হাদীছে জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বাগানের গাছ কয়েক বৎসরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪১)*। হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফল বিহীন বাগান অগ্রিম বিক্রি করা হারাম।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) গাছের ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফল বা শস্য ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। *(দ্রঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর '৯৮ প্রশ্নোত্তর ৮/৪৩)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩)ঃ ছালাতের মধ্যে মাতা-পিতা ও নিজেদের জন্য কখন কিভাবে দো'আ পড়তে হবে? বাংলায় দো'আ পড়া যাবে কি?

-মুছাব্বর আলী
নানাহার, মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মাতা-পিতা ও নিজের জন্য ছালাতের মধ্যে সিজদায় ও সালামের পূর্বে দো'আ করা যায়। তবে সিজদায় কুরআনের আয়াত পড়া যায় না। সালামের পূর্বে কুরআনের আয়াত পড়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ছালাতে কোন দো'আ করা যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকূ এবং সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই তোমরা রুকূতে তোমাদের প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর। কারণ তোমাদের দো'আ কবুলের জন্য সিজদার স্থান যথাযথ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষ সিজদায় সবচেয়ে বেশী তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)*। হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চাওয়ার জন্য এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য যে কোন হাদীছী দো'আ পড়া যায়। অপরদিকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আত্তাহিইয়াতু পড়ার পর মুছল্লী তার ইচ্ছামত দো'আ পড়বে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৯)*। অতএব মুছল্লী সালামের পূর্বে তার মুখস্ত কুরআনের দো'আগুলি নিয়ত অনুযায়ী এবং হাদীছের দো'আগুলি পড়তে পারে। যেমন নিজের জন্য ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار পিতা-মাতার জন্য رب رحمهما كما ربيانى صغيرا ইত্যাদি।

ছালাত অবস্থায় অন্য ভাষায় দো'আ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'নিশ্চয়ই এ ছালাতের মধ্যে মানুষের কোন কথা জায়েয নয়। এ ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআনের ক্বিরাআত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪)ঃ জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহার পর নির্দিষ্ট সূরা রয়েছে? না যে কোন সূরা পড়লেই চলবে?

-শফীকুল ইসলাম
গ্রাম- রুদ্রপুর, পোঃ ধুলিহার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাত সহ ঐ দিনের ফজরের ছালাতে নির্দিষ্ট সূরা পড়াই সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ফজরের ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা 'সাজদা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'দাহার' পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৮)*। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই ঈদ এবং জুম'আর ছালাতে সূরা 'আ'লা' এবং সূরা 'গাশিয়া' পড়তেন। আর ঈদ ও জুম'আর দিন একত্রিত হয়ে গেলে দুই ছালাতে ঐ সূরা দু'টিই পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০)*। তবে অন্য সূরা পড়াও জায়েয আছে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'কুরআন থেকে তোমরা পাঠ কর যা সহজ মনে কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫)ঃ মাওলানা আইনুল বারী ছাহেব তার 'আইনি তোহফা ছালাতে মুস্তফা' বইয়ের ২য় খণ্ডে 'ফরমায়েশী জামা'আতী দো'আ বৈধ' শিরোনামে খুৎবার দো'আতে হাত তোলার ২টি দলীল পেশ করেছেন। এদিকে মুফতী মুহিউদ্দীনের বইয়ে পেলাম- খুৎবার দো'আয় হাত তোলার জন্য ওমারাহ ইবনে রোওয়ায়বা আছছাক্বাফী (রাঃ) বিশর ইবনে মারওয়ানকে বলেছিলেন, 'ঐ নিকৃষ্ট হাত দু'টি ধ্বংস হৌক। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বহুবার দেখেছি তিনি খুৎবা অবস্থায় দো'আ করতে গিয়ে কখনো দু'হাত উঠাতেন না (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৬৮ পৃঃ)। উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দলীলের সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-আতাউর রহমান
মানবিক বিভাগ, ডঃ যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ দলীলগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ মাওলানা আয়নুল বারী ছাহেব যে ফরমায়েশী জামা'আতী দো'আয় হাত তোলার দলীল পেশ করেছেন তা ছিল বৃষ্টি চাওয়ার জন্য। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবা অবস্থায় অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে খুৎবা অবস্থায় হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(বুখারী 'ইস্তিসক্বা' অধ্যায় ১/১৪০ পৃঃ)*। আর ওমারা (রাঃ) যে বিশর ইবনে মারওয়ানের খুৎবা অবস্থায় দো'আতে হাত তোলার কঠোর নিন্দা করেছিলেন, তা ছিল খুৎবা অবস্থায় হাত তুলে হাত নেড়ে বক্তব্য দেওয়ার বিরুদ্ধে হাত তুলে দো'আ করা নয়। সাথে সাথে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে

হাদীছের ভাবার্থ প্রকাশ পেয়েছে। বিশর ইবনে মারওয়ান জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন এবং বক্তব্যে দু'হাত উঁচু করেছিলেন। তখন ওমারা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এই হাত দু'খানাকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি তিনি হাত উঁচু করতেন না বরং তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বক্তব্য দিতেন *(তিরমিযী হা/৫১৫)*। আবুদাউদ শরীফে রয়েছে ওমারা (রাঃ) বিশর ইবনে মাওয়ানের নিন্দা করার পর বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি *(আবুদাউদ হা/১১০৪)*। তাই ইমাম নাসাঈ জুম'আর খুৎবায় 'ইশারা' নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন এবং ওমারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি পেশ করেন *(হাদীছ নং ১৪১১)*। অতএব দুই হাদীছের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬)ঃ মা-বাবা ও ওস্তাদের পায়ের ধূলা নেওয়া জায়েয কি?

-আবুল হোসায়েন আব্দুল্লাহ
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মা-বাবা ও ওস্তাদের পায়ের ধূলা নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ বিষয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭)ঃ যদি বিবাহ রেজিষ্ট্রি হয়, আর আনুষ্ঠানিকভাবে ইজাব-কবুল না হয়, তাহ'লে বর ও কনের মিলন বৈধ হবে কি?

-আব্দুল মালেক
নারুলী, বগুড়া।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রি হওয়া অর্থই ঈজাব-কবুল হওয়া। কারণ বিবাহ রেজিষ্ট্রির জন্য বর ও কনের সম্মতি, দু'জন সাক্ষী ও ওয়ালীর প্রয়োজন হয়। আর বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ওয়ালী ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না *(দারাকুৎনী, ফিকহস সুন্নাহ ২/৪৯ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৮৫৮)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন সাক্ষী এবং বিবেকবান একজন ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না *(ইরওয়া হা/১৮৪৪ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮)ঃ কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে টাকা নেওয়া যাবে কি? তাছাড়া তাবীযের কিতাবে যে সকল নকশা করে তাবীয লেখা আছে তা শরীরে বেঁধে রাখা যাবে কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
ঝিকরগাছা আলিয়া মাদরাসা
যশোর।

উত্তরঃ কুরআনী আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ও এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয আছে। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছাহাবীদের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে চুক্তি সাপেক্ষে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে তাদের উভয়ের মধ্যেকার স্বীকৃত পারিতোষিক গ্রহণ করেন *(বুখারী ১/৩০৪ পৃঃ; ফাৎহুলবারী হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ১৬)*।

তাবীযের বা অন্য যেকোন কিতাবে সে সকল নকশা রয়েছে, তা সোলাইমানী নকশা হউক বা অন্য কোন নকশা হৌক তা দ্বারা অথবা কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা তাবীয তৈরী করে ব্যবহার ও লেনদেন করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মুসনাদে আহমাদে উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে মরফূ সূত্রে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তাবীজ লটকাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন এবং যে ব্যক্তি কড়ি লটকাবে আল্লাহ তাকে আরোগ্য না করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি তাবিজ লটকাল সে অবশ্যই শিরক করল *(ফাৎহুল মজীদ (রিয়াযঃ ১৯৯৪) ১০২ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুক করা এবং এর পারিতোষিক গ্রহণ করা জায়েয। অপরদিকে তাবীয বা তাবীয জাতীয় কোন বস্তু লটকানো নাজায়েয।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯)ঃ আমি জনৈক বক্তাকে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করত। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করা হ'লে ফেরেশতারা সেখানে কুরআন দেখে বলল, হে কুরআন তুমি এখানে কেন? কুরআন উত্তর দিল, আমি সুপারিশ করে এই ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছাব। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী
ডুগডুগী হাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। ইহা অনুমান ভিত্তিক কথা মাত্র। প্রকৃত কথা হ'ল ছিয়াম ও কুরআন ছিয়াম পালনকারী ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্যে ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত পৃঃ ১৭৩ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০)ঃ অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করায় কোন ছওয়াব আছে কি-না তা জানতে চাই।

-হাফেয যাকিরুদ্দীন
চোপীনগর হাফেযিয়া মাদরাসা
পোঃ কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলেও তিলাওয়াতকারী কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে এমন একটি নেকী পাবে যা তার দশগুণ হবে অর্থাৎ একটি নেকী দশ নেকীর সমান *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৬)*। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অর্থ না বুঝে কুরআন পাঠে ছওয়াব পাওয়া যাবে বটে কিন্তু কুরআনের অর্থ বুঝা এবং এতে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে কুরআন-হাদীছে বহু তাকীদ রয়েছে। একে কুরআন ও হাদীছের ভাষায় 'তাদাব্বুর' বলা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআনে তাদাব্বুর (চিন্তা) করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো হয়েছে? (মুহাম্মাদ ৩৪)।